ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

চতুর্বিংশ খণ্ড

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

চতুর্বিংশ খণ্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫

—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১০

মূল্য ঃ ৩০ টাকা

(মাশুল স্বতন্ত্র)

মুদ্রণ-সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচকআশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, রামাপুরা,
বারাণসী-২২১০১০, দূরভাষ : (০৫৪২) ২৪৫২৩৭৬

প্রিন্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী,
অযাচক আশ্রম প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
ডি ৪৬/১৯এ, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী

: পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থান :

অযাচক আশ্রম
ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০ (উত্তর প্রদেশ)

গুরুধাম
পি-২৩৮, সি-আই-টি রোড, কাঁকুড়গাছি,
কলকাতা-৭০০০৫৪ ● দূরভাষ-২৩২০-৮৪৫৫

অযাচক আশ্রম
"নগেশ ভবন", ৯৯, রামকৃষ্ণ রোড, শিলিগুড়ি, দার্জ্জিলিং

অযাচক আশ্রম
পোঃ চন্দ্রপুর, ধর্মনগর, ত্রিপুরা (উত্তর)

অযাচক আশ্রম
২০বি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)
দূরভাষ : (০৩৮১)২২২৮৩০৫

অযাচক আশ্রম
রাধামাধব রোড, শিলচর-৭৮৮০০১, দূরভাষ : (০৩৮৪২) ২২০২১২

সাধন কুঞ্জ
হীরাপুর, ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড ● দূরভাষ-(০৩২৬)২৩১০৭১০

দি মাল্টিভারসিটি
পোঃ—পুপুন্‌কী আশ্রম, জেলা—বোকারো, ঝাড়খণ্ড, পিনকোড :৮২৭০১৩

ডাকে নিতে হইলে ২৫% অগ্রিম মূল্যসহ বারাণসীতেই পত্র দিবেন।

চতুর্বিংশ খণ্ডের নিবেদন

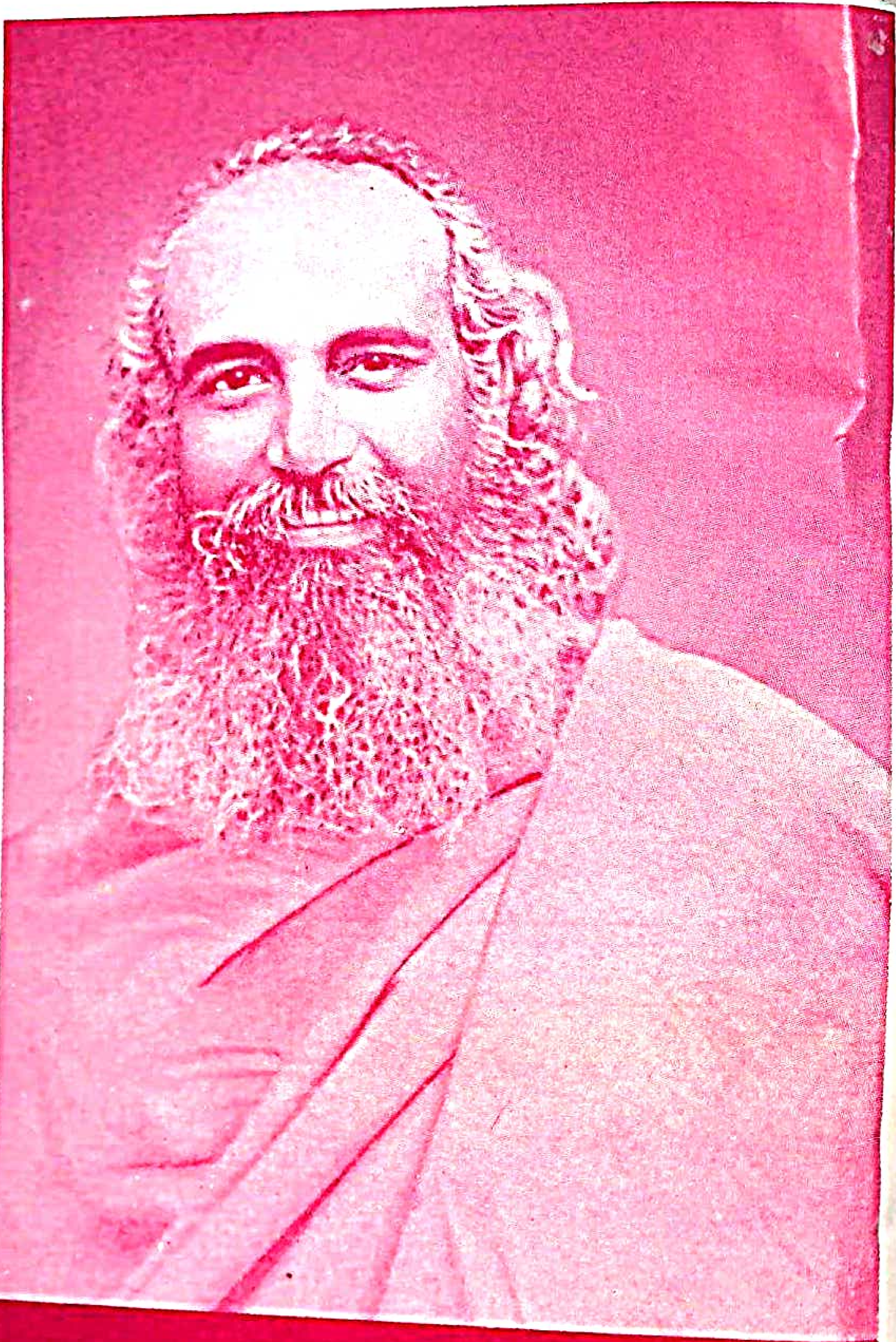
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সমসাময়িক পত্রাবলী (যাহা ১৩৬৫ হইতে ১৩৭৩ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকাকারেও প্রচারিত হইয়াছে। ইহা তাহার চতুর্বিংশ খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পরে দেখা গেল, এই পত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেও সুলভ্য করা আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। আমরা অতীব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, "ধৃতং প্রেম্না" প্রথম হইতে ত্রয়োবিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর জনসাধারণের মধ্যে হইতে বহু সজ্জন ব্যক্তি পত্রগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, পত্রগুলি পাঠ করিয়া জীবনের বহু সমস্যার সহজ সমাধান তাঁহারা পাইতেছেন। তাই আজ আনন্দভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" চতুর্বিংশ খণ্ড প্রকাশিত হইতে চলিল। নিবেদনমিতি—বৈশাখ, ১৩৭৪ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট,
বারাণসী-১

বিনীত
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের হুবহু পুনর্মুদ্রণ।

প্রকাশক



অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

চতুর্বিংশ খণ্ড

(১)

হরি ওঁ

শিলিগুড়ি
১৭ই বৈশাখ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হোজাই হইতে ঘরে ফিরার পথে আপার আসামের তোমরা সকলে নিরাপদে নাগা-অঞ্চল অতিক্রম করিয়াছ, এই সংবাদটি পাইবার জন্য আমরা প্রত্যেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি। সকলে আমাকে কলিকাতার ঠিকানায় তোমাদের নিরাপদে পৌছ-সংবাদ জানাইবে। লামডিং এর পরে ডিফু এবং অদ্যকার কাগজে দেখিলাম ডিফুর পরে মণিপুর রোড ষ্টেশানে নাগাদের গুপ্ত বোমা পাওয়া গিয়াছে, সুখের বিষয় এই বোমাটি ফাটিবার আগেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। নতুবা ডিমাপুরে যে আবার কত লোকের প্রাণহাণি হইত, কে জানে? খবরের কাগজে যে তারিখটি দেখিতেছি তাহাতে তোমরা কেহ কেহ ঐ ট্রেণটিতে ছিলে বলিয়া অনুমান করিতেছি। হাওড়া হইতে বেনারস যাইতে আমরা অমন কয়বার অন্ধকার কামরায় চাপিয়া সারারাত্রি চোর ও গুণ্ডার বদন-কমল ধ্যান করিয়াছি কিন্তু বোমা-বিদারণের আতঙ্ক আমাদের কদাচ হয় নাই। কি নিরানন্দে যে

তোমরা ডিমাপুর হইতে মরিয়ানির পথটুকু অতিক্রম করিয়াছ, ভাবিয়া সন্তাপ ভোগ করিতেছি। ইংরাজ মুণ্ড-শিকারী নাগরিকদের খ্রীষ্ট ধর্ম্ম দিয়া সভ্য করিয়াছিল, স্বাধীন ভারত সভ্য নাগাদের খেলার পুতুলে পরিণত করিয়াছে। বাহবা দিব কাহাকে? ইংরাজকে না স্বাধীন ভারতকে?

এই সকল বিপত্তি-সঙ্কুল অবস্থার কবে প্রতীকার হইবে, ইহা বুঝিতে পারার মতন উপকরণ আমাদের হাতে নাই। কিন্তু আমাদের স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাকে আমরা ব্যাহত হইতে দিতে পারি না। কাজ ত' আমাদিগকে করিতেই হইবে। মরিয়ানি-লামডিং রেলপথে আমাদের জীবন গেলে যদি তাহার জন্য দায়ী কেহ না থাকে, তাহা হইলে অন্য পথে যাতায়াত আমাদেব রপ্ত করিতে হইবে। কিন্তু কাজ আমরা বন্ধ রাখিব না। আসাম ট্রাঙ্ক রোডটাকে এতকাল আমরা অবহেলা করিয়াছি। নগাঁও এবং জোরহাটের অখণ্ডমণ্ডলী কি এই দিক্ দিয়া কতকটা কাজ আগাইয়া রাখিতে পারে না?

আজ প্রাতে নয়টায় শিলিগুড়ি মহানন্দা-কলোনিতে অখণ্ড-মন্দিরে সমবেত উপাসনা হইল। উপাসনান্তে বলিতে হইল,' তোমরা যদি প্রতি স্থানেই কোদাল মারিবার কাজটাও আমারই জন্য ফেলিয়া রাখিয়া দাও, তাহা হইলে পরের কাজটা কবে করিব। জোরহাট হইতে নগাঁও, আসাম ট্রাঙ্ক রোডের এই অঞ্চলটায় একটা গ্রামেও আমাদের কেহ কদাচ কোনও কাজ সম্ভবত করে নাই। এই কাজটুকু আমাকেই গিয়া করিতে হইবে এবং তারপরে স্থানে স্থানে তোমরা খেচরান্ন পাকাইবার জন্য মহোৎসবের চুল্লী কাটিতে বসিবে, ইহা অতি অন্যায় রকমের অলসতা। সময়ে বা

সুযোগে লিডু, তিনসুকিয়া, ডিব্রুগড় না যাইয়া পরিব না এবং খুব সম্ভবত মটর-যানেই যাইতে হইবে। অথচ পথে পথে কোথাও কোনও কাজ করা নাই। এইরূপ অপ্রস্তুত অবস্থা বৃহত্তর ও ব্যাপক কর্ম্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে নিতান্তই অসুন্দর।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য গ্রামগুলিতে তোমরা হরিওঁ কীর্ত্তনের অভিযান, সমবেত উপাসনার আবেগময় আবেদন এবং অখণ্ড-সংহিতা পাঠের নিয়মিত প্রয়াস চালাইতে থাক। সম্ভব হইলে অখণ্ড-সংহিতার অসমিয়া অনুবাদ হাতে লিখিয়া লইয়া পাঠ-কার্য্য চালাইতে থাক। একদা অখণ্ড-সংহিতা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি রূপে কুমিল্লা জেলার গ্রামে গ্রামে পঠিত হইত। অবশ্য, মূল লেখাটুকু কদাচ হাতছাড়া করা হয় নাই, কেন না কোনও কোনও স্থানে অনুলিপি খোয়া যাওয়ারও ইতিহাস আছে। তোমরা অবিলম্বে অখণ্ড-সংহিতার অনুবাদের কাজে নামিয়া যাইতে পার। খ্রীষ্টান ফাদাররা যে প্রশংসনীয় উদ্যম এবং আলস্যবর্জ্জিত একনিষ্ঠা লইয়া পৃথিবীর প্রত্যেক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ প্রচারের এবং পঠন-পাঠনের চেষ্টা করিয়াছেন, তোমাদের ভিতরে অখণ্ড-সংহিতা সম্পর্কে সেই উদ্যমের প্রয়োজন পড়িয়াছে। চিরকালের অলসদিগকেও আজ আলস্য পরিহার করিতে হইবে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে আজ তোমাদের প্রত্যেককে প্রবল বিরুদ্ধ স্রোতের প্রতিকূলে উজান বাহিতে হইবে। তোমাদের এই বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রামে আপোষহীন বিরামহীন বিশ্রামহীন হইয়া কাজ করিতে হইবে। কত দিকে তোমাদের দায়িত্ব কত, তাহা হোজাই মহাসম্মেলনে আসিয়া জানিয়া বুঝিয়া গিয়াছ। নিজেদের

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দায়িত্বকে নিজেদের নিষ্ঠা দিয়া নিজেদের শক্তি দিয়া নিজেদের ত্যাগ ও পৌরুষ দিয়া পালন করিতে হইবে। আগামী তিনশত বৎসরের দিকে তাকাইয়া তোমরা কর্ম্মসূচী গ্রহণ করিয়াছ। ইহা দ্বৈবার্ষিক বা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ন্যায় কোনও লঘু ব্যাপার নহে। তোমাদের পরিকল্পনা ত্রৈশতাব্দিক,—তিন শত বৎসর ধরিয়া চলিবে ইহার কাজ এবং একটী দিনও মধ্যপথে রবিবার হইয়া দেখা দিবে না। সপ্তাহের সব দিনই তোমাদের উইক্-ডে। তোমরা যদি এ সকল কথার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে চেষ্টা না কর, তবে বলিতে হইবে, বৃথাই আমরা হাজার হাজার লোক হোজাইতে একত্র সমবেত হইয়াছিলাম।

হোজাইতে যাহারা যায় নাই বা যাইতে পারে নাই, তাহাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়া তোমাদের প্রত্যেকের ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হইবে. যে, কি তোমরা সেখানে বলিয়াছ, কি তোমরা সেখানে শুনিয়াছ, কি তোমরা সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছ, কোন্ কর্ম্মনীতিতে তোমরা তোমাদের চিরন্তনী আস্থা ন্যস্ত করিয়াছ। আগামী তিন শত বৎসরের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া তোমরা কদাচ কোনও কলহ সৃষ্ট হইতে দিবে না, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়িবার চেষ্টাকে তোমরা কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজনের চেয়ে বড় করিয়া দেখিবে না, সর্ব্বজাতীয় মানব-মানবীদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়া এবং অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রোশ-বর্জ্জিত বিরোধ-বিহীন ভঙ্গীতে নিজেদের আদর্শ অবিরাম অবিশ্রাম প্রচার করিয়া যাইতে কদাচ তোমরা আলস্য করিবে না, প্রত্যেকটী প্রাণী নিজ নিজ সাধনে দৃঢ়নিষ্ঠ হইবে এবং অপর সকলকে অবিচলিত শ্রদ্ধায় সাধন

করিয়া যাইবার প্রেরণা দিবে, বৈচিত্র্যের আকর্ষণে কদাচ নিজ নিজ সাধন-পন্থা হইতে একচুল চ্যুত হইবে না,—এই কথা তোমরা প্রত্যেকের কাছে বল। একবার বলিলে হইবে না, শতবার বল, সহস্রবার বল, লক্ষবার বল আর তদনুযায়ী কাজে প্রতিজনে লাগিয়া যাও।

তোমাদের নিজেদের মধ্যে গভীর প্রেমের সঞ্চার হওয়া প্রয়োজন। তোমরা নিজেদের ভাই-বোনদের প্রতি কতটা প্রীতিসম্পন্ন, তাহাদের জন্য তোমরা কে কিরূপ ত্যাগ-স্বীকার করিতে সমর্থ, তোমরা পরস্পরে পরস্পরের প্রতি সততা রক্ষা করিতে কিরূপ চেষ্টিত, এই সকল কথার উত্তরের উপরে নির্ভর করিবে তোমাদের ভবিষ্যৎ। প্রেম-প্রীতি যদি তোমাদের মধ্যে অকৃত্রিম হয় এবং একজন যদি প্রাণান্তেও অপরের সম্পর্কে কদাচ বিশ্বাস-ভঙ্গ না করে, তাহা হইলে তোমরা করিতে পারিবে না, জগতে এমন কোনও অসাধ্য কাজ নাই। এই দুইটী বিষয় নিয়া যদিও হোজাইতে আমরা কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করিবার অবসর পাই নাই, তথাপি ইহাই যে আমাদের সকল সঙ্কল্প-সাধনের মূল কথা, ইহা বুঝিতে তোমাদের কষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখি না। তথাপি যদি ইহা তোমাদের বোধগম্য না হইয়া থাকে, তবে তোমরা এখন ইহা বুঝিবার চেষ্টা কর এবং সকলকে বুঝাও। ভারতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কোনও সৈন্য বা সেনাধ্যক্ষ যদি বিদ্রোহী নাগাদের কাছে বন্দুকের গুলি বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহা যেমন গুরুতর অপরাধ, একজন অখণ্ড যদি অপর অখণ্ডের সহিত সততাবর্জ্জিত আচরণ করে, শঠতাপূর্ব্বক অপরকে প্রবঞ্চনা করে, তবে জানিও, সে ততোধিক দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে। সততা রক্ষা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমরা পৃথিবীর সকলের সহিত করিবে, কিন্তু একজন অখণ্ডের সম্পর্কে তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ বা অসততাপূর্ণ আচরণ করিতে পার না প্রাণ গেলেও।

এই কথাগুলি ঘরে ঘরে গিয়া বল এবং প্রাণে প্রাণে ক্ষোদিত করিয়া দাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২)

হরি ওঁ

কলিকাতা
২০শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৭৩
(৪।৫।৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

প্রাতে আসিয়া কলিকাতা পৌছিয়াছি। স্বল্প সময়ের খবরে একটীমাত্র দিনের জন্য মালদহ থাকিয়া আসিলাম। এমন দ্বন্দ্বকলহহীন ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল মণ্ডলী অধিক স্থানে নাই। বড় আনন্দ আর বুকভরা আশা নিয়া মালদহ ত্যাগ করিয়াছি। এইরূপ একপ্রাণতা সকল স্থানে সকল মণ্ডলীর মধ্যে স্থাপিত হউক।

অবশ্য, আফশোষ করিবার একটু জিনিষ এখানেও আছে। অখণ্ডদীক্ষিতেরা সকলে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনায় আসে না। কেহ বলে সময় নাই, কেহ বলে মনে থাকে না, কেহ বলে কাজে আটক থাকি। কিন্তু একটী হাস্যময়ী মহিলা—শ্রীমতী অনিতা লাহিড়ী—

বলিল,—"না বাবা, সমবেত উপাসনায় আমরা আনন্দ পাই, তৃপ্তি পাই, বল পাই। সমবেত উপাসনা আমাদের ঐক্য বাড়াইতেছে, বল বাড়াইতেছে।" এমন কথা শুনিলে কে না খুশী হইবে? মালদহ হইতে আমি খুশীভরা মন লইয়া আসিয়াছি। মালদহের আম্রই শুধু রসাল নহে, উপাসনায় অনুরাগও রসাল। এই রসালুতা প্রত্যেক অখণ্ডের মধ্যে সঞ্চারিত হউক, ইহাই আমার কাম্য।

একটী বৃদ্ধ বলিল,—"আমাদের সংসারের হাজার কাজ থাকে, তাই আসিতে পারি না।" আমি বলিলাম,—"বৎসরে বায়ান্নটা সপ্তাহে ঠিক সমবেত উপাসনার দিনটাতেই তোমাদের কাজের হিড়িক পড়িয়া যাইবে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। আসল কথা, তোমরা আমাকে ভালবাস না। বাসিলে, আমার সান্নিধ্য-সুখ হইতে নিজেদিগকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত রাখিতে না, হেলায় দূরে সরাইয়া নিতে না। সমবেত উপাসনায় আমার জন্য রক্ষিত আসনে আমি আসিয়া বসি এবং তোমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, তোমাদের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, তোমাদের সহিত সমসাধক হইয়া ভগবানের মহিমাকীর্ত্তন করি। যে আমার সঙ্গ পছন্দ করে, সে এমন সুযোগ কেমন করিয়া ছাড়িবে? কেন হারাইবে? আসল কথা, আমার প্রতি তোমাদের ভালবাসা নাই,—যাহা আছে, তাহা ভালবাসা ছাড়া অন্য বস্তু।"

সমবেত উপাসনার দ্বারা দেশ, জাতি ও জগতের জন্য কি অমূল্য প্রেম-সম্পদ রচিত হইতেছে, তাহার বিষয়ে কণামাত্র কৌতুহল যাহাদের আছে, তাহারা অবাক হইয়া যাইতেছে। একক নিঃসম্বল আমি এক

একটা স্থানে এমন এক একটা কাজ করিয়া যাইতেছি, যাহা অন্যত্র বহু-লোকের বহু সম্বলে সম্ভব হইত না। সমবেত উপাসনা যাহাদের মধ্যে ঐক্য সঞ্চারিত করিতেছে, তাহারা ভিক্ষা না করিয়া বড় বড় কাজ করিয়া যাইতেছে। সমবেত উপাসনা যদি অখণ্ডদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার না করিত, তাহা হইলে হোজাইর এতবড় অনুষ্ঠান কি ভিক্ষা-সংগ্রহ ব্যতীত সম্ভব হইত? অন্য কোনও সংঘ কি এইরূপ একটী অনুষ্ঠান সফল করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে চাঁদার খাতা লইয়া, ভিক্ষার-ঝুলি লইয়া, নানা আবেদন-নিবেদন লইয়া হাজির হইত না? শত শত লোক কি টাকা, চাউল, ডাইল, কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য ঘরে ঘরে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইত না? সমবেত উপাসনার যে সামান্য একটুখানি অনুশীলন তোমরা করিয়াছ, তাহাই তোমাদের পক্ষে অনায়াসে এই সব বড় বড় কাজ অবহেলে সম্পাদন করিয়া ফেলিবার সামর্থ্য দিয়াছে। হোজাইবাসী জনসাধারণ তোমাদিগকে যে শ্রদ্ধা সহকারে নানা বিষয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত সহায়তা দিয়াছেন, তাহাও, তোমরা কাহারও নিকট অর্থ, তণ্ডুল বা তৈজস ভিক্ষা করিবার জন্য যাও নাই বলিয়া। তোমাদের অযাচক-বৃত্তি এবং অভিক্ষু মনোভাব সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ ও অক্ষত রাখিয়াও যে তোমরা নানা স্থানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ অনেক কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছ, ইহা তোমাদের সমবেত উপাসনার প্রতি যৎকিঞ্চিৎ নিষ্ঠার ফলেই সম্ভব হইতেছে। এই বিষয়ের যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তোমরা দিনের পর দিন লাভ করিয়া যাইতেছ, তাহার আস্বাদন অন্য কোনও মঠ, মিশন, আশ্রম বা সংঘের লোকদের এতাবৎকাল পর্য্যন্ত হইতেছে বলিয়া

মনে করা যায় না। সমবেত উপাসনা তোমাদিগকে একতা দিতেছে, একতা তোমাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতেছে আর তোমাদের স্বাবলম্বন তোমাদিগকে জগতে অজেয় করিবে। সমবেত উপাসনাই মূল কথা। তোমরা ডালপালার দিকে বেশী দৃষ্টি না দিয়া মূলের দিকে লক্ষ্য দাও। তোমাদের সমবেত উপাসনা যখন বিশ্বম্ভরী মূর্ত্তি ধারণ করিবে, তখন তোমাদের মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র জগতের সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিরাট বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়কে এক একটী করিয়া গোষ্পদে পরিণত করিবে। সমবেত উপাসনায় তোমরা বিশ্বাস রাখ,—অবিশ্বসনীয় অসাধ্য কার্য্য সমূহ তোমরা করিবে।

হোজাই মহাসম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের নাম-ঠিকানাগুলি তোমরা যত্নের সহিত লিপিবদ্ধ কর নাই বলিয়া মনে হইল। তাড়াহুড়া করিয়া কোনরকমে তালিকার একটা কাঠামো তৈরী করিয়া রাখিয়াছ। এই তালিকাকে ভবিষ্যতের কোনও কাজের উপযোগী করিতে হইলে একটা লোককে তালিকাখানা নিয়া গোটা ভারতের প্রায় সকল স্থান ঘুরিতে হইবে। তোমরা যাহাদের উপরে অফিস-রক্ষার ভার দিয়াছিলে, তাহারা মনে করিয়াছিল যে, কোনও প্রকারে চারিটা দিন পার হইবার পরে এই তালিকার মূল্য থাকিবে না। কিন্তু সম্মেলন হইয়া যাইবার মাত্র নয় দিন পরে আজই আমি প্রয়োজন বোধ করিতেছি, তাহাদের পূর্ণ নাম ও অভ্রান্ত ঠিকানা জানিবার। গৃহের হাজার কাজ ফেলিয়া রাখিয়া বা কোর্টে মামলার তদ্বির উপেক্ষা করিয়া কিম্বা অফিসে ছুটি না পাইয়াও প্রাণের অদম্য টানে যাহারা ছুটিয়া আসিয়াছে, তাহাদের পরিচয়টুকু পূরা পূরি

জানার মধ্যে তৃপ্তি আছে। পাথেয় জোগাড় করিতে পারিতেছিল না বলিয়া যাহারা দোদুল্যমান ছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জিদ ধরিয়া যে-কোনও প্রকারে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, তাহাদের নাম গুলি স্মরণে পুণ্য আছে। লামডিং আর ডিফুর বোমা-বিদারণে ট্রেনের কামরা উড়িয়া যাওয়া সত্ত্বেও যাহারা সুস্থ বা ক্ষত-বিক্ষত শরীরে আসিয়া সম্মেলনে যোগদান করিয়াছে, তাহাদের নামগুলি বারংবার স্মরণীয়, বারংবার জপনীয় বলিয়া মনে করি। এমন সব নামগুলিকে তোমরা পি. কে. দাস আর এল্. দেবী বলিয়া লিখিয়া দায় সারিয়াছ, ইহার চাইতে দুঃখদ ব্যাপার আর কি হইতে পারে? লোকে সম্মেলনাদির কার্য্যভার কি এজন্য গ্রহণ করে না যে, ভবিষ্যৎ কাজের জন্য কিছু যোগ্যতাও ইহা দ্বারা সঞ্চিত হইবে? রহিমপুরে কি আমরা সাত শত স্বেচ্ছাসেবকের আর পুপুন্‌কীতে কি আমরা চারি হাজার প্রতিনিধির প্রত্যেকের পূর্ণ নাম ও পূর্ণ ঠিকানা তালিকাভুক্ত করি নাই? রহিমপুরের অনুষ্ঠান চব্বিশ বৎসর আগে আর পুপুন্‌কীর অনুষ্ঠান চারি বৎসর আগে হইয়াছে। কিন্তু তাহার শিক্ষাটা কেন আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইল না? ডিব্রুগড়ে আমরা সমাগত প্রত্যেক প্রতিনিধির পূর্ণ নাম-ঠিকানা রাখিয়াছিলাম। এন্. কে. দেব, এন্. গঞ্জ, জে.- কে. হোড়, জে.-পুর,—এভাবে কাহারও নাম ঠিকানা রাখি নাই। হোজাইতে ইহার কেন ব্যতিক্রম হইল? ভবিষ্যতে যখন পুনরায় অন্য স্থানে অনুরূপ অনুষ্ঠান হইবে, তখন কি পুনরায় এই ভুলের পুনরাবৃত্তি-সম্ভাবনার বীজটী আমরা হোজাইতে বপন করিলাম না?

হোজাইতে আমরা সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি যে, আগামী তিন শতাব্দী

ধরিয়া আমরা একই ঐতিহ্যের পতাকা ধারণ করিয়া চলিব, বারংবার মত ও পথের পরিবর্ত্তন করিব না। আশু-লাভপ্রদ বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া নিজেদের সুপরিজ্ঞাত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিভিন্ন আচার, নিয়ম ও প্রথার সহিত আপোষ করিব না, আমরা অখণ্ড মনোযোগ দিয়া অখণ্ড আদর্শেরই অনুশীলন করিব। আমরা প্রতিটি কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরতার সহিত সম্পাদন করিব,—ইহাও যে অখণ্ড-আদর্শই বটে, এ কথাটি কি ভুলিয়া যাইব? আধামাধা কাজ করিয়া আমরা মনকে একথা বলিয়া ফাঁকি দিব না যে, আমরা কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি। কর্ত্তব্যের সবটুকু অঙ্গ পূর্ণাঙ্গ সুচারুতার সহিত করিবার চেষ্টা কেন আমরা পরিত্যাগ করিব? হীরেন্দ্র নারায়ণ ভদ্রকে তোমরা প্রতিনিধি-তালিকায় এইচ. ভদ্র লিখিয়া ভুল করিয়াছ। এইরূপ ভুল তোমরা আর কদাচ কোনও অনুষ্ঠানে করিও না।

নানা দেশ হইতে নানা প্রতিনিধিরা হোজাইতে আসিয়াছিল। মহাসম্মেলনের সভাস্থলে একের সহিত অপরকে পরিচিত করিয়া দিবার ব্যবস্থা সম্ভব হয় নাই। যে সভা বিকাল ছয় ঘটিকায় শেষ হইবার কথা, কাজ করিতে করিতে সেই সভা শেষ হইল রাত্রি পৌনে তিনটায়। এই অবস্থায় সকলকে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার জন্য সভাস্থলে সময় দিতে গেলে সভাভঙ্গ হইতে হইতে সূর্য্যোদয় হইয়া যাইত। জেলায় জেলায় যে সকল প্রতিনিধি-সম্মেলন হইয়া থাকে, তাহা আয়তনে ক্ষুদ্রতর বলিয়া প্রতিনিধি-বর্গের পারস্পরিক পরিচয়টুকু সভাস্থলে হয় এবং সভাপতি-নির্ব্বাচনের ঠিক পরেই তাহা হয়। একাজটী উত্তম এবং একান্তই

প্রয়োজনীয়। হোজাইতে ইহা হইতে না পারায় আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই শিবিরে শিবিরে যাতায়াত করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত আলাপ-পরিচয়াদি করিয়াছ। যে করে নাই, সে শুধু মেলা দেখিয়া গেল কিন্তু ঘরে ফিরিল শূন্য হস্তে। প্রকৃত সাধকের নিকটে গুরুভাই এক অপূর্ব্ব বস্তু, যাহা গুরুকেই বারংবার দেয় স্মরণ করাইয়া। মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও গুরুভাই এজন্য প্রিয়তর। নানা দেশের ভাই-বোনেরা নিজেদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপনের সুযোগ পাইতেছে, ইহা কি একটা তুচ্ছ ব্যাপার? এই সুযোগকে যাহারা সদ্ব্যবহারে আনিয়াছে, তাহারাই বুদ্ধিমান্।

পুপুন্‌কীর সম্মেলনে একস্থানের প্রতিনিধিরা অন্য স্থানের প্রতিনিধিদের শিবিরে গিয়া অন্তরের ভাব-বিনিময় করিয়াছেন। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমি নিয়ত এক শিবির হইতে অন্য শিবিরে গিয়া সকলের ভালমন্দের খোঁজ নিয়াছি। সেখানে দেখিয়াছি, কাছাড়ী গিয়া মেদিনীপুরের মধ্যস্থলে বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিতেছে। সিংভুম গিয়া জলপাইগুড়ির সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ ভাব-বিনিময় করিতেছে, দিল্লী গিয়া ত্রিপুরার সহিত আর দেরাদুন গিয়া আন্দামানের সহিত আসর জমাইয়াছে। ঠিক এই জিনিষটী হোজাইতেও হইয়া থাকিবে বলিয়া আশা করি। গয়া কাছাড়ের সহিত, লখিমপুর মেদিনীপুরের সহিত, বর্দ্ধমান শিবসাগরের সহিত, কলিকাতা কামরূপের সহিত, অম্বরনাথ বা বরোদা মণিপুরের সহিত, নাগাভূমি জৌনপুরের সহিত সেখানে যদি আসর জমাইয়া থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই এক পরম লাভজনক ব্যাপার হইয়াছে। শুধু মুখের কথার বিনিময় দিয়া জগতে যে কত কাজ সাধিত হইতে পারে, তাহা অবর্ণনীয়।

আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস, হোজাই মহাসম্মেলন ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু সম্মেলনের সার্থকতা শুধু প্রস্তাব গ্রহণে নহে, সঙ্কল্পকে কর্ম্মে ও ঘটনায় রূপান্তরিত করিবার মধ্যেই ইহার সার্থকতা। তোমরা সেই দিকে এখন সর্ব্বশক্তি কেন্দ্রীভূত কর। অপরিসীম প্রেম তোমাদের সর্ব্বকর্ম্মের প্রেরণা হউক। প্রেম আসে নিষ্কলুষ জীবন হইতে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩)

হরি ওঁ

কলিকাতা

২১শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৩

(৫।৫।৬৬ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

হোজাইতে তুমি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছ যে, যেখানে তোমরা নিজ নিজ অঞ্চলের স্থানীয় প্রয়োজনের দিকে তাকাইয়া যে প্রতিষ্ঠান গড়িবারই জন্য চেষ্টিত হইয়া থাক না কেন, মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্যকে ও কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানকে কোনও প্রকারে ক্ষতির মুখে পড়িতে না দিয়া তাহা করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে তুমি যেই সকল যুক্তি ও তথ্যের সমাবেশ করিয়াছ, তাহা এত সরল এবং এমন অকাট্য যে, যাহারা তোমার অপটু কণ্ঠের কথাগুলি শুনিয়াছে, তাহারাই বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এতক্ষণে কাজের কথা কিছু হইল। কিন্তু তখন

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। অনেকে ক্লান্তি বা নিদ্রাতুরতা বশতঃ বিশ্রামস্থানে চলিয়া গিয়াছে। প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশ কিছু-সংখ্যক শ্রোতা সেই সময়ে সেখানে ছিল না। ইহাতে তোমার কথাগুলি সকলের কাণে পৌছিবার বাধা হইয়াছে। কিন্তু পরদিন সকালে যখন পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, তখন অতীব সরল ভাষায় কথিত অনভ্যস্ত বক্তার ঐই অকাট্য ভাষণটী নিয়া ইহারা নিজেদের মধ্যে আলাচনা মাত্রই করে নাই, এমন ভাবিতে পারিতেছি না। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা অনেকের মর্ম্মকে স্পর্শ করিয়াছে। সুতরাং একথা বলিতেই হইবে যে, তুমি অরণ্যে রোদন কর নাই।

প্রকাশ্যে ঐ সভায় তুমি যদি মালটিভারসিটির জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রস্তাব উত্থাপন করিতে, তাহা হইলে এক ঘণ্টার মধ্যে যে মালটিভারসিটির জন্য দশ হাজার টাকা উঠিয়া যাইত, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এমন লোকও ঐখানে যথেষ্ট ছিল, যাহারা নিজ নিজ গৃহে ফিরিবার পাথেয়েরও অধিকাংশ মালটিভারসিটির ভাণ্ডারে দান করিয়া ঘরে ফিরিত পথিমধ্যে অবস্থিত আত্মীয়-স্বজনদের কাছে কিছু টাকা সাময়িক ভাবে ধার লইয়া। যাহাদের হাতে প্রয়োজনের অধিক অর্থ ছিল এবং এমন লোকের সংখ্যা ঐ বিরাট জনারণ্যে নিতান্তই কম ছিল না, তাহারা নিঃশেষে অর্থ দিয়া হয়ত দশ হাজার মুদ্রাকে বিশ হাজারে পরিণত করিতে পারিত। কিন্তু তোমরা ঐ বিষয়ে কাহারও চেতনাকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টিত হও নাই এবং তোমরা তাহা কর, ইহা আমিও চাহিতেছিলাম না। ফলে হোজাই সম্মেলনে সমাগতদের মধ্যে ডিমাপুর (মণিপুর রোড) মণ্ডলীই একমাত্র

উল্লেখযোগ্য নাম, যাহারা পাঁচ শত এক টাকা মালটিভারসিটির কাজে ব্যয় করিবার জন্য আমাকে দিয়াছিলেন। মালটিভারসিটির জন্য অধিকাংশেই যে অন্তরের তেমন ব্যগ্রতা অনুভব করে নাই, ইহা তাহারই একটী প্রমাণ। ব্যগ্রতার এই অভাব দুরদর্শিতার অভাব হইতে জাত। আমি চাহিতেছি এমন শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপবন্ত করিতে, যাহা কেবল learn to earn (অর্থার্জ্জনের জন্য বিদ্যার্জ্জন কর)ই হইবে না, যাহা earn to learn (বিদ্যার্জ্জনের জন্য অর্থার্জ্জন কর)ও হইবে; যাহা কেবল teach to learn (শিক্ষা লাভের জন্য শিক্ষা দান কর)ই হইবে না যাহা learn to teach (শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষালাভ কর)ও হইবে। আমার শিক্ষা পরিকল্পনার গভীরে প্রবেশ করিবার জন্য ধীশক্তির ব্যবহার করা যাহাদের পক্ষে রুচিপ্রদ নহে, তাহাদের অন্তরে এতবড় একটা জাতীয় পরিকল্পনা, যাহা জাতীয়তাবোধের হোমকুণ্ড হইলেও বিশ্বৈকাত্মতার মূলাধার,— কদাচ স্থান পাইতে পারে না। তোমার গুরুভাই ও গুরুভগিনীরা যে গুরুদেবের মূর্ত্তি পূজা করিয়া তাঁহাকে অবতার-শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচার করিবার অধিকার পাইলে সেই কার্য্যটী তনু-মন-ধন দিয়া সুনিশ্চিত করিয়া যাইত, দেশের মাটির গুণে সেই কথায় কোনও সংশয় রাখিবার হেতু নাই। কিন্তু আমি অবতার হইতে চাহি না, চাহি ছোট ছোট হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের জীবন-কর্ম্মের ও তপোঽনুশীলনের মধ্য দিয়া হাজার হাজার রামাধিক, কৃষ্ণাধিক, বুদ্ধাধিক, চৈতন্যাধিক, রামকৃষ্ণাধিক অবতারকে যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য করিতে। শুনিয়াছি, মুনি-ঋষিরা অনেক যুগ তপস্যা করিয়া তবে উল্লিখিত এক এক জন অবতারকে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পাইয়াছিলেন। আমি তোমাদিগকে হাজার হাজার অবতারের যুগপৎ অবতরণ সম্ভব করিবার জন্য কম পক্ষে তিন-শতাব্দী-ব্যাপী তপস্যায় নিরত করিতে চাহি। আমার মালটিভারসিটি তাহারই প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু তোমাদের অবিকশিত দুর্ব্বল মস্তিষ্ক এমন সহজ, সরল, স্বাভাবিক কথাটা বুঝিতে সমর্থ নহে। হেঁয়ালী দিয়া কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন করিয়া না বলিলে তোমরা ধর্ম্মকথা বোঝ না, হিং-টিং-ছট্ না থাকিলে তোমরা অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য বোঝ না, ঘোমটার আড়াল দিয়া ভাল করিয়া না ঢাকিয়া রাখিলে তোমরা গোলাপ-গন্ধরাজের সৌন্দর্য্য খুঁজিতে আগ্রহী হও না। কিন্তু আমার চিন্তায়, কর্ম্মে, জীবনে ও আচরণে কুহেলিকার স্থান নাই, নীহারিকার আধিক্য নাই, উদ্বায়ু বাষ্পের প্রাধান্য নাই, আছে স্বচ্ছতা, সহজবোধ্যতা এবং স্বাভাবিকতা। আমার কথা বোঝা খুবই সহজ এবং সহজ বলিয়াই তোমাদের অধিকাংশেরই বুঝিতে দুরন্ত কষ্ট হইতেছে।

অবস্থাটা এইরূপ বলিয়াই তোমার বক্তৃতাটা অত সরল হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে কেহ কেহ তোমার বক্তব্য বুঝিতে পারে নাই। অবস্থাটা এইরূপ বলিয়াই এই বক্তৃতাটা ছাপার হরফে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া যাইবার পরেও হয়ত অনেকে কিছুই বুঝিতে পারিবে না। মালটিভারসিটির দ্রুত গড়িয়া উঠিবার পথে যাহা বাধা, স্থানীয় কর্ম্মের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ হেতু সেই বাধার প্রাচীর উঁচু করিয়া গাঁথিবার দিকে ইহাদের অনেকের নজরটা একটু বেশী করিয়া পড়িবে। যেই মার্ঘেরিটাতে সমবেত উপাসনাতে লোক আসে না বলিয়া বারংবার অভিযোগ শুনিতেছি, তোমার বক্তৃতাটী শেষ হইয়া যাইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই, ঠিক তার পরের

প্রত্যূষে আমার নিকট প্রস্তাব আসিল যে, সেই মার্ঘেরিটাতে একজনে দুই কাঠা জমি দিতেছেন, এখনই মন্দির করা চাই, আমার অনুমতি প্রয়োজন। মালদহেও ত' একজনে দুকাঠা জমি দিতে প্রস্তুত, যার দাম কম পক্ষে দুই হাজার টাকা। কিন্তু দুই হাজার টাকার জমির উপরে দশ হাজার টাকার নীচে মন্দির হয় না। মার্ঘেরিটা ও মালদহ যদি এখন মন্দির গড়িতে লাগিয়া যায়, তাহাদের পক্ষে কি করিয়া মালটিভারসিটি গড়িয়া তুলিবার জন্য ত্যাগ-স্বীকারের সামর্থ্য আসিবে? রুচিই বা হইবে কেন? আর, মন্দির যেন বহু ব্যয়ে গড়িলে কিন্তু তোমাদের উপাসকেরা কোথায়? উপাসিকারা কোথায়? তাহারা ত' এখনো নেত্রগোচর হইতেছে না!

স্বরূপানন্দের সঙ্গীত কাহারও কাহারও মতে অনবদ্য সৃষ্টি। একথা শুনিতে আমার কখনো খারাপ লাগে না। স্বরূপানন্দ-সঙ্গীতকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যদি আগরতলা বা ডিব্রুগড় রেল-কলোনীতে একটী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হয়, তবে তাহা দুঃখজনক কিছু হইবে না। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ধারাকে বহু-শতাব্দী-ব্যাপী করিবার জন্য যেই মালটিভারসিটি পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাকে তোমরা মূল বলিয়া মনে করিতে ক্লেশ-বোধ করিতেছ কেন? বিচার করিয়া দেখ, ইহা তোমাদের ব্যক্তিগত মহত্ব-বোধের দুর্নিবার তাড়না কি না। বিচার করিয়া দেখ, তোমাদের নিজ নিজ বুদ্ধিশক্তির প্রতি তোমাদের অফুরন্ত তারিফ হইতে এই সকল জিদের সৃষ্টি কি না।

আমি একদা একটা অযাচক আশ্রম গড়িয়াছিলাম। এই অযাচক আশ্রম একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অযাচক

আশ্রম তাহার অর্থের উৎস নিজে সৃষ্টি করিয়াছে। এজন্য আমার বুকের পাঁজরে শাবল চালাইতে হইয়াছে, আমার হৃৎপিণ্ডের রক্তে চিরকালের জন্য অর্থবৃষ্টি করিবার জন্য একটী জলদ-মণ্ডল তৈরী হইয়াছে। ইহাতে আমার ব্যক্তিগত কোনও ভক্ত বা শিষ্যের দান নাই। ইহা সম্পূর্ণরূপে আমার আত্মোৎসর্গ এবং আমার একান্ত অনুগত বিশ্বাসী স্বল্পসংখ্যক পরিকরের সেবা দ্বারা সৃষ্ট। এই আশ্রম এখন কতকগুলি ফাঁড়া কাটাইয়া মাথা তুলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং গ্রহের কোপ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে বছর বছর এক একটী করিয়া অখণ্ডমণ্ডলীর পিছনে পাঁচ দশ হাজার করিয়া টাকা খরচ করিবে। এই আশ্রমের আয়ের উপরে আমি আমার সর্ব্বপ্রকার সত্ত্ব বা দাবী দলিল করিয়া ত্যাগ করিয়া দিয়াছি। এই আশ্রম হইতে আমি নিজ প্রাণ রক্ষার জন্যও কদাপি এক কণা তণ্ডুল গ্রহণ করি না।

অযাচক আশ্রম যেমন আমার ব্যক্তিগত কীর্ত্তি বা আমার একান্ত অনুগত সেবক কয়টীর কীর্ত্তি, মালটিভারসিটি তেমন নহে। সঙ্ঘের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যাহারা নিজেদের কর্ম্মদোষে অযাচক আশ্রম হইতে সরিয়া পড়িয়াছে, অযাচক আশ্রম তাহাদের কীর্ত্তি নহে। আশ্রম প্রতিষ্ঠাতার এবং তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা নিয়া যে সকল স্থায়ী কর্ম্মীরা কঠোর শ্রম করিয়াছে, অযাচক আশ্রম তাহাদেরই সৃষ্টি। যাহারা সাময়িক ভাবে আনুগত্যের ছদ্মবেশ পরিয়া আশ্রমে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল এবং আশ্রমের ভিতরে নানা অশান্তি সৃষ্টি করিয়া নিজেরাই দূরে সরিয়া গিয়াছে, অযাচক আশ্রমের স্রষ্টা তাহারা নহে। তাহাদের

ক্ষমতায় কুলাইলে এ আশ্রম তাহারা ধ্বংস করিয়া ফেলিত। তাহারা ইহাকে ধ্বংস করিতে পারিল না বলিয়াই সরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। সেই সকল গুরুদ্রোহীদের প্রতি যাহাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন প্রীতি আমি লক্ষ্য করিয়াছি, মালটিভারসিটির কাজের পথে সুকৌশলে বাধা সৃষ্টি করিবার ব্যাপারে তাহারাই নেপথ্য-শিল্পী। অযাচক আশ্রম আমারই শ্রমে, আমারই অর্থে, আমারই বুকের রক্তে গড়া জিনিষ। আমারই রচিত পুস্তক আমিই রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করিয়া বেচিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই আশ্রম চালাইয়াছি। আমারই গবেষণালব্ধ ঔষধ আমিই তৈরী করিয়া দেশে দেশে বিক্রয় করিয়া কর্ম্মীদের অন্ন, বস্ত্র, শয্যা ও হাতখরচের টাকা জোগাইয়াছি। এই কীর্ত্তির সহিত আমার লক্ষাধিক শিষ্যের অধিকাংশেরই যশোভাক্ হইবার রাস্তা নাই।

কিন্তু মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র তোমাদেরই জিনিষ। খুব মোটা অঙ্কের অনেকগুলি টাকার থলি আমার পকেট হইতে বাহির হইয়া ইহাকে শুরু করিলেও, ইহা তোমাদের জনে জনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত সহস্র দানের সমষ্টি লইয়া ক্রমশঃ গঠনের মুখে আগাইয়া চলিয়াছে। বাস্তুত্যাগীদের অনাথশিবিরবাসিনী কত হেমপ্রভা চৌধুরীরা আর কত সুরুচি দাসেরা যে নিজেদের "ডোলের" চাউল বাঁচাইয়া, নিজেদের শশা আর লাউ, নিজেদের ডাঁটাশাক আর কুমড়া বেচিয়া ইহার জন্য অবিরাম কিছু কিছু পাঠাইতেছে, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। অযাচক আশ্রম পৃথিবীর হাতে ব্যক্তি-বিশেষের দান, মালটিভারসিটি পৃথিবীর হাতে তোমাদের সকলের দান। সমষ্টির মহিমা মালটিভারসিটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। অযাচক আশ্রম অপেক্ষা মালটিভারসিটি এই হিসাবে মহত্তর।

কিন্তু অযাচক আশ্রম দিয়াছে আদর্শ। "ভিক্ষা করিব না, তবু জনসেবা করিব",—একথা এদেশে অযাচক আশ্রমের আগে আর কেহ কহে নাই; অন্য দেশে কে কহিয়াছে, তাহা আমাদের জানা থাকার কথা নহে। এদেশে অযাচক আশ্রমের পরমায়ু যতই বাড়িতেছে, ততই লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, এই কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠার আদর্শকে অনুসরণ করিবার কর্ম্মী রূপে আর কেহ আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। ভিক্ষার সহজ পথ খোলা থাকিতে অভিক্ষার দুস্তর সমুদ্রে কে ভেলা ভাসাইবে? রেলগাড়ীতে দুর্বোধ্য সঙ্গীত গাহিয়াও এদেশে ভিক্ষুকেরা নিজ বাড়ীতে দোতালা দালান তোলে, রাস্তার কোণে অন্ধের ভাণ করিয়া চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া এদেশে অনেক ভিখারী নিজ পুত্রের রেষ্টর‍্যাণ্ট চালাইবার মূলধন যোগায়। সে দেশে শিক্ষিত মানুষেরা, লোককল্যাণ বুদ্ধি ভদ্র সন্তানেরা জন-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান চালাইবার জন্য অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে স্বাবলম্বী হইতে যাইবেন কেন? ভিক্ষা যদি সুলভ্য না হইত, তবে এপথে যাওয়ার যুক্তি থাকিত। হাত পাতিলেই যে-কোনও কাজে অর্থ মিলে, হিসাব করিয়া চলিতে পারিলে দশ বিশ বছরে যে-কোনও সৎলোক আস্তে আস্তে একটা প্রতিষ্ঠানকে বাস্তব রূপ দিতে পারেন। এদেশে আবার স্বাবলম্বনের যজ্ঞধূম্রে চক্ষুর্দ্বয় শোণিতাক্ত কে করিবে? কিন্তু যুগের দাবী এবং মানবতার আদর্শ-বিচার স্বাবলম্বনকেই ধীরে ধীরে উচ্চাসন দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছে। আমার অযাচক আশ্রম প্রতিষ্ঠার এইখানেই সার্থকতা। অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা আমার ব্যক্তিগত অযাচকত্বের বিজয়নিশান হইয়াছে, মালটিভারসিটির প্রতিষ্ঠা তোমাদের সকলের যৌথ

অযাচকত্বের বিজয়নিশান হইবে। জনসাধারণের কাছে তোমরা চাঁদার জন্য যাইবে না। "সৎ প্রতিষ্ঠান গড়িতেছি" বলিয়া জনসাধারণের নিকটে ভিক্ষা-পাত্র প্রসারিত করিবে না, তোমাদের নিজেদের তিল তিল আত্মত্যাগের মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে অকল্পনীয় সামর্থ্য লইয়া সেই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবে, যাহা সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অকুলীন করিয়া দিবে, যাহা স্বাবলম্বী মানুষ গড়িবে, যাহা ব্যাপকভাবে স্বাবলম্বনের ব্রতকে ছড়াইবে, যাহা দেশব্যাপী স্বাবলম্বনের আবহাওয়া সৃষ্টি করিবে, যাহা "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং, সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্",—এই নীতিবাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবে, যাহা বছরের পর বছর চাকুরীর উমেদারদের সৃষ্টি করিবে না, যাহা এক একটী অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গত সমাধান করিবার জন্য শত শত দক্ষ কর্ম্মীর জন্মদান করিবে। নৈমিষারণ্য, তক্ষশীলা ও নালন্দা যদি জ্ঞান, বিদ্যা ও মানবপ্রীতির সৃষ্টি করিয়া থাকে, মালটিভারসিটি তাহা হইলে উহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়া নূতন যুগের নবীন বেদের নির্দ্দেশানুসারে বিচক্ষণ কর্ম্মযোগীদের আবির্ভাব সম্ভব করিয়া জীবিকাকে করিবে উন্নত, জীবিকার্জ্জনের পন্থা হইতে চুরী, বাটপাড়ি, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা ও প্রবঞ্চনাকে করিবে বিতাড়িত। শোষণের ভৈরবীচক্রে নিষ্পেষিত করিয়া ধনতন্ত্রী অমানুষেরা সমগ্র জাতিকে কদন্নে রুচিমান হইতে বাধ্য করিতেছে,—মালটিভারসিটির ছাত্রেরা কদন্ন খাইবে না, উত্তম অন্ন করিবে অর্জ্জন, উত্তম অন্নে পালিবে নিজেদের দেহ, উত্তম অন্নে দেশবাসীকে করিবে পোষণ।

বৈদিক ঋষি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন,—"অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তদ্ ব্রতম্, প্রচুর অন্ন উৎপাদন কর, ইহা তোমার অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য",—মালটিভারসিটি ডাকিয়া কহিবে,—"অন্নার্জ্জনকারীদের সৃষ্টি কর, ইহারা অপরকে অন্নার্জ্জন শিখাইবে।"

মালটিভারসিটির মর্ম্মকথা ইহা। ইহা বুঝিয়াও যাহারা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাথা উঁচু করিবার দিকে দৃষ্টি দিবে, এই সময়ে আসল কাজে অনাগ্রহী হইবে, আমি বলিব, তাহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ অতীব শিথিল। আমি বলিব, তাহারা আমার সৈনাপত্য চাহে না, চাহে নিজেদের ব্যক্তিগত বুদ্ধির ও অহংবোধের চরিতার্থতা। আমি চাহিতেছি সকল স্থানের সকলের সর্ব্বশক্তি একটী কেন্দ্রে আনিয়া সংযোজিত করিতে, যাহার সাফল্য ঘটিলে এই কেন্দ্র দেখিতে না দেখিতে দশদিশি বাহুবিস্তার করিয়া সর্ব্বত্র নিজেকে বিস্তারিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এক বিরাট নক্ষত্রমণ্ডল সৃষ্টি করিবে, যেখানে প্রতিটী গ্রহের নিজস্ব কক্ষ রহিয়াছে এবং প্রতিটীর সহিত প্রতিটীর সম্বন্ধ আগে হইতেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

তোমাদের ঐ প্রান্তে আর একটী অনিষ্টকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হইতেছে এবং তাহার পশ্চাতে ষড়যন্ত্রপ্রিয় মস্তিষ্ক কাজ করিতেছে। ধূপ-ধূনার গন্ধ দিয়া সেখানে মরা শিয়ালের পচা মাংস ঢাকিয়া রাখা হইতেছে এবং রাজা রাবণ যেমন করিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া সাধু সাজিয়া জঘন্যতম অপরাধের অনুষ্ঠানে আগাইয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়া ধর্ম্মের বিপুল অভিনয় করিয়া হরিনাম-কীর্ত্তনের কলরোলে মানুষের মন মাতাইয়া দিয়া অভিভূত দুর্ব্বলদিগকে অমেধ্য কদর্য্য-বস্তু পরিবেশন করা হইতেছে।

একদল ইহাতে চুপে চুপে ইন্ধন যোগাইতেছে। একদল উদার মহত্ত্বে এই সব কলঙ্কজনক ব্যাপারকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে। একদল এই ফাঁদে পা দিয়া চিরকালের জন্য মিথ্যাচারের বন্দী হইতেছে। কাহারও এ কথা খেয়ালে আসে না যে, ইহার দ্রুত অবসান আবশ্যক। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, এই অসুন্দর পরিস্থিতি তোমাদের অনেকের পায়ের তলার মাটি সরাইয়া নিতেছে, তোমরা নিষ্ঠাভ্রষ্ট ও ব্রতচ্যুত হইতেছ। তোমরা নিজেদের অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্যগুলি ভুলিয়া যাইতেছ। মিথ্যার সহিত এই যে জঘন্য আপোষ ইহা যে তোমাদের সর্ব্বনাশেরই সূচনা, ইহা অনেকেই বুঝিতেছে না। তোমাদের বোধশক্তির এই স্থূলতা তোমাদের প্রতিষ্ঠাকে টলাইয়া দিতেছে, তোমরা নিজেদের নিকটে নিজেরা হেয় হইয়া পড়িতেছ।

ইহার প্রতীকার প্রয়োজন। কিন্তু প্রতীকার করিবে কে? আদর্শনিষ্ঠ-চরিত্রবান্ সৎসাহসী ব্যক্তির পক্ষেই মিথ্যার এই অভিযানকে ঠেকাইবার জন্য অগ্রসর হইয়া যাওয়া সম্ভব। যাহাদের কর্ম্মজীবনের অধিকাংশই ফাঁকিতে ভরা, কর্ম্মজীবনের অধিকাংশই ভাণে ভারাক্রান্ত, উপলব্ধির ভাণ্ডারে কতকগুলি ধারকরা বুলিই যাহাদের পরম সম্বল, নিজেরা কোনও কাজই না করিয়া অপরের কাজের উপরে মোড়লী করাই যাহাদের স্বভাব,—ইহার প্রতীকার তাহাদের দ্বারা হইবে না। নীরবে কে কোথায় সযত্নে আত্মগঠন করিতেছে, তাহার সন্ধান লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

(৪)

হরি ওঁ কলিকাতা

২১শে বৈশাখ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমি যখন আমার মতটী দিকে দিকে প্রচারিত হইতে দেখিতে চাহি, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে কি চাহি? জগতের প্রত্যেকটী মানুষ যে ঈশ্বরেরই অবতার, এই ধারণাটী তাহাদের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। এই জন্যই আমি নিজে অবতার হইবার এক কণাও কামনা অন্তরে পোষণ করি না।

ধর্ম্মনগরের পণ্ডিত কোকিলেশ্বর গোস্বামীকে একজন অবতারবাদী তাঁহার গুরুদেবের শিষ্য হইবার জন্য ধরিয়াছিলেন। কোকিলেশ্বর বলিয়াছিলেন,—কেন আমি তাঁহার তন্ত্রে দীক্ষা লইব, তাহার যুক্তিটী বলুন।

ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন,—আমার গুরু অবতার।

কোকিলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ যুক্তিতে অবতার?

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমার গুরুর এই এই গুণ আছে, সুতরাং তিনি অবতার।

কোকিলেশ্বর বলিলেন,—আপনার কথা যদি সত্য হয়, তবে বলিব, আপনার গুরুদেবের আঠারোটী গুণ আছে। কিন্তু যাঁহার আশ্রমে বসিয়া আপনার সহিত অবতার-তত্ত্বের আলোচনা করিতেছি, তাঁর ভিতরে আমি অবতারের বত্রিশটী বিশিষ্ট লক্ষণের মধ্যে একত্রিশটীর সুস্পষ্ট সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি। মাত্র একটী লক্ষণ এখনো আমার চখে ধরা পড়ে

নাই। এমন মহাপুরুষ সম্মুখে থাকিতে আমি আঠারো লক্ষণের অবতারের শিষ্য হইব? না, তা পারিব না।

ধর্ম্মনগর আসিয়া কোকিলেশ্বরের এই কথা শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। আমার মধ্যে অবতারের একটা লক্ষণও আছে কি নাই, ইহা কখনো আলোচনার বিষয় হইতে পারে না। তোমাদের প্রতিজনের মধ্যে যে পরমেশ্বর অবতার হইতে চাহিতেছেন, সেই কথাটী আমি শুনিতে চাহি, তোমাদের মর্ম্মে, কর্ম্মে, ধর্ম্মে রূপবন্ত দেখিতে চাহি। জগদ্বাসীর দুঃখ-নিবহের পরিত্রাণ তোমাদের প্রতিজনের মধ্য দিয়া চাহি, দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য তোমাদের সেভাবে আবির্ভাব নিয়ত করি কামনা। নিজে অবতার হইয়া পূজা পাইবার সস্তা সাধ আমার নাই।

এই একটী মাত্র কথা যদি তোমরা বুঝিতে, তাহা হইলে তোমাদের উপলব্ধিতে আসিয়া যাইত, কেন আমি স্বাবলম্বনকে জীবসেবার ভিত্তিভূমি করিতে চাহিয়াছি, কেন আমার কর্ম্মপরিকল্পনার মধ্যে পরমুখাপেক্ষার স্থান নাই, কেন আমি তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও যৌথ প্রচেষ্টার মধ্যে পৌরুষকে জাগ্রত ও শক্তিকে উদ্যত দেখিতে চাহি। এই দেশে অবতার-বাদ আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মীয় সঙ্ঘকে যে বিরাট ব্যাপকতা অতি সহজে দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে ধীমান পুরুষদের দৃষ্টি কদাচ এড়ায় নাই এবং যেখানে জীবে জীবে ব্রহ্মবোধ জাগরিত করিয়া দেওয়াই বাহ্যত হইতেছে সঙ্কল্পিত কর্ম্মনীতি, সেইখানে সমস্ত জীবকুলকে অবতারের পূজকে পরিণত করিবার জন্য ধরা হইতেছে অভিনব কর্ম্মপন্থা। ইহা কুশল করিতেছে না দুর্ব্বলতা বাড়াইতেছে, মহাকাল যথাকালে তাহার বিচার-পত্রিকাতে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে কদাচ ভুল করিবেন না।

কিন্তু আমরা কেন অবতারদের তালিকায় নূতন একটী নাম সংযুক্ত করিয়া সেই তালিকাকে ভারাক্রান্ত করিব?

মন হইতে অবতার-বাদের দুর্ব্বলতা সবলে দূর করিয়া দাও। ভক্তিভরে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রার্থনা কর,—"হে বিভু, প্রত্যেকটী মানুষের মধ্যে তুমি অবতীর্ণ হও। দুষ্ট, শঠ, দুশ্চরিত্রে দেশ ও জগৎ ভরিয়া যাইতেছে, তুমি প্রত্যেকের ভিতরে পূর্ণ রূপে আত্মবিকাশ করিয়া নিজের নিষ্কলঙ্ক মহিমায় ইহাদিগকে মহিমান্বিত কর। ক্ষণিক সুখ, সাময়িক তৃপ্তি ও নিতান্ত নশ্বর প্রভুত্বের জন্য মানুষে মানুষে কত প্রতারণা। কত প্রবঞ্চনা, কত কাটাকাটি, কত হানাহানি চলিতেছে,—তুমি তোমার সমস্ত বিভূতি লইয়া ইহাদের মধ্যে অবতীর্ণ হও। চিরস্থায়ী সুখ, অবিনশ্বর আত্মপ্রকাশ, শাশ্বত প্রতিষ্ঠা ইহাদের জীবনকে ধন্য করুক এবং ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া স্পর্শমণি-সংস্পৃষ্ট লৌহখণ্ডের ন্যায় অপর সকলে খাঁটি সোনায় পরিণত হউক। হে বিশ্বনাথ, বিশ্বব্যাপী কুসংস্কারের কুহেলিকা দূর করিয়া দাও, তুমি যে প্রত্যেকের সহিত অভেদ, অভিন্ন, অখণ্ড, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্যসম্বন্ধযুক্ত এবং নিত্যানন্দময়, এই প্রত্যয় আননে আননে ফুটিয়া উঠুক। হে জ্ঞানমূর্ত্তি, হে প্রজ্ঞাস্বরূপ, হে উপলব্ধির অন্তরতম প্রতীক, তুমি প্রতি জীবের অন্ধকার হৃদয়-কন্দরে নিরঞ্জন হইয়া, জ্যোতির্ম্ময় হইয়া, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ হইয়া, পরমপ্রেমরসাল হইয়া আবির্ভূত হও।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরি ওঁ কলিকাতা

২২শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৭৩

(৬-৫-৬৬ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশীষ জানিও।

তোমার কথিত মেয়েটীকে আমি তিনটী দিনের ভিতরে পর পর তিনবার দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। তাহার কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী আচার-আচরণ সবই অতি সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। কোনও প্রকার পূর্ব্বধারণার দ্বারা আমার বিচার যাহাতে প্রভাবিত না হয়, তার জন্য মন ও বুদ্ধিকে নিরপেক্ষ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, ইহা প্রচ্ছন্ন কামের উন্মাদনা, যাহা বাহিরে অন্যবিধ ভাবের অভিনয় করিয়া বেড়াইতেছে। ইহার ঔষধ আছে, ইহার চিকিৎসা আছে কিন্তু সাহস পূর্ব্বক এবং ধৈর্য্য সহকারে সে ঔষধের প্রয়োগ করিতে হইবে, সহিষ্ণুতা সহকারে সে চিকিৎসা চালাইয়া যাইতে হইবে।

কোনও রমণীর পক্ষেই স্বামী ব্যতীত অপর একটী পুরুষের প্রতি অত্যধিক সমাদর ও আগ্রহ প্রকাশ সাধারণতঃ স্বাভাবিক নহে। হিষ্টিরিয়ার লক্ষণাক্রান্ত অনেক মেয়েরা নিজেদের অজ্ঞাতসারে অন্য পুরুষদের মধ্যে কোনও একটী নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ এভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে। যাহার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে, সে যদি দূরদর্শী হয়, তবে নিকট হইতে সরিয়া গিয়া মেয়েটীকে আত্মসম্বৃত হইবার সুযোগ দিতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা যুক্তি ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া অনেকটা দূর আগাইয়া যাইবার পূর্ব্বে অধিকাংশ

সরলপ্রাণ নির্দোষ পুরুষ ইহার ফলাফল সম্পর্কে কোনও ধারণাই করিতে পারে না। ফলে যখন ব্যাপারটা যুক্তিগোচর বা বুদ্ধিবিধৃত হয়, তখন সরিয়া দাঁড়াইবার হয়ত অবসরও থাকে না। তখন হয়ত পাপ-লালসার লতাই বিষ-ভুজঙ্গীর মত তাহাকে জড়াইয়া ধরে। যাহা সে মনে প্রাণে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে, বিরক্তিজনক ও বিপজ্জনক জ্ঞান ককরে, তখন হয়ত তাহাই একান্ত স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

রোগ আমার চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ইহা সাধুত্বও নহে, স্বামীর সহিত সংযম-ব্রত পালনও নহে, ইহা পতিকে অতিক্রম করিয়া অন্যত্র চিত্তাভিনিবেশের একটা জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। ইহাকে সাধুত্ব ভাবিয়া এমন মেয়ের সহিত ভ্রাতা রূপে, বন্ধু রূপে, পুত্র রূপে, এমন কি গুরু রূপেও কোনও পুরুষের নিকটত্ব স্থাপন করা সঙ্গত নহে। কারণ, পুরুষটী নিষ্কলুষমনা হইলে কি হইবে? রুগ্নমনা নারীর চিত্তের তরঙ্গাভিঘাত তাহাকে যে-কোনও সময়ে তাহার অজ্ঞাতসারে অভিভূত করিয়া দিয়া অন্তরে হঠাৎ এক সময়ে অতর্কিতে এক কাম-শিহরণ জাগাইয়া দিবে না, এই বিষয়ে নিশ্চয়তা কোথায়?

তোমরা এতজ্জাতীয় উন্মদনাগ্রস্তা নারীদের সম্পর্কে প্রত্যেকে সাবধান থাকিও। প্রেম বলিয়া যত জিনিষ জগতের বাজারে বিকাইতেছে, সবই বিশুদ্ধ বস্তু নহে। মাতা সাজিয়া, কন্যা সাজিয়া, শিষ্যা সাজিয়া কত উন্মাদিনী নিজেদের অজ্ঞাতসারে স্নেহ বা ভক্তি নিবেদন না করিয়া কৃমিকীটলাঞ্ছিত কুৎসিত কামই পরিবেবণ করিতেছে। তোমরা সতর্ক থাকিও। সতর্কতায় দোষ নাই।

"আমার ছেলে" "আমার ছেলে" বলিয়া যাহারা পরের ছেলের

জন্য পাগল হয় আর নিজের ছেলেকে করে অবহেলা, নিজের স্বামীকে করে পরিহার, দশজন হিতৈষীর উপদেশ উপেক্ষা করিয়া পরের ছেলের সঙ্গে করে গৃহত্যাগ এবং কখনো সাধুকথা কহিয়া, কখনো মাতাল বা পাগলের মত অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যবহার করিয়া পথে আর চৌমাথায় লোক জমায়, তাহারা সকল সময়েই সাধু নহে। ইহাদের মন রুগ্ন। ইহাদের আভ্যন্তরীণ সুচিকিৎসার প্রয়োজন। তোমরা ইহাদের ঘনিষ্ঠতা হইতে নিজেদের দূরে রাখিও। যাঁহারা যোগ্য ব্যক্তি, ইহাদের চিকিৎসা করিয়া সুস্থ করিবার ভার তাঁহাদের হাতেই ন্যস্ত থাকুক। এই সকল মায়াবিনীরা নিজেরাও জানে না যে, সূক্ষ্মদেহী-কাম ছদ্মবেশে ইহাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া প্রতারণার জাল বিস্তার করিয়া ইহাদের সর্ব্বস্ব অধিকার করিয়াছে এবং এই জন্যই ইহাদের সংসর্গ পুরুষ মাত্রেরই পক্ষে যে-কোনও সময়ে বিপজ্জনক হইতে পারে।

দিবানিশি হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া কাঁদিলে কাটিলেই কি কেহ নিষ্কলঙ্ক নিষ্কলুষ সাধুজন হয়? পথে ঘাটে যাহাকে যখন পাইল, বুকে জড়াইয়া ধরিয়া "সোণা রে" "বাছা রে" বলিয়া হাউমাউ করিলেই কি সে মা হইয়া গেল? অপর একটী পুরুষ তাহার বিবাহিতা স্ত্রীকে ভালবাসিলে যে নারীর মনে নিদারুণ ঈর্ষ্যার উদ্ভব হয়, সেই নারী সারাদিন মালা জপ করে আর হরি-হরি বলে বলিয়াই সাধুজন হইয়া গেল? ঈশ্বরপ্রেম সাধককে নিয়া যায় হিংসা, নিন্দা, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, পরানিষ্টবুদ্ধি ও ক্রোধোন্মত্ততার উর্দ্ধ জগতে। তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় নিয়া অবিরাম ক্রোধ-প্রকাশ করিবে আর সকলের কাছে মায়ের ভাণ, বোনের ভাণ, শিষ্যার ভাণ আর কন্যার ভাণ করিয়া ভাগবতী প্রতিভার অধিকারিণী সাধুমহাত্মানী

বলিয়া সম্মান কুড়াইবে? ইহারা সম্মানের পাত্রী নহে, ঘনিষ্ঠতার যোগ্যা নহে, ইহারা ঈশ্বরভক্তিনাশিনী নিতান্তই অভাজিনী। নখী, শৃঙ্গী, জানোয়ার আর এই সকল লক্ষণে আক্রান্তা রমণী, এই উভয়কেই শত হস্ত দূরে রাখিয়া চলিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬)

হরি ওঁ
মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
মঙ্গলবার, ২৬শে বৈশাখ, ১৩৭৩
(১০-৫-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একটা মানুষের উন্নতিকে সহস্র সহস্র মানুষের উন্নতি-সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিও, ধার্ম্মিক উন্নতিকে পার্থিব যোগ্যতাবর্দ্ধন হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখিও না। মানুষ দারিদ্র্যহীনও হইবে, চরিত্রবান্‌ও হইবে। সম্পদ লাভ করিবে সততা ও সচ্চরিত্রতাকে খোয়াইয়া, চরিত্রবল অর্জ্জন করিয়াও সকলের নিকটে ঐহিক ভাবে ধিক্কৃত থাকিবে,— ইহা কোনও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ নহে। মানুষের উন্নতি যখন চাহিবে, তখন, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই প্রার্থনা করিও—দেহের ও মনের, প্রাণের ও আত্মার, মর্ম্মের ও ধর্ম্মের, স্বভাবের ও প্রভাবের, প্রত্যক্ষের ও প্রতিবেশের সর্ব্বতোমুখ উন্নতি তোমাদের কাম্য হউক।

ধর্ম্মের প্রতি যাহাদের মন বিগড়াইয়া গিয়াছে, তাহাদের মতামত আলোচনা করিয়া সময় নষ্ট করিও না। আবার ধার্ম্মিকতার ভাণ যাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে এবং যাহারা সাম্প্রদায়িক সংস্কার-প্রমত্ততায় অযথা কটূক্তি দ্বারা তোমাদের মনকে প্রতিহত করিতে চাহিতেছে, তাহাদের অধ্যবসায়কেও উদ্বেগের দৃষ্টিতে দেখিও। যার গ্রামোফণে যেরূপ রেকর্ড বসান হইয়াছে, স্প্রিংএর দম না ফুরান পর্য্যন্ত সে তাহাই গাহিয়া যাউক। তুমি মূল তানে ভুল করিও না। সব সুর মিলাইয়া এক সুর হইতেছে। সেই মহিমান্বিত একের দিকে লক্ষ্য দাও। অন্যেরা কি করে, তাহা তোমার বিচার্য্য নহে। যাহারা তোমার মত-পথের বিরোধী, তাহাদের কলরবে কাণ পাতিলে সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইবে। প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাজে লাগাও।

আমি অনেক দূরে দূরে একটী করিয়া বিন্দু বসাইয়া যাইতেছি। এই বিন্দুগুলি একদিন একটীর সহিত অপরটী রেখা দ্বারা যুক্ত হইবে। তখন মনুষ্য-জীবনের এক সুমহৎ আলেখ্য ফুটিয়া উঠিবে। সেই আলেখ্য আমি ভাবচক্ষে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তাই, এই বিন্দুগুলি বুঝিতে আমার কষ্ট হয় না। কিন্তু তোমরা তাহা দেখ নাই। তাই তোমরা তাহা বুঝিতে পার না। এই ক্ষেত্রেই প্রয়োজন বিশ্বাসের। কিন্তু জোরজবরদস্তি করিয়া আমি তোমাদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করিতে চাহি না, প্রতারণার দ্বারাও নহে। অলৌকিকের ইন্দ্রজাল রচনা করিলে তোমাদের অনেকের মনে প্রয়োজনীয় পরিমাণের অপেক্ষাও অনেক অধিক বিশ্বাস গজাইতে পারিত। কিন্তু সেই বিশ্বাস কাজের বিশ্বাস নহে, তাহা ভাবালুতার বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস কাহাকেও উদ্যত অসির নিম্নে নিঃশঙ্ক থাকিতে শিখায় না,

শিখায় ঈশ্বরের নামে কাপুরুষতার আশ্রয় নিতে। সেই কুসংস্কারান্ধ বিশ্বাস আমি তোমাদের মধ্যে দেখিতে চাহি না। আমি চাহি তোমাদের সেই সুগভীর বিশ্বাস, যাহা স্বভাব হইতে সঞ্জাত বলিয়া মৃত্যুতেও কদাচ পরিহার করিবে না। কবে সেই জ্বলন্ত বিশ্বাস তোমাদের স্বভাবের পথে আসিবে, আমি তাহার জন্য অতীব নীরবে শবরীর প্রতীক্ষা করিতেছি।

এখন তোমরা একেবারেই অমনোযোগী, ইহা চিত্তপীড়াদায়ক হইতে পারে কিন্তু আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে সমর্থ নহে। অনন্তকাল আমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিব। আজ তোমরা অবোধ ও নাবালক কিন্তু চিরকাল তাহা থাকিবে না।

ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতে হইলেই সমাজের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে,—ইহা মারাত্মক। স্বাবলম্বী হইতে গেলেই কালো টাকার কারবারী হইতে হইবে,—ইহাও মারাত্মক। অপরের স্কন্ধের ভার না হইয়া ধর্ম্ম-জীবন যাপন করা যায় কিনা, পাপপথে ধনার্জ্জন না করিয়াও অর্থনৈতিক দাসত্ব-মোচন সম্ভব কি না এবং এই দুইটী লক্ষ্যকে একটী আধারে প্রোজ্জ্বল করিয়া তোলা যায় কি না, ইহাই আমার অধ্যবসায়। এই কথাটুকু যদি বুঝিতে পার, তাহা হইলে আমার অর্থহীন অনেক প্রলাপ-বচনও তোমাদের নিকটে অর্থতাৎপর্য্যযুক্ত বলিয়া ধরা পড়িবে। প্রলাপ বা বিলাপ, রোদন বা বোধন কোনটাই আমি অনর্থক করি নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরি ওঁ
কলিকাতা
বুধবার, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩
(১৮-৫-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিষ জানিও।

তোমাকে একটী সুপারিশ-পত্র দিয়াছিলাম, ব্যক্তিবিশেষের নিকট চাকুরীর উমেদারী করিবার জন্য। সম্প্রতি অবগত হইলাম, চাকুরী দিবার যার ক্ষমতা নাই, এমন লোকের হাতে তুমি পড়িয়াছ এবং সেই ব্যক্তি আবার সম্প্রতি আমার শিষ্য হইয়াছেন। দীক্ষার ঘরে দলে দলে যদি এমন লোকেরা প্রবেশ করে, জীবনকে সৎপথে পরিচালিত করিবার জন্য যাহাদের আন্তরিক কোনও প্রবল তাগিদ নাই, তবে কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধি তোমাদের সঙ্ঘের দুরন্ত ক্ষতির কারণ হইবে। কি কারণে জানি না, যেখানেই যাই, শত শত দীক্ষাপ্রার্থী আসিয়া দীক্ষার ঘরে প্রবেশ করে কিন্তু জীবনের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে যদি ইহাদের লক্ষ্য না থাকে, তবে কি যে বিপদ না ঘটিতে পারে, ভাবিয়া আকুল হইতেছি।

দীক্ষাদানের উদ্দেশ্যই হইতেছে দুর্ব্বলকে সবল করা, অস্থিরচিত্তকে স্থিতধী করা, বহুভাষীকে সংযতবাক্ করা, অকর্ম্মণ্যকে সুকর্ম্মণ্য করা, পতিতকে উত্থানলাভে সহায়তা দেওয়া, পাপীকে নিষ্পাপ করা। দীক্ষা নিবার পরে এই সকল বিষয়ে কোনও পরিবর্ত্তনই যদি না হইল, তবে ত' দীক্ষা একটা অতীত তুচ্ছ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। অথচ দীক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে নবজন্মলাভ।

যত লোককে দীক্ষা দিতেছি, প্রত্যেকের পক্ষেই দীক্ষা যদি ব্যর্থ হইত, তবে নিশ্চয়ই শত শত নরনারী পঙ্গপালের মতন দীক্ষা লাভের জন্য পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইত না। কিন্তু দীক্ষা পাইবার পরেও দুই এক জন লোকের মধ্যে যে পরিমাণ গলদ লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাহা দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতেছে যে, দীক্ষা লাভের পূর্ব্বে ইহাদের কতটা আত্মপ্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল।

তোমরা এখন সকলে মিলিয়া এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি কর, যেই আবহাওয়ার মধ্যে পড়িলে মানুষ জীবন হইতে খলতা, প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, অসততা, কূটবুদ্ধি এবং অসরলতা দূর করিয়া দিবার জন্য নিজের স্বভাবেই আগ্রহী হইবে। সমস্ত দুনিয়া অসৎ লোকে ভরিয়া গিয়াছে বলিয়াই না আজ সৎলোকদের সঙ্গেও শত শত অসৎলোক বিচরণ করিতেছে! কোনও কোনও মহৎলোক এই সকল অসৎ লোককে সমাজের জঞ্জাল জানিয়াও পরম আদরে নিজেদের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন। কতকগুলি গুণ্ডা শয়তানকে হাতের মধ্যে না রাখিলে যেমন বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের নির্ব্বাচনী বৈতরণী পার হওয়া অসম্ভব, ঠিক তেমনই অনেক গুণ্ডাশ্রেণীর অসত্য প্রচারকারীকে হাতে না রাখিলে কোনও কোনও ধর্ম্মনেতার ধর্ম্মপ্রচার আজ অব্যাহত থাকে না। এইরূপ মর্ম্মান্তিক দুরবস্থায় ভারতের নৈতিক জীবন আসিয়া নামিয়াছে বলিয়াই ত' তোমাদের প্রত্যেকের আজ মানুষ মাত্রেরই মানসিক নৈতিক বোধকে উন্নততর করিবার কাজে লাগিতে হইবে। ঠগ, জুয়াচোরেরা এতকাল সংসারী জগতেই একাধিপত্য করিয়াছে কিন্তু ধর্ম্ম-জগতেও যদি তাহাদের আধিপত্য বিস্তারিত হইতে আরম্ভ করে, তবে দেশের ভবিষ্যৎ কিরূপ

দুর্য্যোগপূর্ণ হইতে পারে, চিন্তা কর। নিছক ধর্ম্মীয় গোঁড়ামি আজকাল যে শিক্ষিত মানুষগুলিকেও অসত্য-প্রচারে উৎসাহিত করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত ত' প্রতি পদে পাইতেছ। রোগের অবস্থা অতি সঙ্কটজনক কিন্তু তোমাদের দুঃসাহস তাহার চাইতেও শতগুণ উগ্র হওয়া চাই। তোমরা পণ কর যে, পৃথিবীর এই পাপপূর্ণ বাতাবরণ তোমরা পরিশুদ্ধ করিবে।

নিজ নিজ জীবনে অকপট ভগবচ্চিন্তা এবং নিজেদের সাধন-লব্ধ উপলব্ধির উপরে দাঁড়াইয়া সর্ব্বজনের নির্ব্বিরোধ হিতচিন্তা,—উপায় হইতেছে এই দুইটী। এই দুইটীকে তোমরা শক্ত হাতে ধর। মনে করিও যে, এই দুইটী হইতেছে তোমাদের দুহাতে ন্যস্ত দুইটী শক্ত দাঁড়, যাহা সমভাবে টানিলে নৌকা কেবল অগ্রগমনই করিবে, ঘুরপাক খাইয়া পথ সুদীর্ঘ করিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরি ওঁ কলিকাতা ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

রামের বাড়ীতে সমবেত উপাসনা হইলে শ্যাম, যদু, মধু ইহারা সকলে খালি হাতে আসিবে, আর প্রসাদ বিতরণের সময়ে হৈচৈ করিবে, ইহা তোমাদের অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত নহে। হোজাইতে মহাসম্মেলন হইলে অন্যান্য জেলার লোকেরা আসিয়া উৎসব করিবে, আনন্দ লুটিবে কিন্তু

ব্যয়-নির্ব্বাহের বেলায় হস্ত-সঙ্কোচ করিয়া রাখিবে, এইরূপ দৃষ্টান্তও তোমাদের অনুকরণীয় নহে। তবে জানিয়াছি যে, কাছাড় জেলার প্রত্যেক মণ্ডলী নিজেদের সাধ্যের অতিরিক্ত আর্থিক সেবা হোজাই অখণ্ড-মহাসম্মেলনকে দিয়াছে। ইহা তাঁহাদের সুপ্রশংসনীয় সুকীর্ত্তির কর্ম্ম, সন্দেহ নাই।

যেই সকল মণ্ডলীতে আত্ম-কলহ আছে, তাহারা অন্যত্র কোনও সৎকাজ হইলে সহায়তা করিতে পারে না। যেই সকল মণ্ডলীর সভ্যেরা দম্ভের অবতার, তাহাদেরও মনঃপ্রাণ অন্য স্থানের অনুষ্ঠানের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যে সকল মণ্ডলীর সভ্যেরা নিতান্তই স্থানগতপ্রাণ, তাহাদের স্থানীয়তা-বোধজনিত মানসিক সঙ্কীর্ণতা তাহাদিগকে অন্যত্র কোনও অনুষ্ঠান হইলে তাহার সাফল্যের জন্য কিছু-না কিছু করা যে প্রয়োজন, সেই বোধটী অন্তরে জাগিতে দেয় না।

এই সকল ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা তোমাদের চরিত্র হইতে দূর হউক।

হোজাই আমরা বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য লইয়া গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রতি জনে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্যের অনুকূলে সর্ব্বশক্তি লইয়া কাজে নামিয়া পড়িব, ইহা একান্তই আবশ্যক এবং উহা স্বাভাবিকও। কিন্তু অনেক সময়ে নিতান্ত স্বাভাবিক কার্য্যগুলিই আমরা করিবার অবসর পাই না। আমাদের বর্ত্তমান জীবন-যাত্রা-প্রণালীর অস্বাভাবিকতার দরুণ এই অসুন্দর অবস্থাটীর সৃষ্টি হইয়াছে। হোজাই-প্রত্যাগত প্রত্যেকে নিজ নিজ অঞ্চলের সকল ভাইবোনদের মধ্যে প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতিটী গ্রামে ও নগরে কাজ আরম্ভ কর। হোজাই শুধু আমরা

বক্তৃতা শুনিবার আর বক্তৃতা দিবার জন্য যাই নাই। হোজাই আমরা শুধু দীক্ষাদান করিবার জন্য আর দীক্ষা গ্রহণের জন্যই যাই নাই। হোজাই আমরা আমাদের তিন শত বৎসর ব্যাপী কর্ম্মযজ্ঞের সমিধ্ আহরণে গিয়াছিলাম। সুদৃঢ় সঙ্কল্প হইতেছে মহাযজ্ঞের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সমিধ্। এখন আমাদের কাজে নামিতে হইবে। এখন আর বৃথা কথা নহে, এখন আর কালাত্যয় নহে, এখন আমাদের কথা ও কাজ সমান তালে চলিবে, প্রতিটী মুহূর্ত্তকে সদ্ব্যবহারে আনিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরি ওঁ

কলিকাতা

শুক্রবার, ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

(২০-৫-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার সহিত আমার পূর্ব্বপরিচয় আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। তবু যে তুমি এতগুলি বিষয়ে জানিবার জন্য আগ্রহী হইয়াছ, ইহাতে সুখী হইয়াছি। তবে, তুমি প্রতিটি প্রশ্নই এমন ঢংয়ে করিয়াছ, যাহাতে মনে হয় যে, আমার মতামতটুকু জানিতেই তুমি আগ্রহী। কোন্ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত যে কি অথবা কি-নহে, ইহা জানার মধ্যে বিশেষ একটা সার্থকতা আছে কি? কোনও একটা বিষয়ে কিছু জানিতে হইলে লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সম্পর্কে প্রকৃত সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করা।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সত্য উদ্‌ঘাটিত হইলেই জীবের মঙ্গল। কোন্ বিষয়ে আমার নিজের কি মত বা অমত, তাহাতে জগতের কি আসে যায়? কোনও একটা বিষয়ে আমার হয়ত একরূপ মত, আবার ঠিক ঐ বিষয়ে আমার চেয়ে শতগুণে শ্রেষ্ঠ কোনও মহৎ লোকের মতামত হয়ত তাহার ঠিক বিপরীত। মানুষ-বিশেষের মতকেই যদি প্রাধান্য দাও, তাহা হইলে এই সকল সঙ্কটের মোচন কি করিয়া হইবে? আমার মত একরূপ বলিয়া কেহ ইহা গ্রহণ করিল, পর দিনই শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তির মত অন্য রূপ বলিয়া ইহা সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করিল। এইরূপ উদ্ভট অবস্থার সৃষ্টি-সম্ভাবনা রাখিয়া কাজ করা উচিত নহে।

এক প্রদেশের লোকের সহিত অপর প্রদেশের লোকের বিবাহ উচিত কি না অথবা অসবর্ণে বিবাহ সঙ্গত কি না, ইহা তোমার প্রথম প্রশ্ন। ইহার উত্তর দিতে হইলে আবার একটী প্রশ্ন আমাকেও করিতে হয়। আমার জিজ্ঞাস্য হইবে যে, বিবাহের কোনও প্রয়োজন আছে কি না। বিবাহ না করিলেও মনুষ্য-সমাজ চলিতে পারে কি না। যদি চলিতে পারে, তবে বিবাহ প্রথাটা রাখিয়াছ কেন? নিশ্চয়ই বিবাহের কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটী যদি সংসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অসবর্ণ বিবাহ, আন্তঃ-প্রাদেশিক বিবাহ, আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ প্রভৃতি সবই চলিতে পারে। আপত্তি কেহ কেহ করিতে পারেন কিন্তু বিবাহের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেলে এই সব আপত্তি টিকিবে না। যাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ করিতে বা করাইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বিবাহের প্রকৃত উদ্দেশ্যটী স্থির করিতে হইবে। উদ্দেশ্য যে জানিয়াছে, কর্ত্তব্য স্থির করিতে তাহার বিলম্ব হইবে না বা ভ্রান্তি ঘটিবে না।

এক এক দেশবাসী বা প্রদেশবাসীর এক এক রকম বৈশিষ্ট্য থাকে। কিন্তু মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের মধ্যেই সর্ব্বসামান্য কতকগুলি জিনিষও থাকে। মানুষ হিসাবে যাহা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, সেই সকল বিশিষ্টতা হইতে যদি কেহ নিজেকে রিক্ত, মুক্ত ও বঞ্চিত না করে, তাহা হইলে দৈশিক বা প্রাদেশিক নানা বৈশিষ্ট্যের বিচিত্রতা সত্ত্বেও এক মানুষের সহিত অপর মানুষের মিলনের সূত্র বাহির করিতে বেগ পাইতে হয় না। প্রত্যেক দেশবাসী বা প্রদেশবাসী নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়া অপর দেশবাসী বা প্রদেশবাসী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবেন, ইহাও যেমন সম্ভব নহে, তেমন সকল দেশবাসী বা প্রদেশবাসী নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন করিয়া কোনও একটী দেশবাসীর বা প্রদেশবাসীর মাছিমারা কেরাণী হইবেন, ইহাও তেমন সম্ভব নহে। বিভিন্ন সমাজের, গোষ্ঠীর, দেশবাসীর নিজ নিজ বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকিয়াও বিশ্বের সকলের সহিত মনে প্রাণে একত্ব অনুভব করিবার পন্থা খুঁজিবার চেষ্টাই প্রশস্য এবং দ্বন্দ্বরহিত। এক প্রদেশবাসীরা অন্যান্য প্রদেশবাসীদিগকে নিজ নিজ ভাষা, কৃষ্টি, প্রথাগত সদাচার, কুলাগত সংস্কার সব ভুলাইয়া দিয়া নিজেদের ভাষা, কৃষ্টি, আচার ও সংস্কার গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলে সাংস্কৃতিক এক সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী, যাহার প্রতিবাদে উত্তরকালে সমাজক্ষয়কর দারুণ ঘটনা সমূহের আবিপ্লব অসম্ভব নহে। প্রত্যেকটী প্রদেশ নিজস্ব বিশিষ্টতা নিয়া বাঁচিয়া থাকুক, এই দাবীর মধ্যে যথেষ্ট সত্য এবং সঙ্গতি রহিয়াছে। আবার সর্ব্বপ্রদেশের বৈশিষ্ট্যের মিলনে একটী সর্ব্বভারতীয় বৈশিষ্ট্য তৈরী হউক এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশবাসী একই কৃষ্টির দ্বারা পরিচালিত হউক, এই দাবীর মধ্যেও যথেষ্ট যুক্তি এবং উপযোগিতা রহিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন কৃষ্টির মধ্যে

সর্ব্বসামান্য লক্ষণগুলি পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন এবং প্রত্যেক প্রদেশবাসীকে একই কৃষ্টির প্রভাবাধীন করিবার জন্য প্রত্যেক কৃষ্টিধর সংস্কৃতির অঙ্গ হইতে আভরণ বাছিয়া আনিয়া সর্ব্বভারতীয় কৃষ্টির সহিত সংযুক্ত করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক চালবাজির পথে এ কার্য্যটী না হইয়া স্বভাবের গতির মুখে এই কার্য্যটী হইলে প্রতিক্রিয়া-সম্ভাবনা-বর্জ্জিত এক মহামিলন সম্ভব হইতে পারে।

উল্লিখিত ব্যাপারে ভারতবর্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে কি ঘটিবে, তাহা বলিতে পারে এই দেশের ভাবী ইতিহাস। সত্যকে যাহারা ভয় পায়, ইতিহাসকে যাহারা বিকৃত করে, তাহারা একার্য্যে বিশেষ সফলতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

জানিতে চাহিয়াছ, হিন্দুরা গোমাংস ভক্ষণ করে না কেন। মনে হয়, কৃতজ্ঞতা-বোধই ইহার প্রধান কারণ। গোজাতির দ্বারা যে উপকার মনুষ্য-সমাজ পাইয়া থাকে, এত উপকার বোধ হয় অন্য কোনও প্রাণী করে না। একদা গোমেধ-যজ্ঞ যে হইত না, ব্রাহ্মণকে যে গোঘ্ন বলা হইত না, তাহা নহে। "গো" শব্দের যে অন্য মানেও হইতে পারে, সেই আলোচনায় এখন প্রবেশ করিতে চাহি না। গোমাংস একদা অনেকে খাইতেন, এই কথা মানিয়া নিয়াও স্বীকার করিতে হয় যে, গোমাংস সেবন নিষিদ্ধ করিবারও কারণ ঘটিয়াছিল। যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং নিষিদ্ধ থাকার জন্য কাহারও কোনও ক্ষতি হয় নাই, তাহার পুনঃ-প্রচলনে আগ্রহী হওয়ার ভিতরে কোনও সত্যিকার সার্থকতা আছে কি? লোকে গোমাংস পুনরায় ধরিলে যদি সুখী হইতে হয়, তবে কুক্কুর-মাংসই বা বাদ পড়িবে কেন? পৃথিবীর কোনও কোনও দেশে কুক্কুর-

মাংসের ত' খুবই আদর আছে! কুকুর পালিতে কত সুবিধা। কুকুর কত কম আহার্য্যে পুষ্ট থাকে। কুকুর যেখানে সেখানে নিজ আহারীয় খুঁজিয়া লয়। কুকুর অতি দ্রুত বংশ-বিস্তার করে। গোমাংস খাইতে হইলে মাংসের জন্যই গোপালনের যত্ন তোমাকে শতগুণ বাড়াইতে হইবে। এমতাবস্থায় সহজলভ্য কুক্কুর-মাংস কেন বাদ দিবে? হিন্দুরা যে গোমাংস-ভক্ষণ পাপ বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাতে বাজারে প্রাপ্য গোমাংসটুকু অন্য এক সম্প্রদায়ের নিকট সুলভ হইয়াছে। খ্রীষ্টান বা মুসলমানদের মত হিন্দুরাও যদি গোমাংসে রুচিমান্ হয়, তবে এই জিনিষের বিক্রয়-মূল্যের হার অসম্ভব ভাবে বর্দ্ধিত হইবে। ফলে গরীব মুসলমান, গরীব খ্রীষ্টান মাংস খাইতে পাইবে না। ইহাতে তাহাদের দেহ-পুষ্টির অভাব ঘটিবে। সুতরাং হিন্দুরা গোমাংস বর্জ্জন করিয়া যত মন্দ কাজই করিয়া থাকুক না কেন, গোমাংসভোজীদের পক্ষে কল্যাণকর কাজই করিয়াছে।

তোমার এই প্রশ্ন হইতেই আর একটী প্রশ্নের উৎপত্তি ঘটিতেছে। কচ্ছপ-মাংস আয়ুর্ব্বেদ মতে অন্যান্য মাংস অপেক্ষা শীতলতর অর্থাৎ কম উত্তেজক। কোনও কোনও রোগে আমরা রোগীদিগকে ছাগমাংস পর্য্যন্ত খাইতে নির্দ্দেশ দিতে পারি নাই কিন্তু কচ্ছপ-মাংস খাইতে দিয়াছি। কচ্ছপ-মাংস নিয়মিত ভাবে সেবন করিয়া তাহারা উপকৃতও হইয়াছে। কিন্তু আমাদের অজানিত কোনও কারণ বশতঃ কোনও কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে কচ্ছপ-মাংস নিতান্তই নিষিদ্ধ। তাঁহারা কেহ কেহ এই মাংসটীর নামোচ্চারণ মাত্র অন্তরে নিদারুণ ঘৃণা অনুভব

করেন। হিন্দুরা কেন গোমাংস ভক্ষণ করিতে অনিচ্ছুক, এই প্রশ্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকেও ত' তোমার গিয়া জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, তবে তাঁহাদেরই বা কেন কচ্ছপ-মাংসে এত অরুচি? গোমাংস উদরস্থ করিলেই কেহ হাতে স্বর্গ পাইবে না, তবু তোমার প্রশ্নগুলি বলিতেছে যে, হিন্দুদের মধ্যে এই জিনিষটীর প্রচলন প্রয়োজন। কিন্তু মাংসই যাঁহাদের মতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাঁহাদের পক্ষে কচ্ছপ-মাংস কোন্ দোষ করিল, জিজ্ঞাসা করিতে যাওয়ার তোমার সাহস নাই কেন? তুমি হিন্দুর ছেলে বলিয়াই কি তোমার বুদ্ধির মধ্যে এই অসমদর্শিতা বাসা বাঁধিয়াছে? তিরস্কার করিবার জন্য কথাটা পাড়ি নাই, তোমাকে বিষয়টা চিন্তা করিয়া এই একচক্ষুতার কারণ অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

জাতীয়তাবাদ ও মানবতাবাদ এই দুইটী জিনিষের মধ্যে সামঞ্জস্য অসম্ভব নহে। অন্ধ জাতীয়তাবাদ যাহাতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীকে এবং বিশ্বমানবের সহিত একাত্মতা অনুভব করিবার শক্তিকে পঙ্গু ও খর্ব্বিত না করিতে পারে, তজ্জন্য কোনও কোনও মণীষী বিগত শতাব্দী হইতেই চিন্তা সুরু করিয়াছেন এবং এই কাজে ভারতবর্ষের প্রজ্ঞা পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের পশ্চাদ্‌ভাগে নহে। কিন্তু জাতীয়তাবোধবর্জ্জিত একপ্রকারের মানবতা-বোধ সমগ্র জগতের প্রতি সমদৃষ্টির নাম করিয়া নিজ দেশকে রিক্ত, দুর্ব্বল, পরমুখাপেক্ষী ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছে, ইহারও দৃষ্টান্ত নিতান্ত প্রাচীন নহে। একদিন সমগ্র মানবজাতি মিলিয়া একটী জাতি হইবে এবং জাতীয়তাবাদীর স্বদেশ-প্রীতি মানবতাবাদীর

বিশ্বমানবিকতার সহিত অভিন্ন ও সমার্থক হইবে, ইহা অসম্ভব নহে। অন্ততঃ, এইরূপ চিন্তা করিতে সুস্থ মস্তিষ্ক ও অরুগ্ন মনগুলি আনন্দে দোলায়িত হয়। বাংলা, আসাম, ওড়িশা, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, গুজরাত, বিহার, কোশল, বিদর্ভ, হিমাচল প্রভৃতি সকলে মিলিয়া যদি এক মহাভারতীয়ত্ব অর্জ্জন করিতে পারে, তাহা হইলে ভারত, ব্রহ্ম, জাপান, রাশিয়া, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, ইটালি, আমেরিকা আদি সকল দেশ লইয়া এক-মানবীয়ত্ব কেন অর্জ্জন করিতে পারিবে না? মনে করা গেল, পারিবে না। তবু এই সুখস্বপ্নের ধ্যান জমাইয়া প্রত্যেকের আজ চলা উচিত।

সাম্যবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। সাম্যবাদ যে যে দেশে রাষ্ট্রীয় শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই সেই দেশে গিয়া ইহা জানিতে হয়। পর্য্যটকদের নানারূপ পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য হইতে সত্য উদ্ধার করা সম্ভবপর বলিয়া মনে করিতেছি না। সাম্যবাদের লক্ষ্য নিশ্চয়ই প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ জীবনকে পূর্ণরূপে বিকশিত করিবার সমান সুযোগ দেওয়া। উদ্দেশ্যের দিক দিয়া সাম্যবাদকে সমর্থন করিবে না, এমন লোক বিরল। অপরন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা এমন এক বস্তু, যাহা না থাকিলে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে। কিন্তু জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ স্বাধীনতাকে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে সম্ভোগ করিতে থাকিলে একের স্বাধীনতার দাপটে অপরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ বা বিপন্ন হইতে পারে। এই কারণে সকল স্বাধীনচেতা মানুষেরা মিলিত হইয়া নিজ নিজ স্বাধীনতাকে অপরের সঙ্গত স্বার্থের

অবিরোধী ভাবে ব্যবহার করিবার জন্য নিয়মাবলি প্রণয়ন করিয়া থাকেন। এই কারণেই সাম্যবাদীদেরও গভর্ণমেন্ট সম্ভব হয় বা প্রয়োজন হয় । কোনও রাষ্ট্র থাকিবে না কিন্তু মানব-সমাজ থাকিবে, কোনও ধর্ম্ম থাকিবে না তবু মানবসমাজের একাংশ অপর অংশের সহিত সুসঙ্গত সামঞ্জস্য নিয়া বিরাজ করিবে, ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনিরপেক্ষ এইরূপ এক বিরাট মানবসমাজের সম্ভাবনা কোনও কোনও মণীষীর কল্পনালোকে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। এই চিন্তা বড়ই কবিত্বপূর্ণ এবং আবেগোদ্দীপক। কিন্তু এইরূপ সমাজ বা এইরূপ স্বর্ণযুগকে সম্ভব করিতে হইলে আজিকার মানুষের অন্তরের অভীপ্সায় একটী গুরুতর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে হইবে। সকলের নিকট সমান প্রিয়, সকলের প্রতি সমদর্শী, সকলকে নিয়া অন্তরঙ্গ সম্বন্ধযুক্ত একটী মহৎ সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই মহৎ সত্যকে আমি ধর্ম্ম নাম দিয়াছি। অপরেরা ধর্ম্ম বলিতে কি বোঝেন, তাহা নিয়া আমার শিরঃপীড়া নাই। আমি ধর্ম্মকে এই ভাবেই বুঝিয়াছি। এই কারণে আমার মত দাঁড়ায় এই যে,—ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই সেই আশ্চর্য্য জগৎটী সৃষ্টি করিতে হইবে।

প্রশ্ন করিয়াছ, ধর্ম্মকে ব্যক্তিগত করিয়া রাখা যায় কি না। ধর্ম্ম নিশ্চয়ই মানুষের এক অন্তরঙ্গ বস্তু। কিন্তু তাহাতে নিষ্ঠা রাখার প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। তাহাকে তোমার ধরিয়া রাখিতে হইবে, তবেই সে তোমাকে ধরিয়া রাখিবে। ধরিয়া রাখিবার নিষ্ঠা বর্দ্ধনের জন্য অনুকূল সঙ্গ প্রয়োজন। সর্ব্বদা প্রেরণার উৎস স্বরূপে এই সঙ্গ তোমার পরমহিতবিধায়ক বস্তু। সুতরাং তখন আর ধর্ম্ম তোমার ব্যক্তিগত রহিল

না। সঙ্গীর সংখ্যা বাড়ার সহিত ইহা একটী যূথবদ্ধ মনের আস্বাদনবস্তু হইল। একা খাইয়া সুখ নাই তাই মানুষ পাঁচ জনকে লইয়া খাইতে বসে। এমন কি মদ বা গাঁজা খাইতেও সঙ্গীর প্রয়োজন হয়। জীবনের সবগুলি কাজ করিবে নানা সাথীর দল লইয়া, আহার, ভ্রমণ, ক্রীড়া, উপার্জ্জন ইত্যাদি সকল কাজেই তোমার সহকর্ম্মীদের সাহচর্য্য প্রয়োজন হইতেছে। কেবল ধর্ম্মের ব্যাপারেই তুমি একেবারে একক থাকিবে, ইহা সাধারণতঃ হইয়া ওঠে না। ধার্ম্মিক-বিশেষের ধর্ম্মীয়-সাধনের স্তর-বিশেষে স্থল-বিশেষে সময়-বিশেষে ধর্ম্মের সাধন একান্তই একক হয় বটে কিন্তু জোর করিয়া সর্ব্বসময়ে তোমার ধর্ম্মানুভূতি নিয়া তুমি একাই থাকিবে, ইহা হইয়া ওঠে না। বাস্তবের দিকটা বিবেচনা করিও।

এক ধর্ম্ম অপর ধর্ম্মের সম্পর্কে দ্বেষ প্রচার করিয়াছে, ইহা সত্য। কিন্তু সকল ধর্ম্ম যে একজনকে লইয়া, ধর্ম্ম এই তত্ত্বেরও উপদেশ দিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে কলহ-কোন্দলের সম্ভাবনা যেমন প্রচুর বিদ্যমান, নানাধর্ম্মমতাবলম্বীকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে স্থিতিবান্ রাখিয়াই সকল ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে সখ্য, প্রীতি ও মৈত্রের সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনাও তেমন প্রচুর।

এতগুলি প্রশ্ন করিয়াছ, যাহার উত্তর দিতে হইলে বেশ কয়েক দিস্তা কাগজের প্রয়োজন। সময়ই বা কোথায়? অন্য জরুরী কাজের ফাঁকে যেটুকু পারিলাম, লিখিলাম। তোমার প্রকৃত জিজ্ঞাস্যের জবাব তুমি নিজের কাছ হইতেই যথাকালে আহরণ করিয়া লইও। তোমার ভিতরেই জ্ঞানের খনি রহিয়াছে। সেইখানে ডুব দাও ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরি ওঁ কলিকাতা-৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা তোমাদের সহরে অখণ্ড-সংহিতা পাঠের কার্য্যটী চালু রাখিও। কষ্ট করিয়া কয়েকটী বৎসর কাজটী করিয়া যাও। শুভফল প্রত্যক্ষ করিতে দেরী হইবে না।

আমি বাংলা, আসাম, ওড়িশায় লব্ধ টাকাগুলি জলের মত এমন ভূখণ্ডে খরচ করিতেছি, যে স্থানটাকে বিহার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে তোমরা এত উদ্বেগ বোধ করিতেছ কেন? যুগপৎ বাংলা, আসাম, ওড়িশা ও বিহারে কাজ চালু করা কি সম্ভব? একটা স্থানে কাজটা সুরু হইবে এবং নানা স্থানে কাজটার বিস্তার হইবে, ইহাই ত' স্বাভাবিক। পুপুন্‌কীর কাজ আর বেশী হইলে দুই বৎসর মাত্র চলা উচিত। তার পরেই বাংলা ও অন্যত্র আমাদের সংগৃহীত ভূমিগুলিতে কাজ ধরা সম্ভব হইবে। এক এক দেশের এক একটা ধাত্‌ থাকে, যাহার জন্য সেখানে এক এক প্রকারের কাজ সহজে করা যায় এবং এক এক প্রকারের কাজ অসাধ্য হয়। যে দেশে যে গাছ জন্মিবে না, সে দেশে জোর করিয়া সে গাছ করার অর্থ ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া। বিহারের এই মাটিতে আমি দুর্ল্লভ পরমায়ু ক্ষয়িত করিয়াছি এবং আজ পর্য্যন্ত অশেষ অসাফল্যই অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছি। তবু আমার চরিত্রে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ঠিক আমার অধৈর্য্য ও অসহিষ্ণুতার সমান বলিয়াই কাজে ক্ষান্তি দেই নাই।

আর দুই বৎসর পুপুন্‌কীর এই বন্ধুর মৃত্তিকায় কাজ চালাইয়া যাইতে পারিলেই হয়ত জগন্নাথের রথ আপনা আপনি চলিত শুরু করিবে। এই রথ একবার চলিলে আর থামে না।

কিন্তু আমার শরীরের এখনই বিশ্রাম নিবার প্রয়োজন হইয়াছে। সহানুভূতিহীন ঐ কঠিন পাথরের দেশে কাজ এখন বন্ধ করা প্রয়োজন বলিয়াই হয়ত বিধাতা আমার অর্থভাণ্ডার এই সময়ে একেবারে শূন্য করিয়া দিয়াছেন। সবগুলি মাটিয়ালকে, এক সপ্তাহ হয় বিদায় দিয়া দিয়াছি। রাজমিস্ত্রীরা বিরাট বিরাট গৃহগুলি অসমাপ্ত অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়া যৎসামান্য ভাবে ছাড়দেওয়ালের কাজে মন দিয়াছে। শ্রমিক পঁচিশ জনের স্থানে পাঁচ ছয় জন হইয়াছে। তারাও প্রতিদিন হাজির হয় না। তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে যে, আমার ধনভাণ্ডার খালি। সুতরাং প্রাতের সূর্য্য আকাশে কিছুদূর উঠিতে না উঠিতেই পঙ্গপালের ন্যায় আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিয়া বলে না,—"বাবা, কাজ দাও।" আমি মনে মনে আনন্দিত হইয়াছি যে, এখন তোমরা কিছুকাল আমাকে পত্র লিখিবে না,—"বাবা, মালটিভারসিটির কতদূর হইল?"

এখন আমি শারীরিক শ্রম হইতে কতক মাস বিশ্রাম লইব, এজন্যই আগামী বর্ষায় পুপুন্‌কীতে শ্রমদানী কর্ম্মী একটীও চাহি না। *আমি নিজে ওখানে থাকিব না, তোমরা কে কখন কি কাজ করিবে, কে তোমাদিগকে তাহা বলিয়া দিবে? একশত বৎসরের না হউক, অন্ততঃ পঁচিশ বৎসরের ভবিষ্যৎ যে দেখে, অপরকে কাজের নির্দ্দেশ মাত্র সে-ই দিতে পারে।

* শ্রীশ্রীবাবামণি জৈষ্ঠ্য মাসে একথা লিখিলেও, ৭ই শ্রাবণ তারিখে বারাণসী হইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, এবারও পুপুন্‌কীতে ১লা ভাদ্র হইতে ১৫ই ভাদ্র পর্য্যন্ত শ্রমদান কর্ম্মীদিগকে সেবা দিবার অধিকার দিবেন। কারণ, বায়ু পরিবর্ত্তনের সময় পিছাইয়া গেল।

অন্যেরা লোক খাটায়, কাজ হয় না, কাজ করায়, লোক খাটে না,— একটা অকারণ ফাঁকি এবং অনির্দ্দেশ্য প্রবঞ্চনা দিন-রজনীগুলিকে ঘিরিয়া রাখে। এবার তোমরা শ্রমদান করিবার জন্য আষাঢ় মাসে পুপুন্‌কী আসিও না।

মালটিভারসিটি বা অন্য যাহাই কিছু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া যাইবার কৃপা ভগবান্ আমাকে আগামী কয়টা বৎসরে করিবেন, তাহার হেড অফিস বা কেন্দ্রীয় পরিচালনাগার কদাচ বিহারে হইতে পারে না। পুপুন্‌কীতে আমার কর্ম্ম-জীবনের অধিকাংশ আয়ু ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সকল কাজের রাজধানী আমি ওখানে করিব, এই ভ্রম তোমাদের কেন হইতেছে? আমি সন্ন্যাসী। স্থান-বিশেষের প্রতি আমার কি কখনো মমতা থাকিতে পারে? মমতা আমার কাজের প্রতি। অমৃত-ফলের মহীরুহ যদি বারংবার রোপণেও ওখানে বাঁচাইতে না পারিয়া থাকি, তবে যেখানে উহা বাঁচিবে, সেখানেই উহা বসাইব এবং তাহার শাখা এখানে ওখানে বিস্তারিত করিয়া দিব। তোমরা মন হইতে মিথ্যা আশঙ্কা দূর কায়িা দাও।

দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা বড়ই পরিবর্ত্তনশীল। মনে কর, যদি একদিন বাংলাদেশ চীনের কবলে চলিয়া যায়, তখন কি আমরা বাংলায়ই পড়িয়া থাকিব, না, ভারত নামে পরিচিত মহাদেশের অন্য যে-কোনও অংশে বসতি করিব? মনকে জিজ্ঞাসা কর। পূর্ব্বপাকিস্থান নামে পরিচিত বঙ্গদেশ তোমরা ত্যাগ করিলে কেন. নিজেদিগকে ভারতীয় বলিয়া মনে কর বলিয়াই ত'? রাষ্ট্রকর্ণধারেরা সমগ্র ভারতের সংহতি রক্ষার জন্য কি ততটা ব্যস্ত, যতটা ব্যস্ত অজানা বিদেশীর চোখে সতী সাধ্বী সুশীলা

বলিয়া কীর্ত্তিত হইবার জন্য? ভারতের সংহতি রক্ষা হইবে যাহা করিলে, তাহা নিয়া কয়জনে মাথা ঘামাইতেছে? বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব এবং একত্বের মধ্যে বৈচিত্র্য,—এই সুপ্রসিদ্ধ কথাটুকু কয়জনের বোধগম্য হইয়াছে? রক্তপাত, গুণ্ডামি, অগ্নিকাণ্ড, হত্যা প্রভৃতি নৃশংস কার্য্য করিয়া লোকে নিজ নিজ দাবী পূরণ করিয়া লইতে ব্যস্ত, বৈধ আবেদনে কোনও ফল হয় বলিয়া অনেক লোকে বিশ্বাস করে না। ব্যবচ্ছেদ্যবাদী উগ্রপন্থীরা নিজেদের অপচেষ্টায় ক্ষান্ত হইতেছে না। যাহাদিগকে অবিলম্বে দমন করা উচিত, আস্কারা দিয়া তাহাদের আব্দার বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে। এই পরিস্থিতিতে কোনও রাষ্ট্রনৈতিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া যদি ভারত দিনের পর দিন আরও ছোট হইয়া যায়, তবে তখন আমরা যাইব কোথায়? তখন আমরা নিজেদিগকে কি বলিয়া পরিচিত করিব?

আমি মনে করি, জন্ম আমাদের যাহারই যেখানে হইয়া থাকুক, আমাদের পরিচিত হওয়া উচিত ভারতীয় বলিয়া। আমাদের স্বদেশ বলিয়া মনে করা উচিত ভারতকে। সমগ্র ভারত উবিয়া গিয়া শুধু বিহারটুকুই যদি ভারতীয় স্বাধীনতার শেষ জয়ধ্বজা হইয়া পড়িয়া থাকে, তবে বিহারকেই ভারত জানিয়া সেখানেই আমাদের থাকিতে হইবে।

কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়, যখন অর্দ্ধেক কাশ্মীর, সম্পূর্ণ পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তর-পশ্চিম ভারতের শ্রেষ্ঠ অংশসমূহ, হিমাচলের কোলে কোলে ত্রিশ না কত সহস্র বর্গমাইল ভূমি ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, তখন ভারতভূমি নামে পরিচয় যতটুকু স্থানের আছে, তাহার মধ্যে কলিকাতা নিশ্চয়ই ভারতমাতার উত্তমাঙ্গ। আমার মালটিভারসিটির মূল কেন্দ্র সেই

কলিকাতায়ই হইবে। ভূমির খোঁজে আছি, ভূমিটুকু ক্ষীণ রেখারূপেও দেখা দিলে, যে ভাবে পারি, তাহা অধিকার করিয়া লইব।

আশা করি, এই পত্র তোমাদের মনে কিছু স্বস্তি দিবে। তবে, তোমরা ত অধিকাংশেই নিষ্ক্রিয় দর্শক। দর্শকের আনন্দ বা বিমর্ষতার তোমরা অধিকারী। স্রষ্টার আনন্দ তোমাদের মধ্যে কাহারা সম্ভোগ করিবে, আমার জানা নাই। ইতি—

আশীর্ব্ববাদক

স্বরূপানন্দ

(১১)

হরি ওঁ

কলিকাতা, মাণিকতলা

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ছয় মাস আগের লেখা পত্রের উত্তর দিতে বসিয়াছি এমন সময়ে, যখন আমার হাতে সময় আদৌ নাই। সাধনা আসিয়া কলিকাতায় কাঁকুড়গাছিতে নূতন ডাকঘরের অতি সন্নিকটে প্লট নং ২৩৮-এ গৃহ-নির্ম্মাণে ব্যস্ত। সারাদিন সে রৌদ্রে পুড়িতেছে। বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমাকেও সেখানে কতক সময় থাকিতে হয়। হাজার পত্র জমিয়াছে। কোন্‌টা খুলি, কোন্‌টা পড়ি, কোন্‌টার জবাব দেই? অদ্যই একঘণ্টা পরে শিয়ালদহে পাঠানকোট এক্‌সপ্রেস ধরিব, পুপুন্‌কী যাইতে হইবে।

তোমরা পৌষ মাসে তোমাদের ওখানে উৎসব করিয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। উৎসবে একতা বাড়ে, আদর্শের প্রচার হয়, আত্মশক্তিতে

শ্রদ্ধা আসে। অনেক ভাগ্যবানের অন্তরে উৎসবের ফলে নামে রুচি বর্দ্ধিত হয়। উৎসবের দ্বারা এই সকল শুভফল তোমরা লাভ করিয়াছ কিনা, উৎসবের পরে প্রত্যেকে তাহার বিচার করিও। রোমের সেনেটে যে-কোনও নূতন একটী প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে অন্যতম সিনেটার সেনেকা প্রশ্ন করিতেন,—"কুই বোনো?" অর্থাৎ "এ প্রস্তাব গৃহীত হইলে লাভ আমাদের কি হইবে?" এক একটা উৎসব পার হইয়া যাইবার পরে তোমরাও নিজেদিগকে প্রশ্ন করিও, "এবার উৎসবে আমরা কি লাভ করিলাম?" খেচরান্ন বা পায়েস ভক্ষণই কদাচ কোনও উৎসবের সার্থকতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সর্ব্বজীবে প্রেম, বিশ্বালিঙ্গণকারী প্রেম, মানুষমাত্রেরই প্রতি অফুরন্ত প্রেম তোমরা তোমাদের উৎসবগুলির ফলস্বরূপে লাভ করিলে কি না, ইহা একটী অতীব সঙ্গত প্রশ্ন।

সঙ্ঘের শক্তিবৃদ্ধির জন্য তোমরা অবশ্যই চতুর্দ্দিকের সৎলোকদিগের মধ্যে আদর্শ প্রচার করিবে। একাজ সফলতার সহিত করিবার পক্ষে উৎসবগুলি তোমাদের হাতের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার হইতে পারে। যদি দলাদলির কুবুদ্ধি পরিহার করিয়া ঐক্যবদ্ধ একাগ্রতায় নিষ্কাম হিতপরায়ণতায় উৎসব করিতে পার, তাহাতে শক্তি, শান্তি ও সুযোগ এই তিনটীরই বৃদ্ধি ঘটিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরি ওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১লা আষাঢ়, বুধবার ১৩৭৩
(১৬।৬।৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা দীর্ঘায়ু লাভ কর, এই প্রার্থনাই করিব। নীরোগ দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মবশ জীবন যাপন করে, সে ধন্য এবং সার্থক-জন্মা। কারণ, স্বাবলম্বী না হইলে কেহ সহজে জগদ্বাসীর সেবা করিতে পারে না।

স্বাবলম্বনের ভাব তোমরা চারিদিকে ছড়াও। এই জাতিটা সর্ব্বস্তরের ভিখারী হইয়া গিয়াছে। ছোট বা বড় কাহারও ভিক্ষায় আর লজ্জা নাই। বড় বড় নেতারা বড় বড় ভিখারী। পরমুখাপেক্ষিতা আজ আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব। দেশের এমন দুর্গতি কখনও হইবে, ইহা আমি কদাচ কল্পনা করি নাই কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেই উচ্চারণ করিয়াছিলাম,—"অভিক্ষা"।

"অভিক্ষা" শব্দটা আমি এখনো ভুলি নাই এবং এই শব্দটাকে লোকের কর্ণগোচর করিতেও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। তবে, ভাষণে নহে, কর্ম্মের মধ্য দিয়া আমি ইহার প্রচার করিয়াছি।

তোমরা স্বাবলম্বনের খুঁটি গাড়। আত্মবশ হইয়া চল। পরবশ্যতার যেখানে সম্ভাবনা, সেখান হইতে দূরে সরিয়া যাও। স্বাবলম্বনকে জীবনের মহৎ ব্রত কর। স্বাবলম্বী হও আর নির্ভীক্ হও। ভিখারীরা কখনও

নির্ভীক হইতে পারে না। ভিখারীর কখনও বাহুবলপ্রবুদ্ধ পুরুষকারের উন্মেষ ঘটে না। ভিখারী প্রেমিকও হইতে পারে না।

প্রেমই জীবনের সার, প্রেমই মানুষের যৌবন। প্রেমই শৌর্য, প্রেমই বীর্য্য, প্রেমই পুরুষার্থ। নিজের পায়ে যে দাঁড়াইতে পারে, তারই প্রেম সার্থক। তোমরা প্রেমিক হইবার জন্যই স্বাবলম্বী হও। শৌর্য্যশালী, বীর্য্যবান, প্রবল পুরুষকারপ্রবুদ্ধ শক্তিধর পুরুষ হইবার জন্য স্বাবলম্বী হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরি ওঁ মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
১লা আষাঢ় ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সাত আট পৃষ্ঠাব্যাপী উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুদীর্ঘ পত্র-খানা পাঠ করিলাম।

তুমি আমার পরিচিত নহ। আমার কোনও নিয়োগপত্রও পাও নাই। এমন কি তোমার স্থিতিস্থানের নিকটবর্ত্তী কোনও অখণ্ডমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তোমাকে নির্দ্দেশও দেন নাই। অথচ তুমি আমার বা মণ্ডলীর কিম্বা মঙ্গল-বাঁধের নাম করিয়া অথবা সংগঠন-কার্য্যে ব্যয় করিবে বলিয়া টাকা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছ। ইহা তোমার পক্ষে সঙ্গত কার্য্য হয় নাই।

আমাব ভাব ও আদর্শ-প্রচারে তোমার আগ্রহ আছে, লিখিয়াছ।

কিন্তু সে কাজ করিতে টাকাকড়ি লাগে না। তোমার যে একাজে আগ্রহ আছে, ইহা জানিয়া সুখী হইয়াছি। তুমি এজন্য আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হইলে। আমার আদর্শ প্রচার করিবার সব চেয়ে সহজ উপায় আমার রচিত যে-কোনও একখানা বহি নিয়া ঘরে ঘরে গিয়া পড়াইয়া শুনানো। এই কাজ করিবার কালে যদি তুমি লোকের কাছ হইতে টাকা তুলিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে লোকে তোমাকে সন্দেহ করিবে এবং তাহাতে তুমি মনঃকষ্ট পাইবে। লক্ষ লক্ষ লোক জানে যে, আমি অযাচক। গত পঞ্চাশটী বৎসর ধরিয়া লোকে দেখিয়া আসিয়াছে যে, আমি আমার আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য বা আদর্শ-প্রচারের উদ্দেশ্যে কদাচ কোথাও টাকাকড়ি সংগ্রহের চেষ্টা করি নাই। আমার এই তুচ্ছ একটী বিশেষত্বের জন্য আমি এত প্রসিদ্ধ যে, কোনও স্থানে আমার নাম করিয়া লোকের কাছে চাঁদা তুলিতে চেষ্টা করিলেই লোকে তোমাকে তির্য্যক্ দৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করিবে। সুতরাং এইরূপ কাজ আর কদাচ করিও না।

কাজ যদি সত্যই কিছু করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার বর্ত্তমান নিবাসের নিকটতম স্থলে যে অখণ্ড-মণ্ডলী স্থাপিত আছে, তাহার কর্ম্ম-কর্ত্তাদের সহিত সাক্ষাৎ কর। পাঠ, কীর্ত্তন, উপাসনা, নামজপ আদি সাত্ত্বিক কার্য্যে তাহাদের সঙ্গসুখ আস্বাদন কর। তোমার ভগবদ্‌ভক্তি ও ঈশ্বর পরায়ণতা দর্শনে তাঁহারা তুষ্ট হইলে, তোমার পক্ষে যাহা উপযোগী, এমন কাজের ভার আস্তে আস্তে তোমাকে নিশ্চয়ই দিবেন। সেবা করিবার বুদ্ধি যাহার আছে, তাহার রাস্তার অভাব হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরি ওঁ   মঙ্গলকুটীর
২রা আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৭৩
(১৭-৬-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি।

পুত্রের শুভপরিণয়-কার্য্যটী অখণ্ড-মতে করিতে পার নাই বলিয়া বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ। কন্যাদাতা নিজে অখণ্ড হইয়াও একাজে সম্মত হইতে পারেন নাই বলিয়াই এই দুঃখ তোমার রহিল বলিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু যে মতেই করাইয়া থাক, বিবাহ বিবাহই। বরকন্যা সুখী হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি।

কিন্তু অখণ্ডের মনোবল এত পরিক্ষীণ হওয়া শুভলক্ষণ নহে। কারণে অকারণে আমাকে যাহারা দুই তিন মাইল লম্বা চিঠি দিয়া বিরক্ত করে, দেখিয়াছি, সাহস, বিশ্বাস এবং উদ্যমে তাহারা প্রায় সকল সময়েই নিতান্তই পিছনের পংক্তির লোক।

প্রত্যেক অখণ্ড অখণ্ড-আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিবে, নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের অন্তরে অখণ্ড-আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগাইবে, নিজ পরিবারস্থ সকলকে, নিজ আত্মীয়-পরিজনগণকে, নিজ বন্ধুবান্ধববর্গকে অখণ্ড-আদর্শের অনুরাগী করিবে,— এই প্রস্তাব তোমরা দলে দলে মিলিত হইয়া হোজাই মহাসম্মেলনে গ্রহণ করিয়াছ। ইহার পরে তোমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য হইতেছে, নিজ নিজ জীবন হইতে ক্ষতিকর পূর্ব্বসংস্কারের যতটুকু, যেখান দিয়া সরাইয়া নেওয়া

যায়, তাহার চেষ্টা করা। অখণ্ড-মতবাদ অতীব বিশুদ্ধ মতবাদ। এই খাঁটি সোনাটীকে নির্ভেজাল রাখিবার জন্য সকলে চেষ্টা করিও। বিশুদ্ধ বেদান্তমার্গকে এই দেশে শনিপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শীতলাপূজা কালীপূজা, দুর্গাপূজা আদি নানা পূজার পুষ্পবিল্বপত্রে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করা হইয়াছে যে, জগদুদ্ধারকারী শ্রেষ্ঠ মহাত্মাদের কাহারও কাহারও জগতের জন্য অতুলন আত্মোৎসর্গ পর্য্যন্ত এক নিষ্প্রভ আলুনি ব্যাপারে গিয়া পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। স্বচক্ষে এই সব দেখিয়াও ত' তোমাদের শিক্ষা হওয়া উচিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর

২রা আষাঢ়, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সৎকার্য্যে নামিয়া কে কোন্ প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহার উপরে ভরসা করিয়া, বাজেট ঠিক করিতে নাই। কতটা সম্বল তোমার হাতের নাগালের মধ্যে আছে, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া বাজেট করিবে এবং অপরের প্রতিশ্রুত সাহায্য নিতান্তই আসিয়া পড়িলে সঙ্কল্পিত কাজকে একটু উদার ব্যাপকতা দিবে, ইহাই তোমার কর্ম্মরীতি হউক।

অনেকে বাহাদুরী করিবার জন্য ভাল ভাল প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু ইহা যে পূরণ করা হইবে না, তাহা মনে মনে রাখে। অনেকে সাময়িক

শুভবুদ্ধিতে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু নিজের অসামর্থ্যহেতু তাহা রক্ষা করিতে পারে না। অনেকে ভাবিয়া চিন্তিয়াই প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু হঠাৎ কোনও প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া গিয়া প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম হয়। অনেকে সদ্বুদ্ধিতেই প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সামর্থ্যও যথেষ্ট রাখে কিন্তু চরিত্রের মন্থরতা হেতু এক যুগ পার করিয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজে হাত দেয়।

প্রতিশ্রুতি-দাতাদের প্রতি অন্তরের কোনও বিরাগ না রাখিয়া নিজের হাতের সম্বলটুকু লইয়া কাজ করিয়া যাইতে থাক। সৎ যাহার ইচ্ছা, পরমেশ্বর তাহার সহায়।

পৃথিবীর অনেক বড় কাজেরই আরম্ভ খুব ছোট ভাবে হইয়াছে। কেবল নিষ্ঠা, ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের বলে ছোট জিনিষটী আস্তে আস্তে বিরাট, ব্যাপক, বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নিষ্ঠার শক্তিতে বিশ্বাস কর।

চরিত্র হইতে নিষ্ঠা যাহাতে লোপ না পায়, তাহার জন্য নিয়মিত ভগবচ্চরণে প্রার্থনা কর। এর চেয়ে দামী প্রার্থনা আর কিছু নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর

২রা আষাঢ়, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার লিখিত গান ও কবিতা পাঠ করিতে আমি ভালবাসি।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

লেখার অভ্যাসটী রাখিবে। ছাপা হউক বা না হউক ইহা একটা মহৎ অনুশীলন ত' বটে। সব কবিতাই ছাপান চলে না। কবিতার আগ্রহী পাঠকও আজকাল খুব কম। সুতরাং যাহা লিখিবে, তাহাই ছাপা হইবে, এইরূপ কামনা বা আশা রাখিও না।

অন্তরের সচ্চিন্তাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য লেখনী সঞ্চালন করিবে,— তুমি কবি, তুমি সাহিত্যিক, তুমি একটা অসাধারণ কিছু, এই কথাটী মানুষের মনে সঞ্চারিত করিবার জন্য নহে। সর্ব্বদা সংকথা লিখিতে লিখিতে মনের ভিতরে নূতন আবাদ খুলিয়া যায় এবং ব্যাঘ্র-কুম্ভীর-সমাকুল সুন্দরবনের উচ্ছৃঙ্খল জঙ্গলে সোণার বরণ ধানের ক্ষেত আত্মপ্রকাশ করে। সংকথা বলিবার ও লিখিবার অভ্যাস এই জন্যই অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

সংকথা বলা ও সংকথা লেখা, এই দুইটীর মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। বলিবার কালে নিজে শুনিতে পাই, সঙ্গে সঙ্গে অন্যেও শোনে। কিন্তু নিজে যাহা শুনি, তাহা কতকটা ভাসা ভাসা। লিখিবার কালে রক্তমাংসের কাণে কিছু না শুনিতে পাইলেও ধ্যানের কাণে শুনিতে পাই। সেই কারণে এই শোনাটা খুবই গভীর! লিখিবার কালে যখন শুনি, তখন সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের জ্ঞানকেন্দ্রগুলিতে নূতন রূপান্তরের ভূমিকা সৃষ্টি হইতে থাকে। এজন্য সংকথা বলার চেয়েও সংকথা লেখা নিজের পক্ষে খুবই হিতকর।

সর্ব্বদা মঙ্গলময় নামে মন রাখিবে। সাধনানিষ্ঠ হইয়া জীবনের পথ পর্য্যটন কর। তোমার সাধনশীলতা তোমার স্ত্রীতে, পুত্রে, কন্যায়, পুত্রবধূতে, জামাতায়, পৌত্র-পৌত্রীতে ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে সঞ্চারিত, সংক্রমিত, সংবর্দ্ধিত হউক। নিয়ত ঈশ্বর-সান্নিধ্য উপলব্ধি করার যে আনন্দ, তাহা

গোষ্ঠীর প্রত্যেককে আস্বাদন করিতে আগ্রহী কর। বংশানুক্রমিক নামামৃত-সুধা পানের প্রেরণা দিব্য মানবজাতির সৃষ্টি করুক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর

২রা আষাঢ়, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার রেজেষ্টারী-করা পত্রখানা অদ্য ঘণ্টাখানিক আগে পাইলাম। হাজার হাজার পত্র জমিয়া আছে। হয় ত' সেইজন্য তোমার পূর্ব্বের পত্র নয়নগোচর হয় নাই। আমার পত্র না পাইলে কেহ বিহ্বল হইও না। আমি নিয়ত তোমার সঙ্গে আছি। পত্রখানা লিখিয়া ডাকে ছাড়িয়া দিবার পরে তোমার অনুভূতির জগতে আবির্ভূত হইয়া আমি সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিব। একেবারে কাগজে কলমে লেখা জবাবই তোমাকে পাইতে হইবে, এমত নহে। গুরু জ্ঞানস্বরূপে তোমার নিত্য সঙ্গী, প্রেমস্বরূপে, আনন্দস্বরূপে তিনি তোমার নিত্য সাথী। এই বিশ্বাস রাখিয়া চল। তোমার ভিতরে রহিয়াই আমি তোমাকে বিগত-সংমোহ ও স্থিরপ্রজ্ঞ করিব।

যতই অভাবের মধ্যে থাক, ভগবানের নাম ছাড়িও না। নির্য্যাতনের ভয়ে অতি গোপনে জন্মভূমি ছাড়িয়া বনজঙ্গলের পথে আসিয়া বর্ত্তমান স্থানে আশ্রয় নিয়াছ, আত্মীয় কেহ নাই, বান্ধব কেহ নাই, পরিচিত বা

পৃষ্ঠপোষক কেহ নাই, সবই সত্য। কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য এই যে, ঈশ্বর আছেন। তার্কিকেরা তর্ক করিতে পারেন, যুক্তিবাদীরা বিরুদ্ধ যুক্তি দেখাইতে পারেন, অবিশ্বাসীরা নানা সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করিয়া চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মাইতে চেষ্টা করিতে পারেন কিন্তু তুমি জানিও যে ঈশ্বর আছেন। তুমি আছ বলিয়াই তিনি আছেন, তিনি আছেন বলিয়াই তুমি আছ। তিনি অজর, অমর, জন্মমৃত্যুরহিত পরম সত্য, তুমিও অজর, অমর, জন্মমৃত্যুরহিত পরম সত্য। তিনি আছেন বলিয়াই তিনি আর তুমি অভেদ। তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তাঁহাতে সমগ্র আস্থা ন্যস্ত কর, জীবন, মরণ, জীবনের প্রতি সন্ধিক্ষণ তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও।

অতীতে ভুল করিয়াছ বা পাপ করিয়াছ বলিয়া দুশ্চিন্তায় মনকে দুর্ব্বল হইতে দিও না। কোন্‌টা সৎ পথ বুঝিবার জন্যই হয়ত এই ভুলের তোমার প্রয়োজন ছিল। ভুল বলিয়া যাহাকে বুঝিয়াছ, তাহা আর করিও না। নিজের সীমাবদ্ধ শক্তিতে অতীত অভ্যাসকে দমাইয়া রাখিতে না পার ত' ভগবৎ-শক্তির সাহায্য লও। নিয়ত তাঁহার নিকটে শক্তি প্রার্থনা কর। তিনি সর্ব্বশক্তির উৎস। চাহিলেই পাইবে। তবে, চাহিবার মত চাহিতে হইবে। মনঃপ্রাণ দিয়া চাহিতে চাহিতে শক্তিরূপে তিনি তোমার বক্ষে ও বাহুতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার এই আবির্ভাব সম্পর্কে মনে কণামাত্র সংশয়ও রাখিও না।

ভগবচ্চরণে অন্তরের অনুরাগ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা সৎ লোকের সঙ্গ করিবে। ফোঁটা-তিলক কাটিলেই কেহ সৎ হয় না। ভগবানে চিত্তের একাগ্র অনুরাগ জন্মিলেই মানুষ সৎ হয়। সদ্‌ব্যক্তি নিজের পুণ্যময়

সঙ্গ দিয়া অসৎকে সৎ পথে টানিতে পারেন। কখনো কখনো তিনি দৃষ্টিপাত-মাত্র কুপথগামীর চরিত্রে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া থাকেন। এমন কি, শুধু ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেও তিনি বহু সময়ে বহুজনকে বিপথ হইতে রক্ষা করেন। সৎসঙ্গ এই জন্যই হিতকর ও একান্ত কাম্য। সৎ লোককে সর্ব্বদা সম্মান করিবে।

সচ্চিন্তাকে স্থায়ী করিবার জন্য কেবল নামই করিয়া যাও। নাম করিতে করিতে তোমার কুচিন্তার অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। এত কুচিন্তা যে কর, তাহাও ত' অভ্যাসেরই ফল। একদিনে কেহ ব্রহ্মাণ্ডের সকল কুচিন্তা করিবার রুচি আয়ত্ত করে নাই। অভ্যাস করিয়া যাহা শিখিয়াছ, অভ্যাস করিয়া তাহা ভুলিতে হইবে।

তুমি একটী শিক্ষকতার চাকুরী পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। একাজকে কেবল জীবিকা-সংগ্রহে পর্য্যবসিত হইতে না দিয়া মনুষ্যজাতির পরম সেবার ভূমিকায় রূপান্তরিত কর। পাঠশালার ঐ ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা প্রায় প্রত্যেকেই একটা ভবিষ্যৎ বংশধারার জনক বা জননী হইবে। ইহাদের প্রায় প্রত্যেকের দেহ হইতে একটা, দুইটা, বা পাঁচটা দশটা নূতন দেহের সৃষ্টি হইবে। সংসারী জীবনের ইহা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু ঐ দেহগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে অন্যতর দেহ-জননের যন্ত্র চাড়া আর কি? ইহাদের মনুষ্যজন্ম যাহাতে ঐ সুনির্দ্দিষ্ট একটী যান্ত্রিক সার্থকতায়ই পর্য্যবসিত না হয়, তাহার জন্য ইহাদের মনকে গড়িয়া দিবার সুযোগ বা ভার তুমি পাইয়াছ। দেশের পাঠশালার শিক্ষক আর দেশের সঙ্গীত-রচয়িতারাই ত' দেশের ভবিষ্যৎ গড়িতেছেন। আইনরচয়িতা বা শাসন-ক্ষমতাধিকারী ত' সেই রচনারই প্রতিফলন মাত্র। প্রত্যেকটী ছাত্রছাত্রীর

মনকে বজ্রের মত শক্ত ধাতু দিয়া তৈরী করিয়া দিবে, ইহাই তোমাদের পণ হউক। সরকারী শিক্ষা-পরিদর্শকদের খাতাপত্রে বা সারকুলারে যাহাই লিখা থাকুক, তোমাদের কিন্তু আসল কর্ত্তব্য ইহা।

তোমার মাতা যখন ভিন্ন মতে দীক্ষিতা, তখন তিনি যদি তাঁহার নিত্য উপাসনার স্থানে নিজের প্রিয় কোনও মূর্ত্তি বা বিগ্রহ রাখেন, তুমি তাহাতে আপত্তি করিতে পার না। মাতা, পিতা বা অন্যান্য গুরুজনদের ধর্ম্মীয় নিষ্ঠার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন সন্তানরূপে তোমার কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্মের বিরোধী। কিন্তু তাই বলিয়া তুমিই বা কি করিয়া নিজ ধর্ম্মীয় নিষ্ঠার হানি ঘটাও? ইহা এক উভয় সঙ্কট বটে।

একটী ঘর ছাড়া দুইটী উপাসনা-ঘরের যখন ব্যবস্থা সম্ভব নহে, তখন আপদ্ধর্ম্ম হিসাবে এক ঘরে দুই বিগ্রহ অগত্যা বসিতে পারে কিন্তু কদাচ এক আসনে নহে। অন্যান্য মতবাদীদের সহিত তোমাদের একটী বিষয়ে বিশেষ পার্থক্য এই যে, তোমরা তোমাদের ওঙ্কার-ধ্বনির মধ্যে অন্য সকল মন্ত্রধ্বনির উপস্থিতি এবং তোমাদের ওঙ্কার-বিগ্রহের মধ্যে অন্য সকল বিগ্রহের উপস্থিতি বিশ্বাস কর। সুতরাং তোমাদের মন্ত্র জপ করিলে অন্য কোনও মন্ত্র জপিবার প্রয়োজন নাই, তোমাদের ওঙ্কারবিগ্রহ স্থাপন করিলে অন্য কোনও বিগ্রহ স্থাপন অনাবশ্যক। যাহা অনাবশ্যক, তাহা তোমরা করিবে কেন? একটী অনাবশ্যক জিনিষকে প্রশ্রয় দিলে কিছু দিন পরে আর একটী অনাবশ্যক জিনিষ আসিয়া ঠাকুরঘরে ভর করিবে। পরিণামে ঠাকুরঘর একটী যাদুঘরে পরিণত হইবে। এই পরিণতি তোমাদের প্রার্থনীয় নহে। ইহা নিষ্ঠানাশক বলিয়া বর্জ্জনীয়, একাগ্রতার হানিকারক বলিয়া পরিত্যাজ্য, অলাভজনক বলিয়া অবাঞ্ছনীয়।

ভবিষ্যতে সকল মূর্ত্তি সরাইয়া একমাত্র ওঙ্কার-বিগ্রহকেই রাখিতে হইবে, এই কথাটীকে বিস্মরণে না যাইতে দিয়া সহিষ্ণুতা সহকারে কালপ্রতীক্ষা কর। আপাততঃ পিতামাতার মনে কষ্ট দিয়া কোনও কাজ করিও না। তুমি যদি একাগ্র মনে সাধন করিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে এমন বিচিত্র নহে যে, একদা তোমার পিতামাতার মত ও মন আস্তে আস্তে আপনা-আপনি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। আমি মূর্ত্তিপূজার প্রশ্রয় দেই না ইহা সত্য কিন্তু আমি কাহারও মূর্ত্তিভঙ্গ করিতে, মূর্ত্তির অসম্মান করিতে, মূর্ত্তি অপহরণ করিতে আসি নাই।

বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত কিন্তু ত্যাগী বৈষ্ণব নহেন, এমন ব্যক্তির সমাধি দান সম্ভবতঃ বৈষ্ণব আচোর্য্যেরা সমর্থন করিবেন না। এই বিষয়ে বৈষ্ণব আচার্য্যদের নির্দ্দেশ কি, জানিবার চেষ্টা করিও। বৈদিক মতে মৃত-সংস্কারে ও শ্রাদ্ধে যে নিজ ইষ্ট ব্যতীত অন্য অনেক দেবতাকে স্মরণ করিতে হয়, সম্ভবতঃ, এই রীতিটীকে নিষ্ঠাহানিকর বলিয়া জ্ঞান করিয়া অনেক বৈষ্ণব স্মার্ত্তমতে নিজেদের শ্রাদ্ধাদি করাইতে চাহেন না। তোমার মায়ের যদি অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধেঅরুচি না থাকে, তবে এই প্রসঙ্গ তাঁহার নিকট তুলিতে পার। অখণ্ডমত বর্ত্তমানে সুপ্রচলিত মত। এই মতের ক্রিয়াকাণ্ডে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ব্যতীত শত শত দেব-দেবীর কোনও প্রসঙ্গ নাই। ইহা তোমাদের বর্ত্তমান সমস্যা-সমাধানের অন্যতম উপায় হয় কিনা, ভাবিয়া দেখিও।

ওখানকার বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত জন-সমাজ যদি তোমার মাতার বৈষ্ণবীয় দীক্ষা সত্ত্বেও সংসার ত্যাগের ইতিহাস নাই বলিয়া দেহ সমাধিস্থ

করায় বা মালসা-ভোগ দিয়া শ্রাদ্ধাদি করায় সম্মত না হন, তবে বৃথা একঘরে হইবার জন্য কোনও কিছু করা সঙ্গত হইবে না। নিতান্তই যদি তোমার মাতৃদেবীর মৃত্তিকায় সমাধিস্থ হওয়াই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা, তাহা হইলে বৈষ্ণবীয় মতে ভেখধারী ত্যাগী হইয়া তারপরে তিনি কায়াসম্বরণ করিলেই ভাল কাজ করিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণব হইলে সংসারীদের সামাজিক নিয়ম তাঁহার উপরে অর্শিবে না। এই বিষয়ে ইতি-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের ভার তুমি তোমার মাতৃদেবীর উপরেই ছাড়িয়া দাও।

তোমাদের ওখানে সমবেত উপাসনা হয় না, এই সংবাদে দারুণ বেদনা বোধ করিলাম। যেখানে অন্ততঃ দুই তিনজনও অখণ্ড আছে, সেখানেই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী চলা প্রয়োজন। এ প্রয়োজন তোমাদের, একা আমার নহে। "উপাসনার সুর জানি না" বলিলে চলিবে না, নিকটবর্তী অন্য মণ্ডলীতে গিয়া শিখিতে হইবে। "সময় পাই না" বলিলে চলিবে না, যে-কোনও প্রকারে সপ্তাহে একটী দিন সময় করিয়া লইতেই হইবে। "স্থানীয় লোকেরা পছন্দ করে না" বলিলে চলিবে না, ইহা তোমাদের আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্য এবং সাংঘিক দায়িত্ব। স্থানীয় লোকে কি পছন্দ করেন আর কি করেন না, সেই বিচার-বিতর্কে প্রবেশের তোমার প্রয়োজন কি? "খরচ সঙ্কুলান করিতে পারি না" বলিলে চলিবে না। কারণ, কোনও প্রকার ভোগ-নৈবেদ্য ছাড়াও একমাত্র পুষ্পবিল্বপত্রতুলসীচন্দনাদি দ্বারাই সমবেত উপাসনা চলিতে পারে।

ঐ অঞ্চলের অখণ্ডগণ নামে মাত্র অখণ্ড এবং কাজের বেলায় পূর্ব্বসংস্কারের দাস; ইহা কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে। পূর্ব্বসংস্কারের দাসত্ব

যাহাতে দূর হইয়া যায়, সেই জন্য মহম্মদীয় ধর্ম্মে নবদীক্ষিতদিগকে পূর্ব্বনাম-গোত্রাদি পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে প্রেরণা দেওয়া হয়। পূর্ব্বসংস্কারের সহিত আপস করিয়া চলিতে গিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম কনষ্টাণ্টিনোপলে আসিয়া পরস্পর-বিরোধী হইয়া গিয়াছিল। যে পূর্ব্বসংস্কার অগ্রগতির বিঘ্ন, তাহাকে বর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। আমি অবশ্য কাহারও সংস্কারের উপর জোর-জবরদস্তি চালাই না, কারণ, আমি মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাধীন বিচারের অধিকারকে সম্মান করি। শিষ্যদের স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে কত স্থলে আমার গুরুত্বের অপমৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছে। ইহা দুঃখকর কিন্তু আমি তাহাদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধিরই মুখপানে তাকাইয়া আছি। তাহারা অনেকে সাধন করে না, নামে-মাত্র শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, ইহাই আমার একমাত্র দুঃখ। সাধন করিলে আস্তে আস্তে তাহাদের পূর্ব্বসংস্কার দূরীভূত হইবে। সমগ্র বিশ্বকে মিলাইবার যে পথ আমি দেখাইয়াছি,—পূর্ব্বসংস্কার পরিহার না করিতে পারিলে সেই পথে তোমরা জগতের সকলকে লইয়া জয়যাত্রা কি করিয়া করিবে? নামে মাত্র যাহারা অখণ্ড, কাজে নিতান্তই খণ্ড এবং লণ্ডভণ্ড, তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া নিজের ও পরের মন তিক্ত করিও না। প্রত্যেককে বল,—"দাদা হে, গুরুদত্ত সাধনে মন দাও, নতুবা বৃথাই মনুষ্যজন্ম বহিয়া গেল।" ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর
৩রা আষাঢ়, শনিবার, ১৩৭৩
(১৮-৬-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা অনেকেই ত' হোজাই গিয়াছিলে। যাহা যাহা সেখানে বলিয়াছ আর শুনিয়াছ, তাহার সব কাজে রূপান্তরিত করিতে প্রতিটি অখণ্ড আপ্রাণ প্রয়াসে ব্রতী হও। লামডিং ও ডিফুতে বোমা বিদারণে তোমরা সকলে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছ ভাবিয়া যাঁহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন, সেই সকল পরম ধার্ম্মিকদের মন হইতে ভ্রান্ত রোষ ও অসাত্ত্বিক ঈর্ষা চিরতরে দূর করিয়া দিবার জন্য ইহার প্রয়োজন।

ভগবন্নামের সেবা তোমাদের চিত্তকে নির্ম্মল, চরিত্রকে উজ্জ্বল, সঙ্কল্পকে অচঞ্চল ও পরদোষানুসন্ধিৎসাকে দুর্ব্বল করুক। চরিত্রবলহীনদের দ্বারা কোনও মহৎ ব্রত পালন সম্ভব নহে। তোমরা আধুনিকতার গর্ব্ব পরিহার করিয়া চরিত্র ও সংযমের সনাতন আদর্শকে নিজ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

নিকটবর্ত্তী ছোট ছোট মণ্ডলীগুলির প্রত্যেকের বড় বড় কাজের সময়ে এক সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে একত্রীভূত হইয়া সর্ব্বশক্তি প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত করিতে চেষ্টিত হওয়া এখন একান্তই প্রয়োজন। দশজনে মিলিয়া মণ্ডলী, বহু মণ্ডলী মিলিয়া মহাশক্তির ক্রীড়াঙ্গন।

সর্ব্বদা মনে রাখিও, হীন সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্দ্ধে মন রাখিয়া তোমাদের কাজ করিতে হইবে। কলিতে সংঘবল এক মহাবল। একাকী নূতন স্বর্গের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল বিশ্বামিত্রের যুগে। একাকী সমগ্র দক্ষিণে উত্তরাঞ্চলের আধ্যাত্মিক উচ্চতত্ত্ব ও সৎসংস্কার প্রসারিত করা সম্ভব হইয়াছিল অগস্ত্য ও আপস্তম্ভের যুগে। বর্ত্তমান যুগে শত, সহস্র, লক্ষ জনকে মিলিত হইতে হইবে এক একটী মহদুদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য।

একই শহরের দুই অংশে দুইটী মণ্ডলী থাকিলে তাহারা রেষারেষিই করিবে, হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ, প্রাণে প্রাণ মিলাইবে না, ইহা অস্বাভাবিক। কেন তোমরা ভুলিবে যে তোমরা সেবক? সেবকের ভিতরে থাকিবে অকপট সেবাবুদ্ধি। ব্যক্তিত্বের মিথ্যা মোহ কেন তাহাকে বিপথবর্ত্তী করিবে?

একটী মণ্ডলীর ভিতরে থাকিয়াও পাঁচ জনে পাঁচ রকমের মতভেদ পোষণ করে, ইহাও আশ্চর্য্য নহে। মানুষ যখন পাঁচটা, মতামতও পাঁচটা হইতেই পারে। ইহাতে অন্যায় কিছু নাই। কিন্তু মানুষ হইয়া জন্মিয়াও নিজেদের মতভেদ নিজেরা মিটাইয়া নিতে পারিবে না, এত বর্ব্বর তোমরা কেন হইবে? মণ্ডলী তোমাদের গুরুর গেহ, মণ্ডলী তোমাদের গুরুর দেহ, মণ্ডলী তোমাদের গুরুর স্নেহ। এই গেহ, এই দেহ, এই স্নেহকে কেন তোমরা অসম্মান করিবে? "আমিই মণ্ডলী, মণ্ডলীর কথা আমি শুনিব না"—এই রূপ মদমত্ত উদ্ধত উক্তি যে তোমাকে গুরুদ্রোহীই করিল, এই কথাটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি যেন তোমার থাকে। তুমি যে

মানুষ। মানুষের কাছে মানুষের সদ্‌গুণ প্রত্যাশা করিব না, শুধু আতঙ্কে অধীর হইব যে, কি জানি কখন তাহার পাশবিক অহঙ্কার বর্ব্বর অভিযানে মণ্ডলীর মূল পর্য্যন্ত উৎখাত করিয়া দেয়, ইহা কি অকল্পনীয় এক নারকীয় দৃশ্য নহে?

জীবনের পিচ্ছিল পথে সাহসের সহিত চড়াই-উতরাই অতিক্রম করিয়া লক্ষ্যে পৌছিবার চেষ্টা কর। সফল নিশ্চিত হইবে। কিন্তু প্রতি পদে অহংকে শাসন করিয়া চলিও। আত্মশ্রদ্ধা ও আত্মবিশ্বাস মহৎ বস্তু, কিন্তু দর্প ও দাম্ভিকতা চরিত্রের ঘৃণ্যতা। তুমি না থাকিলে জগৎ চলিবে না, এই ভ্রম করিও না। সমগ্র জগৎকে উন্নতির পথে, মহত্ত্বের পথে, সাফল্যের পথে টানিয়া নিয়া চলিবে, নিজের উন্নতির মধ্য দিয়া জগদ্বাসীকে উন্নত করিবে, জগতের উন্নতির মধ্য দিয়া নিজের উন্নতি আয়ত্ত করিবে,— ইহাই তোমার পণ হউক। নিজে আলাদা এক সিংহাসনে বসিয়া জগৎকে হুকুম করিবে আর জগৎ তোমার ইচ্ছানুসারে চলিবে বা থাকিবে, অহমিকা-প্রবুদ্ধ এই ব্যক্তিত্বাভিমান বিসর্জ্জন দাও।

কোথায় কি শিখিতে পার, তার দিকে দৃষ্টি দাও। তুমি কত বড় একজন শিক্ষক, এই দম্ভ পরিহার কর। হোজাইতে সকলে সেবার ব্রত গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে, সেখানে গিয়া কেহ কাহারও নেতা হইয়া ফিরে নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৬ই আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৭৩
(২১-৬-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ২২-১১-৬৫ ইংরাজির পত্রখানা আমি অদ্য পাঠ করিলাম। হাজার পত্র জমিয়া গিয়াছিল। তোমার পত্রখানাকে স্তূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছি। পড়িতে না পারিলেও কোনও পত্র আমি ধ্বংস করিয়া ফেলি না। যখন স্তূপীকৃত পত্রের গাদা সাধ্যের সীমানা ছাড়াইয়া যায়, তখন এখান হইতে একখানা, ওখান হইতে আর একখানা চোখ বুজিয়া তুলিয়া লই এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে বসি। সদ্যঃকর্ত্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে এভাবে আমি মুলতুবী কর্ত্তব্য পালন করি। আলস্য আমাতে নাই কিন্তু অবসরও ত' চাই বাবা।

তোমার গুরুদেব গৃহস্থ হইলেও মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বহুবার আমার সংশ্রবে আসিয়াছেন এবং তাঁহার প্রাণের বিমল প্রীতি ও অনাবিল ভক্তি অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমি অতীব ঘনিষ্ঠ ভাবে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আমার দৃষ্টিতে রাজমোহন নাথ একজন সামান্য মানুষ ছিলেন না। নিজেকে আরোপিত করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি আমার কাছে যখন আসিতেন, দেখিতাম, নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে চাহিতেছেন। ইহার ভিতরে আমি তাঁহার যথেষ্ট পৌরুষ লক্ষ্য করিয়াছি।

তীক্ষ্ণ স্বাধীন উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত সত্যকে সমাদর দেখাইবার জন্য আত্মবিলোপ সাধারণ মানুষে সম্ভবে না। প্রচলিত সমাজের সহস্র সহস্র ব্যক্তি অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ, একথাও তাঁর জানা ছিল।

তুমি এমন লোকের শিষ্য। তুমি নিজেকে কদাচ হতভাগা মনে করিও না। তিনি তোমাকে সাধনমার্গে অগ্রসর হইবার জন্য যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার যতটুকু তোমার স্মরণে আছে, তাহা শ্রদ্ধার সহিত পালন করিয়া যাও এবং ভক্তিভরে তাঁর প্রদত্ত ভগবন্নাম জপ করিতে থাক। তোমার সাধনোদ্যমই তোমাকে দিনের পর দিন জীবনের পরমাভীষ্টকে পাইবার পথে টানিয়া নিতে থাকিবে। উদ্যম ছাড়িও না, চেষ্টায় বিরত হইও না, হতাশা, অবিশ্বাস বা দুর্ব্বলতাকে মনের কোণেও ঠাঁই দিও না।

সমবায় কৃষি-প্রতিষ্ঠানে লোকহিতবুদ্ধিতে সেবা দিতে গিয়া কতকগুলি জটিল গ্রন্থিতে জড়াইয়া পড়িয়া অত্যন্ত বিষন্ন হইয়াছ দেখিতেছি। অনেকগুলি সমবায় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানের খবর আমি অল্প স্বল্প জানি। আমাদের দেশের লোকের চরিত্রগুণেই এমন ভাল পরিকল্পনাগুলি মাঠে মারা যাইতেছে। কাজ করিবার নাম নাই, কেবল সুকৌশলে দলাদলি চালাইয়া, বিবাদ-বিসম্বাদ করিয়া, একটী মানুষকে আর একটী মানুষের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া বৃথা কতকগুলি অবান্তর বিষয়ে নিজেদের সর্ব্বশক্তি ক্ষয়িত করিয়া লোকের ও সরকারের অর্থ অপচয়িত করা। এই বিড়ম্বনার হাত হইতে নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি সৎপথে থাকিয়াই চেষ্টা করিতে থাক। চেষ্টা তোমার সফল হইবেই। যে সকল বিঘ্নবিপত্তিতে

পড়িয়াছ, ন্যায়ের বলে, ধর্ম্মের বলে, সত্যের বলে তাহা হইতে মুক্ত হও, এই আশীর্ব্বাদ করি।

সমাজকে নিঃস্বার্থ সেবা দিবার চেষ্ঠা করিয়াও তুমি যশ পাও নাই। সেবা করিতে গিয়া যশের লোভ রাখিলে ত' চলিবে না বাবা। সেবা তুমি দিতে পারিয়াছ কি না, এইটীই এখানে বড় কথা। সেবা দিতে পারিলে আত্মপ্রসাদই তোমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। ইহা সম্পূর্ণতঃই পরনিরপেক্ষ বস্তু। কিন্তু বাধার পর বাধার সৃষ্টি হইয়া সেবা-কার্য্য যদি ব্যাহত হয়, তবে সময় ও সুযোগ মত বর্ত্তমান ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ক্ষেত্রান্তরে মনঃসন্নিবেশন অন্যায় নহে।

ঘণ্টা তিনেক পরেই কলিকাতা রওনা হইতেছি। কলিকাতায় আমার বাসগৃহ নাই। সাধনা উহা রচনা করিবার জন্য সেখানে খাটিয়া মরিতেছে। কাকুঁড়গাছির খোলা মাঠে আমিও তাহার সহিত দুই চারি দিন একটু রৌদ্র-বৃষ্টি ভুগিতে চাহি বলিয়াই তাড়াতাড়ি পুপুন্‌কী ছাড়িতেছি। এই কয়দিন পুপুন্‌কীতে আমি আকণ্ঠ কর্ম্মে নিমগ্ন ছিলাম। সংহিতা ও অঞ্জন এখানে আমার সঙ্গে আছে। বিষ্ণু ও সুন্দর (পরেশ) কাজকর্ম্ম দেখিতেছে। ভারী ভারী ইমারতগুলির নির্ম্মাণ বিশেষ কারণ বশতঃ হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কেবল ছাড়দেওয়াল নির্ম্মাণ চলিতেছে। এ কাজও এক রাজসূয়যজ্ঞ। কারণ, ভূমির পরিমাণ কম নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
৬ই আষাঢ়, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার হস্তাক্ষর দর্শনে পুলকিত হইলাম। চেষ্টা রাখিও, হাতের লেখাটী যাহাতে খারাপ না হইতে পারে। সুন্দর অক্ষরে লিখিতে পারা, স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলিতে পারা, আলস্য-বর্জ্জিত জড়তাহীন ছন্দোমধুর পদক্ষেপে পথ চলিতে পারা, সরল মেরুদণ্ডে মানুষের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারা এবং সুরুচির উদ্দীপক বিলাস-বর্জ্জিত পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা একজন ভদ্র মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় সদ্‌গুণ বলিয়া জানিবে। সুশ্রী অক্ষরে লিখিত একখানা পত্র স্নিগ্ধ সরলতায় মণ্ডিত একখানা মুখচ্ছবি, সুস্পষ্ট-উচ্চারণে মন্দ্রিত মৃদু কণ্ঠ সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট ও প্রভাবিত করে।

সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা রাখিও, চরিত্রটীও যাহাতে নিষ্কলঙ্ক থাকে। এ জগতে চরিত্রহীনের কোনও ভরসা নাই। জীবনে যদি উন্নতি করিতে হয়, তবে তোমাকে চরিত্রবান্ হইতে হইবে। চরিত্রবান্ বলিতে আমরা সাধারণতঃ নারী-পুরুষের সম্পর্কিত ব্যাপারে নিষ্পাপ ব্যক্তিকে বুঝিয়া থাকি বা ঐ রকমের আরও পাঁচটা দোষ হইতে মুক্ত বলিয়া ধরিয়া থাকি। কিন্তু চরিত্রবান্ বলিতে সত্যশীল, কর্ত্তব্যপরায়ণ, নির্ভীক, পরানিষ্টে রুচিহীন এবং পরকল্যাণে ব্রতীও বুঝিতে হইবে।

যুবকদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের ভাব প্রচারে অনলস হইবে। এ কাজটী আমি নিজে আকৈশোর করিয়াছি, এ কাজটী আমার প্রত্যেকটী সন্তানকে করিতে হইবে। ইহার আশু শুভফল কিছু আপাততঃ তোমরা অনুভব করিতে পার আর না পার, নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণায় পরিচালিত হইয়া এই কাজটী তোমাদের প্রত্যেককে করিতে হইবে ধারাবাহিক প্রযত্নে এবং সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া। কাজ ধরিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে ছাড়িলাম, এইরূপ বিভ্রান্ত প্রমত্ততায় চলিবে না। ইহা করা প্রয়োজন এবং এই প্রয়োজনের দাবীকে একজনেও অস্বীকার করিবে না। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ কর এবং একটী প্রাণীও যেন বিপথগামী না হইতে পারে, তাহার জন্য সুদৃঢ় নিষ্ঠায় কাজে লাগিয়া থাক। আমার গ্রন্থগুলি সকলকে পড়াইয়া চল। ইহা হইবে এক সবল পদক্ষেপ।

যাহারা আমার নিকটে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য প্রাণপণে সাধন করা। সাধন করিব না অথচ দীক্ষা নিলাম, ইহা দীক্ষার অপমান। দীক্ষা ত' আমি নিঃস্বার্থ শুভবুদ্ধিতে দিয়াছি। জগতের হিত সাধিত হইলে তাহাতে আমারও লাভ। এই এতটুকু স্বার্থের অতিরিক্ত আর কোনও স্বার্থে আমার লক্ষ্য নাই। তোমার প্রত্যেক দীক্ষিত গুরুভ্রাতা ও ভগিনী যদি মঙ্গলময় অখণ্ড-নামের সাধন করিতে করিতে নিজ নিজ জীবনকে হীনতার প্রভাব হইতে, দুর্ব্বলতার দুর্ব্বৃত্ততা হইতে, সঙ্কীর্ণতার পরিবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে নিখিল জগৎ প্রত্যক্ষে এবং গৌণত, ইহার শুভফল পাইবে। যে কাজ করিলে এক সাথে নিজ-কল্যাণ ও জগৎকল্যাণ সাধিত হয়, সে কাজে কেন তোমাদের অরুচি থাকিবে?

যাহারা আমার নিকটে দীক্ষিত হয় নাই, তাহারাও আমার পর নহে। একজনকেও পর থাকিতে দিতে পারি না। সম্প্রদায়-বুদ্ধির ঊর্দ্ধে এমন একটা স্থানে আমার বাস, যেখানে বসিয়া আমি সকল গুরুর শিষ্যকে আমার প্রাণের প্রিয়তম সন্তান বলিয়া অনুভব করি। অন্যত্র দীক্ষিত ব্যক্তিদিগকে তোমরা কদাচ পর বা শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিও না। সকলেই বিশ্বনাথের সেবার জন্য গুরু-মুখে মন্ত্র পাইয়াছে। সেই মন্ত্রে সাম্প্রদায়িক কতকগুলি বিষেষত্ব বা পার্থক্য থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সকলেরই অভীষ্টদেব সেই পরমমহেশ্বর, যাঁহার চরণতল হইতে জগতের সকল ধর্ম্ম, সকল মত, সকল মন্ত্র ও সকল পদ্ধতি উদ্‌ভূত হইয়াছে। অন্য সম্প্রদায়ের সাধকদের প্রতি অবিরুদ্ধ চিত্ত লইয়া তোমরা চলিবে। এক এক জনে এক এক জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া পরস্পর-যুধ্যমান সৈন্যশিবির নির্ম্মাণ করিতেছে,—এই দৃশ্য আমার একেবারেই অসহনীয়।

সুতরাং তোমরা যখন তোমাদের গুরুভাই বা গুরুভগিনীর সখ্যাবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য দাও, তখন আমি ইহাই কামনা করি যে, অন্য গুরুর শিষ্যদিগকে টানাটানি করিতে গিয়া তোমরা কাহারও ভাবভঙ্গের হেতু হইও না। কাহারও কোন স্থানে অন্তরের গভীর ভক্তি ন্যস্ত হইবার পরে তাহাকে অন্য পথে টানিয়া আনিবার চেষ্টার ভিতরে একটা গুরুতর নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দায়িত্ব রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যহীন বর্ত্তমান সমাজে একটা মানুষের দুর্ব্বল মন তিনটা দিকে সমানে আনুগত্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে এবং সাধন ভজনের নিগূঢ় বিষয়ে মানুষের মনকে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠা হইতে স্খলিত করা অনেক সময় শুধু অন্যায়ই

নহে, অসাধুতাও। যে যেই পথ লইয়া আছে, তাহাকে সেই পথে চলিয়াই পরমার্থ লাভে উৎসাহ দাও। অপরের ভাবভঙ্গ না করিয়া কাজ করার কৌশল তোমরা আয়ত্ত কর।

অদীক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে তোমাদের অনেক কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। তোমরা সেই দিকে নজর দাও। দীক্ষা দিয়া শিষ্য করিয়া বিশিষ্ট আচার্য্যবর্গ যতগুলি লোককে নিজেদের পথে পরিচালিত করিতেছেন, দেশের জনসংখ্যার তাহারা অতি ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ মাত্র। সুতরাং যাহারা কোনও মত বা পথের অনুবর্ত্তী হয় নাই, এমন লোকদের ভিতরে প্রচার ও সংগঠনের দ্বারা তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কোনও কারণ নাই। অমিত বিক্রমে তোমরা এই সকল লোকদের ভিতরে কাজ সুরু করিয়া দাও। অন্য লোকের আবাদী ক্ষেত্রে লাঙ্গল লইয়া ধাবিত হওয়া ততক্ষণ বৈধ নহে, যতক্ষণ অন্য লোকের সেই সকল ক্ষেত্র জীবের অকল্যাণকর ফসলের সৃষ্টিতে উদ্যত না হইতেছে।

হীন আচরণের দ্বারা তোমরা নিজেদিগকে দুর্ব্বল ও তোমাদের সঙ্ঘকে কদাচ কলঙ্কিত করিও না। তোমাদের চিন্তায়, বাক্যে ও কর্ম্মে সম্ভ্রান্ততা, শালীনতা, কৌলিন্য থাকা চাই। বিশ্বের নির্ব্বিশেষ কল্যাণ যেন তোমাদের লক্ষ্য হয়। অপরে বিশ্বকল্যাণ করিতে সমর্থ হইলে তোমরা ঈর্ষ্যান্বিত হইও না। বরং হর্ষ্যান্বিত হইও। অপরের সৎকার্য্যে সফলতা দেখিয়া তোমাদের অন্তরে শতগুণ অধিক কাজ করিবার উৎসাহ উদ্যম জাগরিত হউক। প্রতিযোগিতা করিয়া তোমরা কাজ করিও, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া নহে। নিখিল বিশ্বের সেবার জন্য লক্ষ লক্ষ সঙ্ঘের এবং কোটি কোটি সেবকের প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য

অপরেরা যাহা কিছু প্রশংসনীয় ভাবে করিতেছেন করুন, আনন্দের কথা কিন্তু নিন্দা-স্তুতির অপেক্ষা না রাখিয়া তোমরা নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা অপেক্ষাও অধিকতর প্রশংসনীয় উদ্যমে কাজ করিতে সমর্থ হও। তোমাদের কর্ম্মকে তোমরা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও তামসিক অন্ধতার কবল হইতে সর্ব্বদা মুক্ত রাখিয়া চল।

বিশ্বের প্রতিটি পল্লীতে তোমাদের প্রবেশ করিতে হইবে। প্রতিটি জাতির অন্তর তোমাদিগকে জয় করিতে হইবে। নানাভাষাভাষি কোটি কোটি নরনারীর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষণ্ণ অন্তর-পুরে দীপাবলির মহামহোৎসব তোমাদের সৃষ্টি করিতে হইবে। পরস্পর পরস্পরকে স্নেহদৃষ্টিতে অভিসিঞ্চিত করিয়া নিখিল ভুবনের প্রতিটি মানুষ শান্তিময়, আনন্দময়, তৃপ্তিময়, তুষ্টিময় এক অপরূপ সৃষ্টির উল্লাসে মত্ত হউক ইহাই তোমাদের হউক সুষুপ্তির সুখস্বপ্ন, ইহাই তোমাদের হউক জাগ্রতের অকুণ্ঠ প্রয়াস। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর,
৬ই আষাঢ়, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে দেরী হইয়া গেল। মাঠের কাজ না করিলে ত' চলে না। ঘরে বসিবার অবসর বড় কম।

বিশ বছর বয়সের যুবক যদি হয় বিবাহিত এবং তদুপরি যদি হয় দুরন্ত রকমে স্বাস্থ্যহীন, তাহা হইলে দাম্পত্য জীবনে কয়েক বৎসর তাহার পূর্ণ সংযম পালন প্রয়োজন। কিন্তু ইহা স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত হইতে পারে না। যৌবনবতী স্ত্রীকে জোর করিয়া সংযম পালনে বাধ্য করিলে, সে যে বিপথে যাইবে না, তাহার স্থিরতা নাই। তাই তোমাকে আগে স্ত্রীকে নিজের মতে আনিয়া লইতে হইবে। তোমার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তোমার স্ত্রীর অন্তরে প্রকৃত দরদ সৃষ্টি করিতে হইবে। তোমার পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ যে তাহারই পক্ষে লাভজনক, তোমার দীর্ঘায়ুলাভ যে তাহারই পক্ষে কল্যাণকর এবং স্বাস্থ্যলাভ ও দীঘায়ুপ্রাপ্তির জন্যই যে তোমাদের উভয়ের ইন্দ্রিয়-সংযম প্রয়োজন, এই কথা কয়টী তাহার মনে বদ্ধমূল হওয়া চাই। এই কাজটী যদি করিতে পার, তাহা হইলে তুমি তোমার স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান ক্রমাবনতি অনায়াসে অবরুদ্ধ করিতে পারিবে। স্ত্রীর সহায়তা ব্যতীত বিবাহিত পুরুষের পক্ষে স্বাস্থ্যোন্নতিবিধান সহজ কার্য্য নহে।

লোকসংখ্যা-হ্রাসকারী অত্যুৎসাহী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মুখে ও লেখনীতে জন্মনিরোধের যেই সকল ওকালতি চলিতেছে, তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া এই কথা কদাচ বিশ্বাস করিও না যে, কেবল সন্তান-সন্ততির জন্মনিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া যাইবে। মৈথুন-ক্রিয়া এমন একটী ব্যাপার যে, পিতা ও মাতা যদি ইহা দ্বারা সন্তানের জনক ও জননী নাও হন, তবু ইহা দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্যের উপরে বিশেষ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কৌশল বিশেষের সহায়তায় কোনও কোনও

পুরুষ এমন ভাবে সুরত-ক্রিয়া করিয়া থাকে যে, দৃশ্যতঃ তাহাদের বীর্য্যপাত হয় না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, তাহাদের ইহাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটে নাই। আপাতত যেই বীর্য্য পতিত হইল না, সে পরে বহির্গত হইয়া যাইবার রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরত-ক্রিয়ার ফলে রমণীর গর্ভে সন্তান আসিল না, ইহাই এমন একটা গ্যারাণ্টি নহে যে, এই ক্রিয়া দ্বারা নারী-শরীরে স্বাস্থ্যের পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এমন সঙ্গম আছে, যাহা স্বামী ও স্ত্রীর কিম্বা স্বামী বা স্ত্রীর শারীরিক স্বাস্থ্যের পক্ষেই প্রয়োজন। কিন্তু সেইরূপ অবস্থার সঠিক নির্ণয় করিয়া নিতে বেশ খানিকটা মনস্তাত্ত্বিক বিচারের যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। তোমার পক্ষে বর্ত্তমানে শরীরতঃ এবং মানসিকতঃ সর্ব্বপ্রকার মৈথুন বর্জ্জন করিয়া চলাই স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে হিতকর হইবে।

কিন্তু ঘরে বসিয়া একাজ করা তোমার পক্ষে ক্লেশকর হইতে পারে। এইরূপ স্থলে নিজ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই তোমাকে একাকী কিছুকাল কোনও সৎলোকের আশ্রয়ে ধারাবাহিক ভাবে সংসার-বিমুখ চিন্তার অনুকূল শ্রমাদি করিয়া নিজের কর্ম্মগত ও চিন্তাগত অভ্যাসগুলির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। ফলে, কয়েক মাস পরে যখন নিজ গৃহে ফিরিয়া গেলে, তখন দেখিতে পাইবে যে, পূর্ব্বে যে সকল অভ্যাস তোমাকে নাকাদড়ি দিয়া টানিতেছিল, তুমি বিনা চেষ্টায় তাহাদের দাবী অস্বীকার করিবার সামর্থ্য সঞ্চয় করিয়া ফেলিয়াছ। ঘরেই বসিয়া থাকিবে, স্ত্রীকে লইয়াই সংসার করিবে আর "আমি স্বাস্থ্যহীন—আমি স্বাস্থ্যহীন" বলিয়া চীৎকার করিয়া হিতৈষী ভদ্রলোকদের কাণ ঝালাপালা করিবে, ইহা কোনও কাজের কথা নহে।

তোমার মত অবস্থায় পড়িয়া কোনও কোনও গৃহী সস্ত্রীক আসিয়া আশ্রমবাস করিতে আগ্রহী হয়। ইহা দেখিয়াছি। কিন্তু ইহারা ভুলিয়া যায় যে, ঘরে থাকিবার কালে যে সকল উৎকট অভ্যাস ইহাদিগকে দাস করিয়া রাখার দরুণ প্রায় প্রতি রজনীতে ইহারা নিজেদিগকে অপ্রার্থিত অবস্থার অধীন দেখিয়া পরে অনুতাপের অশ্রুতে বক্ষ ভাসাইয়াছে, তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে ইহারা আশ্রমবাস করিতে যাইতেছে। এমতাবস্থায় ইহাদের পক্ষে সস্ত্রীক আশ্রমবাস করিতে আসা সকল সময়ে সঙ্গত হইতে পারে না। আশ্রম-নামধেয় একটা পবিত্র প্রতিষ্ঠানে আসিয়া নিজেদের বুদ্ধির ভুলে গোপনে অনাচার করিয়া আসা শুধু পাপই নহে, লজ্জাজনকও বটে।

তোমার প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি তুমি তোমার স্ত্রীকে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু কর। এই কাজটী তোমাকে সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। তাহাকে শত্রুপক্ষে রাখিয়া জীবনে মঙ্গল-লাভ বড়ই সুকঠিন। স্ত্রীকে তোমার সংযমের সহায়িকা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, তোমার মনের কোমল ও গোপন ভাবগুলি যেন কোনও ক্রমে অন্য কোনও রমণীর প্রতি ধাবিত হইতে না পারে। শারীরিক সংযম পালনই সব কথা নহে, মনকেও জগতের সকল নারী সম্পর্কে নিঃস্পৃহ, নির্লালস, অনাসক্ত ও পবিত্র রাখিতে হইবে। ইহাই প্রকৃত স্বাস্থ্যোন্নতির পথ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরি ওঁ

কলকাতা-৬
৯ই আষাঢ় শুক্রবার, ১৩৭৩
(২৪-৬-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

জগতে যতগুলি ধর্ম্মমত ও সাধনপথের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, সবগুলিরই একমাত্র প্রয়োজন হইতেছে ঈশ্বরে প্রেম, একমাত্র সার্থকতা সর্ব্বজীবে প্রীতি। এই প্রয়োজন ও সার্থকতাকে লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মমত ও সাধনপথ যখন অন্য মোড়ে মুখ ঘুরাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পতন হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মহিমাচ্যুতি ঘটিয়াছে। অধর্ম্ম সেই সময়েই ধর্ম্মের নাম ধরিয়া প্রকৃত ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছে এবং নিষ্কলুষ সাধন-পন্থাকে উপহাস করিয়াছে।

আবার, ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়াছে জ্ঞান করিয়া একদল লোক নিজেদের সামাজিক ও পারিবারিক আচরণে এমন কাপুরুষতাও দেখাইয়াছে, যাহা জগৎ হইতে তাহার বন্ধুবল লুপ্ত করিয়াছে এবং পৃথিবীর নিত্য পরিবর্ত্তনশীল আক্রোশ ও সংগ্রামের মধ্যে স্ফীতবক্ষে আগাইয়া যাইতে সহায়তা না করিয়া কেবলই পশ্চাদপসরণে যুক্তি ও প্রবৃত্তি যোগাইয়াছে।

এই দুইটী বিপরীত-মুখ-গামী অবস্থা হইতেই তোমাদিগকে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

ধর্ম্মের ভাণ আর ধর্ম্ম এক জিনিষ নহে। ধর্ম্ম নিয়া আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতা ও উপদেশই ধর্ম্মের সবটুকু নহে। স্মরণ, মনন, বচন, বাচন সবকিছুকে আত্মোপলব্ধির সহায়ক করিয়া নিতে হইবে। সত্য তোমার উপলব্ধিতে আসিতেছে কি না, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিচারণীয় হইবে। কিছু না দেখিয়াও "দেখিয়াছি" বলা, কিছু না বুঝিয়াও "বুঝিয়াছি" বলা, কিছু না জানিয়াও "জানিয়াছি" বলা ধর্ম্মের পরিচায়কও নহে, স্মারকও নহে।

ধর্ম্ম অনুভূতিগম্য কিন্তু এই অনুভূতি লাভের জন্য সাধন প্রয়োজন। সেই সাধন সকল বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর সম্পর্কে হইবে প্রেমসিক্ত ও হিংসাবিবর্জ্জিত। অহিংস মন নিরুদ্বেগ থাকে। অনুদ্বিগ্ন মন ধ্যানের প্রসন্নতা বিধান করে। গভীর ধ্যান সাধককে সত্যের সমীপস্থ করিয়া দেয়।

"জীবন হইতে মিথ্যাকে দূর করিয়া দিব",—এই পণ কর। "এ জীবন বিশ্ববাসী প্রতি জনের কুশলে অক্লেশে বলি দিব",—এই ব্রত নাও।

সত্যই ধর্ম্ম, ত্যাগই ধর্ম্ম, প্রেমই ধর্ম্ম। ইহার একটী আসিলে অপর দুইটী আপনা আপনি আসে। এই তিনটীর যে-কোনও একটীকে শক্ত মুঠিতে ধরিতে চেষ্টা কর। অপর দুইটী আপনা আপনি তোমার হৃৎপদ্মাসনে আসিয়া বিশ্ব আলো করিয়া বসিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

কলিকাতা-৬

হরি ওঁ ৯ আষাঢ়, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আঠারো বৎসর পূর্ব্বে দীক্ষা নিয়াছ কিন্তু এতদিনেও একবার আমাকে পত্র লিখিতে পার নাই। কারণ ইহার যাহাই হউক, এজন্য তোমার অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। দীক্ষাদানমাত্রই তোমার অজ্ঞাতসারে আমি তোমার নিত্যসঙ্গী হইয়াছি। আমাকে স্মরণ কর আর নাই কর, আমি তোমার কাছ হইতে কদাচ দূরে যাই নাই। আজ যখন আমার কথা মনে পড়িয়াছে, তখন জানিও, এই আঠারো বছর নিয়ত আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম বলিয়াই আমাকে আর ভুলিয়া থাকিতে পারিলে না।

এতকাল পরে মনে যখন পড়িয়াই গিয়াছে, তখন নূতন উদ্যমে সাধন-কর্ম্মে মন দাও। ভগবানের নাম কল্পতরু। নামের সেবা দ্বারা জীবনের প্রতিটি অপূর্ণতা দূর কর। নামের অকপট সেবা দ্বারা জীবনকে শান্তিতে, তৃপ্তিতে আনন্দে অভিষিক্ত কর, সর্ব্বতোমুখ শ্রীবৃদ্ধিতে নিজেকে মণ্ডিত ও নন্দিত কর।

জীবনের কিছু সময় হয়ত বৃথা গিয়াছে কিন্তু সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে বিরাট ভবিষ্যৎ। অতীতে কতকগুলি বৎসরকে নিতান্তই নিমেষমাত্র মনে করিয়া হেলায় কাটাইয়া দিয়াছ, ভবিষ্যতের এক একটী নিমেষকে এক একটা যুগের সমান দীর্ঘ করিয়া লও। ইহা করিবার কৌশল ত' তোমার

হাতে। চিত্তভাব যখন প্রগাঢ়, তখন একটী আঁখির পলক-মধ্যে শত শত বৎসরের কঠোর তপস্যার সার্থকতা বিরাজিত হয়। গভীর হও, গাঢ় হও, ইষ্টে পরিনিবদ্ধ হও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

কলিকাতা-৬

হরি ওঁ ৯ই আষাঢ়, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংঘের সেবায় ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। ব্যক্তিবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া সংঘের কাজ করিও না। মণ্ডলীর দশজনের সহিত মিলিয়া চল, কারণ, ইহাই আমার অভিপ্রায়। মণ্ডলীর দশজনের সহিত মিলিয়া চল, কারণ ঐক্যই বলের উৎস। প্রত্যেকে সৎ আদর্শ ও সৎ বুদ্ধি লইয়া চল, কারণ সৎলোকের ঐক্যই প্রকৃত ঐক্য।

সংঘের সেবাবুদ্ধি লইয়া তোমরা মিলিত হও। ব্যক্তিগত জিদের ইহাতে স্থান নাই। মণ্ডলী তোমাদের গুরুর দেহ। ইহাকে কেহ অসম্মান করিও না। নিজেকে প্রধান বা অপরকে অনাবশ্যক বলিয়া কদাচ ভ্রম করিও না। যে-ই যত গুণবান্ হও, তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানশালী লোকের অভাব জগতে নাই। যে-ই যত অপদার্থ হউক, তাহার ভিতরেও বহুবিধ সদ্গুণ থাকে, যাহার সদ্ব্যবহার দ্বারাই সে উত্তরোত্তর অধিকতর

গুণসম্পদে সমৃদ্ধ হইবে। অপেক্ষাকৃত ঊণগুণ ব্যক্তিকে যাহারা কাজে লাগাইতে পারে, তাহারাই নেতা হইবার যোগ্য।

কাহারও প্রতি বদ্ধমূল বিরুদ্ধ ধারণা লইয়া চলিও না। অন্যে তোমাকে হেয় করার জন্যই অত ভাল করিয়া কর্ত্তব্য-সম্পাদন করে, এইরূপ কুযুক্তি শিক্ষিত মনের পরিচায়ক নহে। তুমি একাই বিশ্বের উদ্ধার সাধন করিবে, অন্যকে তাহা করিতে দিবে না, এই সব জিদ রুগ্ন মনেই সাজে।

সর্ব্বভূতে ঈশ্বরদর্শনের চেষ্টা দ্বারা নিজের গর্ব্বান্ধতা ও অপরের সম্পর্কে হেয় ধারণা দূর কর। ঈশ্বর সর্ব্বত্র, সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্বজীবে, সর্ব্বমানবে, সর্ব্বসময়ে বিরাজিত। তিনি তোমাতেও আছেন বলিয়াই ত' তোমার পক্ষে হীন পন্থা অবলম্বন অসঙ্গত। নিজেতে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান ধ্যান করিয়া নিজেকে তুচ্ছ ঈর্ষ্যা, হীন কর্ত্তৃত্বাভিমান, নিন্দিত নীচতা হইতে মুক্ত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরি ওঁ

কলিকাতা-৬
১৫ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৩
(৩০-৬-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার অসুস্থতা কতকটা বায়ু-পিত্ত-কফাদির বৈষম্যহেতু, কতকটা

কল্পিত। নিজেকে অসুস্থ কল্পনা করিতে করিতে শরীরের স্নায়ু, শিরা, উপশিরা, তন্তু, অণু ও রেণুতে এক প্রকারের পরিবর্ত্তন আসে। ফলে কল্পনার দরুণই এক প্রকার অসুখ সৃষ্ট হইয়া যায়।

নিজেকে নীরোগ ভাবিতে ভাবিতে বা "আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতেছি" নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলীতে অন্যরূপ প্রভাব বিস্তারিত হইতে থাকে, যাহার ফলে আরোগ্য ঘটিয়া থাকে।

"আমি নীরোগ হই আর না হই, সর্ব্বাবস্থাতে আমি জগতের মঙ্গল সাধন করিব, জগৎকল্যাণই আমার জীবনের পরম ব্রত"—নিয়ত এই চিন্তা করিতে করিতে অনেক চিররুগ্নের দুঃসহ ব্যাধির ক্লেশ স্থায়ী ভাবে দূর হইয়া গিয়াছে। আমি নিজে তাহা দেখিয়াছি।

নিয়ত শরীরের প্রতি অঙ্গে মনকে ভ্রাম্যমান রাখিতে রাখিতে কেবল জগন্মঙ্গল চিন্তা করিতে থাক। ইহার ফল অমোঘ। ইহা দ্বারা অতীতের প্রভাব কাটিয়া যায়, দেহমধ্যে এক নূতন জগতের সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহার ফলে অতীতের ক্ষতিকর মোহ লুপ্ত হয়, অতীতের অনিষ্টকর প্রবণতাগুলি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়া বিনাশ পায়, অতীতের কদর্য্য স্বভাব ও পঙ্কিল আচরণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে গিয়া সরিয়া দাঁড়ায়।

রুগ্ন চক্ষুতে দীর্ঘকাল মনকে লাগাইয়া রাখিলে উহাও কম অস্বস্তি নহে। রোগ তোমার চক্ষুর কিন্তু জগৎকল্যাণকামী ভ্রাম্যমান মন চক্ষু হইতে সুরু করিয়া নানা দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিলে সেই অস্বস্তি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তোমার মন যেন এক শীতল জলের স্নিগ্ধ ধারা। এক অঙ্গ হইতে অন্য অঙ্গে ভ্রমণের কালে সে সেই অঙ্গের তাপ হরণ করিয়া

চলিতে থাকিবে। ইঞ্জিনে যদি নিয়ত শীতল জল-প্রবাহ বহান না যায়, অতিরিক্ত তাপে ইঞ্জিন ফাটে, দুর্ঘটনা ঘটে। তোমার দেহরূপ ইঞ্জিনের তপনশীল প্রতিটি অংশের মধ্য দিয়া জগন্মঙ্গলকামী মনঃপ্রবাহ স্নিগ্ধ সঙ্কল্পে চলিতে থাকিলে দুরন্ত কাম, অদম্য ক্রোধ, অসঙ্গত লোভ, দুর্ণিবার লালসা, প্রচণ্ড লৈঙ্গিক উত্তেজনা এবং অকল্পনীয় যৌন-লিপ্সা বিনা চেষ্টায় প্রশমিত হইয়া যায়।

তোমার লিঙ্গ (বা যোনি) হয়ত অসদ্‌ভাবে ব্যবহার করিয়াছ। বিবেকের জ্বালা ত' আছেই, স্মৃতির জ্বালাও জ্বালা। ন্যক্কারপূর্ণ স্মৃতি মনোব্যধিকরী, লালসাপূর্ণ স্মৃতি নূতনতর দুর্ব্বলতার সৃজনকারিণী। মনকে ঐ একটী স্থানে নিবদ্ধ রাখিয়া রাখিয়া কেবলই এই স্মৃতির সন্দীপনায় জ্বলিতে পার না। এস্থলে মনের ভ্রাম্যমাণতাকে একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়া পরিচালনা করা অশেষ-ফলপ্রদ।

আত্মসুখীর রোগের জ্বালা কদাচ কমে না। বিশ্বসুখীর রোগও যোগদ মহান্ সহায়। সকলের সুখ-সম্পাদন করিব, ইহাই যাহার পণ, রোগ তাহাকে কাবু করিবে কি করিয়া?

আমি ত' জগৎকল্যাণযজ্ঞের অতি সামান্য একটী কর্ম্মী। আমিই কি প্লুরিসির প্রলেপ বুকে বাঁধিয়া মাসের পর মাস দেশ-দেশান্তরে বক্তৃতা দিয়া বেড়াই নাই? তীব্র বুকের ব্যথার সহিত প্রবল জ্বর কি আমাকে ভ্রমণ হইতে বিরত বা ভাষণ-দান হইতে ক্ষান্ত করিতে পারিয়াছে? ঔষধ নহে, ভগবানের নাম আমাকে সুস্থ করিল। এই নামের নিত্য সহপান জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প। নাম করি কেবল আমার জন্য নয়, বিশ্বের সকলের কুশলের জন্য।

এই জন্যই আমি দীক্ষা দিবার কালে প্রত্যেকটী দীক্ষার্থীকে স্মরণ করাইয়া দেই যে, তাহার দেহ, মন, প্রাণ, আত্মা সব জগতের কল্যাণের জন্য তৈরী হইতেছে। তাহার হাত, পা, চোখ, নাক, কাণ সব জগতের কল্যাণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার মুখ, বুক, পেট, পিঠ, গুপ্তাঙ্গ, নিতম্ব, সবকিছু জগতের কল্যাণের জন্য তৈরী হইতেছে। তাহার হৃৎস্পন্দন জগতের কল্যাণের জন্য, তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস জগতের কল্যাণের জন্য। এমনকি, সে যে আমার কাছে সাধন-দীক্ষা গ্রহণ করিতেছে, তাহাও তাহার একার মুক্তির জন্য নয়, নিখিল বিশ্বের সকলের মুক্তির জন্য। অখণ্ডের নিকটে একক মুক্তি নিতান্তই অর্থহীন ব্যাপার, বিশ্বের সকলকে লইয়া মুক্তির স্বাদ গ্রহণই তাহার পক্ষে পরমকামনীয় এবং পরমসুখপ্রদ।

তোমাকেও বাবা জগন্মঙ্গল সঙ্কল্পের কথা বলিতে আমার ভুল হয় নাই। তবে তুমি রোগের বিভীষিকায় এমন বিকারগ্রস্ত কেন হইবে?

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরি ওঁ

কলিকাতা-৬

১৫ই আষাঢ়, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বশক্তি দিয়া সঙ্ঘের ঐক্য ও কর্ম্মশীলতা বজায় রাখিতে চেষ্টা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিও। কাজ করিলে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হইলে না, ইহা ভুল। কারণ, একতাহীনদের কাজ কম হইবে। অস্থায়ী হইবে সে কাজটুকুর ফল। ঐক্যবদ্ধ হইলে কিন্তু কাজ করিলে না, ইহাও ভুল। কারণ, স্থবির হইয়া বসিয়া থাকিবার জন্য যে ঐক্য, তাহা ঐক্যই নহে।

তোমরা তোমাদের সকল মতভেদ, মনোভেদ, বুদ্ধিভেদ ও আত্মভেদ ভুলিয়া প্রতি জনে একই কার্য্যে লাগ। পারিবারিক, সাংঘিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক সর্ব্ববিধ কাজের মধ্য হইতে প্রাণপণ যত্নে মনোমালিন্য দুর করিয়া চলিবার চেষ্টা কর। দেখিও,কত অল্প সময়ে কত অধিক কাজ করিতে তোমরা সমর্থ হও।

ঐক্যের যাহা আনন্দ, তাহার রসাস্বাদন হয় প্রেমে। ঐক্য যেন একখণ্ড মিশ্রি, তাহা সুমিষ্ট হইলেও কঠিন। কিন্তু প্রেম যেন ঐ মিশ্রিখণ্ডের চতুর্দ্দিক ম্রক্ষিত করিয়া বিরাজমান বিগলিত মধু। শুধু ঐক্য অনেক সময়ে রূঢ়। কিন্তু প্রেমযুক্ত ঐক্য যেন মধুমাখান মিশ্রি। মিশ্রির রসাস্বাদন একটু বিলম্বে হয়, কিন্তু মধুর রসাস্বাদন রসনা-স্পর্শের সাথে সাথে।

সম্প্রীতি ও আত্মীয়তা বর্দ্ধনের জন্যই সঙ্ঘবদ্ধতা। একজন আর একজনের প্রেমপাশ ছিঁড়িয়া ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া পড়িয়া কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় না অকূলে পড়ে, তাহারই জন্য সঙ্ঘ, সমিতি, সম্প্রদায়। সঙ্ঘবদ্ধতা গুণ্ডামির জন্য নহে, বাগ্‌বিতণ্ডা জমাইবার জন্য নহে, ঝগড়া-কলহের তিক্ত-কটু-কষায় রস আস্বাদনের জন্য নহে। ভেদ-বিচ্ছেদ কমাইবার জন্যই ঐক্য-সাধনের প্রচেষ্টা, মনোবিবাদ বাড়াইবার জন্য নহে। সঙ্ঘ বল আর মণ্ডলী বল, ঐক্যের যদি সহায়ক না হইল, তবে তাহা অসার্থক।

ব্যক্তিত্বাভিমান বিসর্জ্জন দাও। তোমার জীবন দশের জন্য। তুমি ত' দীক্ষা গ্রহণ মাত্র জগৎকল্যাণ কর্ম্মে উৎসর্গীকৃত। আমি ত' দল বাড়াইবার জন্য তোমাদিগকে শিষ্য করি নাই। লোকমান নহে, যশঃ-প্রতিষ্ঠা নহে, অর্থোপার্জ্জন নহে, নিজ পূজার প্রবর্ত্তন নহে,—তোমাদিগকে শিষ্য রূপে গ্রহণ করার পশ্চাতে আমার একটী মাত্রই কামনা। তাহা হইতেছে জগৎকল্যাণ।

সমস্ত মনঃপ্রাণ জগৎকল্যাণে অর্পণ কর। তাহা হইলে দেহ আপনা আপনি জগৎকল্যাণে প্রবর্ত্তিত হইবে। ধ্যান জমাও জগৎকল্যাণ, জপ জমাও জগৎকল্যাণ, আশা হউক জগৎকল্যাণ, আকাঙ্ক্ষা হউক জগৎকল্যাণ। জগৎকল্যাণ হউক তোমার জাগ্রতের স্বপ্ন এবং স্বপ্নের জাগরণ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরি ওঁ

কলিকাতা-৬
২৮শে আষাঢ়, বুধবার ১৩৭৩
(১৩-৭-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পারিবারিক অশান্তির কথা জানিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, এই অশান্তি দূর হউক।

প্রাণপণে তুমি দাম্পত্য শান্তি রক্ষার চেষ্টা পাইও। যে গৃহে স্বামী ও স্ত্রীর মনের পূর্ণ একতা নাই, সেখানেই বাহিরের লোকে অশান্তির সৃষ্টি করে।

স্বামী ও পত্নীর মধ্যে সুগভীর ঐক্য ও প্রীতি সংস্থাপনের উপায় কি, তাহা আমি অনেকবার তোমাদের বলিয়াছি। *শারীরিক মিলনের দ্বারা এক শ্রেণীর ঐক্য ও প্রীতি জন্মে, যাহা সংসারীর পক্ষে লোভনীয় হইলেও, নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী ঐক্য ও অবিনশ্বর সম্প্রীতি একমাত্র মানসিক ও আধ্যাত্মিক উপায় সমূহের দ্বারাই লব্ধ হয়। সেই সকল অনবদ্য উপায়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিয়া যাইতে হয়। উপপত্তিগত পাণ্ডিত্য দ্বারা তাহা কদাচ লাভ করা যায় না।

বিবাহ করিয়া কেহ হয় অর্দ্ধেক, কেহ হয় দ্বিগুণ। স্বামী ও পত্নীতে সাত্ত্বিক মিলন থাকিলে দুই জনের শক্তিতে তাহারা চারি জনের কাজ করিতে পারে। প্রাচীনেরা এইরূপ বিবাহই চাহিয়াছিলেন। একাকী সংসারে চলা অনেকের পক্ষেই দুষ্কর, তাই একটী সঙ্গী বা সঙ্গিনী সংগ্রহ করিয়া বিবাহিত হইতে হয়। ইহার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের একটা দিক্ আছে, শারীরিক প্রয়োজনের দাবীও আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রয়োজনটাই যে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়, এ কথা কেহ ভাবে না। ভাবে না বলিয়াই বিবাহিত জীবনটা অতি নচ্ছারের পর্য্যায়ে গিয়া ঠেকিয়াছে।

বিবাহ করিয়া যাহারা পরস্পর কেবল কলহই করে, জীবনের কোনও দিকেই তাহাদের কোনও প্রগতি হয় না। ঝগড়া করিবে না অধ্যয়ন করিবে? কলহ নিয়া মত্ত থাকিলে অন্য পাঁচটা আত্মগঠনমূলক ভাল

* বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য, সধবার সংযম ও বিবাহিতের জীবন-সাধনা দ্রষ্টব্য।

কাজ করিবার অবসর পাওয়া যায় না। কত উজ্জ্বলজ্যোতি দম্পতি কলহের কবলে পড়িয়া যে ক্ষীণায়ু উল্কার মত ছাই হইয়া গেল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অবিরাম পরমেশ্বরের নাম কর। একজন অপর জনকে সন্দেহ করা ছাড়িয়া দাও। একজন অপর জনের আত্মসম্মান-জ্ঞানকে শ্রদ্ধা কর। একজন আর একজনের ধিকৃত অতীতকে ভুলিয়া যাও। তোমরা তোমাদের বর্ত্তমান জীবনটীকে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সম্মানের রক্ষক ও রক্ষিকা হও।

পত্নীর পক্ষে পতিনিন্দা এবং পতির পক্ষে পত্নীনিন্দা সমান দোষের জানিও। যদি ইহাদের মধ্যে একজন সত্য সত্যই নিন্দনীয় হইয়া থাকে, অন্তরের নিষ্কাম, নিষ্কলুষ, অনবদ্য, অনাবিল, অকপট ও সুগভীর প্রেমের দ্বারা তাহার সংশোধন কর। যাহাকে জীবনের নিত্যসঙ্গী করিয়া চলিতে হইবে, তাহাকে দিব্য ভাবের উন্মাদনায় অধীর কর। সংসারের তুচ্ছ সুখ আর তুচ্ছ মান-অভিমান অপেক্ষা অনেক বড় জিনিষ তোমাদের আস্বাদন করিবার রহিয়াছে। ক্ষীর ও সন্দেশ সম্মুখে থাকিতে পচা-খচা বাজে জিনিষের প্রতি লোভ কেন?

আর এক ঘণ্টার মধ্যে শিয়ালদহে পাঠানকোট এক্সপ্রেস ধরিব। গভীর রাত্রিতে বারাণসী পৌঁছিব, এজন্য তোমার প্রয়োজনীয় সবগুলি কথা লিখিতে পারিলাম না। পরে লিখিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরি ওঁ বারাণসী

২৯শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার ১৩৭৩
(১৪-৭-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার নিকটে লিখিত এই পত্রের একটা অনুলিপি...........(স্থানে) শ্রীমান্.............এর নিকটও পাঠাইতেছি। কারণ, তোমাদের দুই জনের সমস্যা পরস্পর-বিপরীত হইলেও সমাধান এক।

দিন নাই, ক্ষণ নাই, বার নাই, তিথি নাই, অবিরাম একটী স্ত্রীলোকের দেহের উপরে তার স্বামীর যৌন উৎপীড়ন চলিলে, সে বিদ্রোহী হয়। ফল অশান্তি।

ঈশ্বরপ্রণীত স্বাভাবিক নিয়মকে লঙ্ঘন করিয়া নরনারীর মিলনের মধ্যখানে আবার কতকগুলি যান্ত্রিক কৃত্রিমতার সমাবেশ করিয়া ভাবী শিশুর আবির্ভাব রূপ আপদ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অমানুষিক চেষ্টা করিলে তাহাও অন্তরের শোভন সুন্দরতা-বোধের উপরে রূঢ় আঘাত করে, যাহার পরিণাম-ফল হয় স্ত্রীর মানসিক ব্যাধি, নয় তাহার বিদ্রোহ। ইহারও ফল অশান্তি।

তোমরা প্রাণপণ যত্নে এই উভয় অশান্তি হইতে নিজেদিগকে সম্পূর্ণতঃ মুক্ত রাখ।

ভোগ-সর্ব্বস্ব নিতান্ত সাধারণ চরিত্রের মানুষগুলি রাজনৈতিক

দলবাজির সফলতার দরুণ দেশের অগণিত নরনারীর অন্ন, বস্ত্র, ভবিষ্যৎ ও বংশাবলির উপরে ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার পাইয়া নিজেদের কৃত্রিম চরিত্রের মুখস টানিয়া খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং যে-বিষয়ের জ্ঞান-বিতরণ অতীব ধীরতার সহিত সঙ্গোপনে করা প্রয়োজন, তাহাকে, এমন কি সিনেমার ফিল্‌মে পর্য্যন্ত প্রদর্শন করিতেছে। একটা দেবজাতি একটা পশুজাতির সংস্কার অর্জ্জনের মুখে চলিয়াছে। দুগ্ধপোষ্য শিশু এমন জিনিষ্ টক্ করিয়া ধরিয়া নিতেছে, যাহা পূর্ণ বয়স পাইবার পরে সে বুঝিলে হয়ত দোষ ছিল না।

এই নক্কারজনক আবহাওয়ার প্রতীকার-মানসে তোমাদের সকলকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে,—"যাউক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গোল্লায়, তবু আমরা আদর্শচ্যুত হইব না।"

জন্মসংখ্যা-হ্রাস একটা অভাবনীয় ব্যাপার নহে। সংযম পালনে তাহা সম্ভব, আমার সন্তানদের মধ্যে শত শত দম্পতী তাহা পালন করিতেছে। ভগবৎকৃপা তাহাদিগকে সেই শক্তি দিতেছে। সেই কৃপা তোমাদের প্রতিজনের জীবনে যাহাতে জাগ্রত হয়, তাহা তোমরা কর।

উপায় খুব কঠিন নহে। কিন্তু উপায়টীকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। সহজ উপায় বলিয়াই তোমরা ঐটীকে বড় কঠিন মনে কর। উপায় হইতেছে ভগবানের নামাশ্রয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৯)

বারাণসী

হরি ওঁ

৩১শে আষাঢ়, শনিবার ১৩৭৩

(১৬-৭-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি ও প্রেমাঞ্জন ৮ই শ্রাবণ দানাপুর যাইব, ৯ই শ্রাবণ পাটনা।
সাধনা ও স্নেহময় ৯ই শ্রাবণ বারাণসী হইতে সোজা পাটনা যাইবে,
আমরা দানাপুরে তাহাদের কামরায় উঠিব। প্রত্যেকেই আমরা নানা
রকম কাজে আকণ্ঠ নিমগ্ন, একসঙ্গে একই স্থানে যাইব, তাহার ব্যবস্থা
পর্য্যন্ত সম্ভব নহে। ইহার মধ্যে স্নেহময়ের আবার বাঁ হাতটী ভাঙ্গিয়াছে।

স্নেহময় ইতিমধ্যে পাটনা গিয়া পাটনা হইতে ধানবাদ পর্য্যন্ত আমার,
সাধনা ও অঞ্জনের টিকিট কাটিয়া বার্থ রিজার্ভ করিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ
পাটনা যে-দিন বিকাল বেলা পৌঁছিব সহরের দূরবর্ত্তী এক প্রান্তে, বিশেষ
জরুরী কাজ সারিয়া সেই দিনই রাত্রি ৯টা ৫০-এ পাটনা ছাড়িব রাঁচি
এক্‌স্‌প্রেসে। কাজ,—কাজ,—কাজ, কেবল কাজ। কিসের কাজ?
তোমাদের সকলের জন্য কাজ, সকলের মঙ্গলার্থে কাজ। একাকী
একজনের জন্য কাজ হইলে দুদিন দুঘণ্টা জিরাইবার সময় নিশ্চয়ই
মিলিত। সকলের কাজ বলিয়াই বিশ্রাম নিবার কথা মনেও আসিতেছে
না।

কিন্তু আমিই একা কাজ করিলে ত' হইবে না! অথবা আমার
পার্শ্বচরগণই কাজের চাপে নিষ্পেষিত হইলে ত' চলিবে না! একাজের

জোয়াল যে তোমাদের প্রতি জনের কাঁধে নিতে হইবে। সে জন্য কে
কোথায় অগ্রসর হইতেছ, তাহা যে আমি শুনিতে চাহি।

তিনটা দিনও পার হয় নাই যে বারাণসী আসিয়াছি। ইহার মধ্যে
তিন শতের উপরে পত্রোত্তর দিয়াছি। একদিকে সমর্পণকে পত্র বলিয়া
দিতেছি, সে লিখিতেছে, অন্যদিকে যুগপৎ নিজেও অন্যের নিকটে সম্পূর্ণ
অন্য বিষয়ে স্তরের পর স্তরে হস্তাক্ষর সাজাইয়া যাইতেছি। দ্রুতগতিতে
বোম্বাই মেইল আর দিল্লী মেইল সমান্তরাল লৌহবর্ত্ম দিয়া চলিয়াছে।
তবু কি মুলতুবী চিঠির শেষ হয়?

এত চিঠি না লিখিয়া তোমরা একটু একটু করিয়া "তদুপাসনং
তৎপ্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ" কর। প্রত্যহ নিবিষ্ট মনে উপাসনায় বস। উপাসনা-
কালে আমার বাণী শুনিতে পাইবে। প্রত্যহ অল্প করিয়া হইলেও আমার
প্রীতিজনক কার্য্য কর, আমাকে সঙ্গের সঙ্গী, পথের সাথী, নিতান্ত সন্নিকটস্থ
আপনার জন রূপে পাইবে। আমাকে বুকের মাঝে পাইবার সদুপায়
হাতের কাছে থাকিতে কেন তোমরা ঝুড়ি-বোঝাই পত্র লেখ? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

দানাপুর

হরি ওঁ

৯ই শ্রাবণ, সোমবার ১৩৭৩

(২৫-৭-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

(২৯)

হরি ওঁ

বারাণসী
৩১শে আষাঢ়, শনিবার ১৩৭৩
(১৬-৭-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি ও প্রেমাঞ্জন ৮ই শ্রাবণ দানাপুর যাইব, ৯ই শ্রাবণ পাটনা। সাধনা ও স্নেহময় ৯ই শ্রাবণ বারাণসী হইতে সোজা পাটনা যাইবে, আমরা দানাপুরে তাহাদের কামরায় উঠিব। প্রত্যেকেই আমরা নানা রকম কাজে আকণ্ঠ নিমগ্ন, একসঙ্গে একই স্থানে যাইব, তাহার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সম্ভব নহে। ইহার মধ্যে স্নেহময়ের আবার বাঁ হাতটী ভাঙ্গিয়াছে। স্নেহময় ইতিমধ্যে পাটনা গিয়া পাটনা হইতে ধানবাদ পর্য্যন্ত আমার, সাধনা ও অঞ্জনের টিকিট কাটিয়া বার্থ রিজার্ভ করিয়া আসিয়াছে। অর্থাৎ পাটনা যে-দিন বিকাল বেলা পৌঁছিব সহরের দূরবর্ত্তী এক প্রান্তে, বিশেষ জরুরী কাজ সারিয়া সেই দিনই রাত্রি ৯টা ৫০-এ পাটনা ছাড়িব রাঁচি এক্‌স্‌প্রেসে। কাজ,—কাজ,—কাজ, কেবল কাজ। কিসের কাজ? তোমাদের সকলের জন্য কাজ, সকলের মঙ্গলার্থে কাজ। একাকী একজনের জন্য কাজ হইলে দুদিন দুঘণ্টা জিরাইবার সময় নিশ্চয়ই মিলিত। সকলের কাজ বলিয়াই বিশ্রাম নিবার কথা মনেও আসিতেছে না।

কিন্তু আমিই একা কাজ করিলে ত' হইবে না! অথবা আমার পার্শ্বচরগণই কাজের চাপে নিষ্পেষিত হইলে ত' চলিবে না! একাজের

জোয়াল যে তোমাদের প্রতি জনের কাঁধে নিতে হইবে। সে জন্য কে কোথায় অগ্রসর হইতেছ, তাহা যে আমি শুনিতে চাহি।

তিনটা দিনও পার হয় নাই যে বারাণসী আসিয়াছি। ইহার মধ্যে তিন শতের উপরে পত্রোত্তর দিয়াছি। একদিকে সমর্পণকে পত্র বলিয়া দিতেছি, সে লিখিতেছে, অন্যদিকে যুগপৎ নিজেও অন্যের নিকটে সম্পূর্ণ অন্য বিষয়ে স্তরের পর স্তরে হস্তাক্ষর সাজাইয়া যাইতেছি। দ্রুতগতিতে বোম্বাই মেইল আর দিল্লী মেইল সমান্তরাল লৌহবর্ত্ম দিয়া চলিয়াছে। তবু কি মুলতুবী চিঠির শেষ হয়?

এত চিঠি না লিখিয়া তোমরা একটু একটু করিয়া "তদুপাসনং তৎপ্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ" কর। প্রত্যহ নিবিষ্ট মনে উপাসনায় বস। উপাসনা-কালে আমার বাণী শুনিতে পাইবে। প্রত্যহ অল্প করিয়া হইলেও আমার প্রীতিজনক কার্য্য কর, আমাকে সঙ্গের সঙ্গী, পথের সাথী, নিতান্ত সন্নিকটস্থ আপনার জন রূপে পাইবে। আমাকে বুকের মাঝে পাইবার সদুপায় হাতের কাছে থাকিতে কেন তোমরা ঝুড়ি-বোঝাই পত্র লেখ? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরি ওঁ

দানাপুর
৯ই শ্রাবণ, সোমবার ১৩৭৩
(২৫-৭-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল সন্ধ্যাকালটা এখানে বড় আনন্দে কাটাইয়াছি। বাহিরের জনতার ভিড় জমিতে পারে নাই, মাত্র আগ্রহী কয়েকটী ছেলেমেয়ে সমবেত উপাসনার সুর শিখিতে একত্র হইয়াছিল। কাহারো হয়ত স্তোত্র মুখস্থ নাই, কাহারো হয়ত কণ্ঠে নাই সুর, তবু তাহারা প্রাণপণে তালিম দিয়াছে। আমার কেবলই মনে হইয়াছে, সকল কাজ ছাড়িয়া দিয়া যদি শুধু সুর শিখাইবার কাজেই লাগিয়া থাকিতে পারিতাম! সমবেত উপাসনার মধ্য দিয়া জগতে এক অভাবনীয় মহাশক্তির আবির্ভাব ঘটিবে। এই জিনিষটীকে ত' উপেক্ষা করা চলে না।

তোমরা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যের প্রচারে লাগিয়া যাও। কৃত্রিম জন্মশাসনে লব্ধপ্রবেশ কতিপয় অপরিণামদর্শী পুরুষ বা নারী তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য-আন্দোলনকে নিতান্তই উপহাসের সামগ্রী বলিয়া মনে করিতে বা ব্যাখ্যা করিতে পারে কিন্তু স্বামি-স্ত্রীর নৈসর্গিক সম্পর্কের মাঝখানে কৃত্রিম বস্তুর সংযোজনকে যাহারা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে পারে নাই, তাহাদের মতামতকে তোমরা কোনও মূল্যই দিও না। ইহারা পথভ্রষ্ট ভ্রান্ত পথিক, ইহারা কাহাকেও প্রকৃত পন্থা প্রদর্শনে সমর্থ নহে। কিন্তু আসল বিপদ হইতেছে এই যে, ইহারা ব্যক্তিগত ভাবে এক এক জনে যে অনেক অতি সাধারণ লোকের চাইতেও হেয়, এই কথাটা জনসাধারণ জানে না। ইহাদের পদ ও পদবী দেখিয়া, ইহাদের প্রতিষ্ঠা ও উপাধিতে চোখ-ধাঁধান জৌলুষ দেখিয়া সকলে মনে করিয়া বসিতেছে, অমন লোকে যখন বলিতেছেন, তখন এই মতই অকাট্য সত্য।

কৌশল-বিশেষের সহায়তায় বা দলগত-রাজনীতির কসরৎ করিয়া কেহ দৈবাৎ রাষ্ট্রমধ্যে শক্তিধর হইয়াছে বলিয়াই মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায়ও

সে একটা অসাধারণ ব্যক্তি হইবেই, এই ভ্রান্ত ধারণা যেন তোমাদের একজনের মনেও না থাকে। প্রাচীন ঋষিরা ব্রহ্মচর্য্যের যে বীর্য্যবাণী তোমাদের জন্য বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই বাণী, সেই মন্ত্র, সেই ব্রত, সেই সঙ্কল্প তোমাদের উন্নত জীবনের পাথেয় হউক।

একদা আমি যখন গ্রামের পর গ্রাম আর সহরের পর সহর ব্রহ্মচর্য্যের বক্তৃতা দিয়া চষিয়া বেড়াইয়াছি, তখন একদল লোককে বলিতে শুনিয়াছি,—"কেন আপনি এমন বিষয়গুলি আপনার ভাষণে বলেন, যাহা জানিবার ফলে তরুণদের অবৈধ কৌতূহল জাগে?" অর্থাৎ ইঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের প্রচার চাহেন না। আজ এই সকল সমালোচকেরা কোথায়? আজ যে সকল বিষয় সিনেমার সাহায্যে পর্য্যন্ত সরকারী প্রচার-যন্ত্র প্রচার করিয়া যাইতেছে, তাহা ত' অনূঢ়া তরুণীদিগকেও পাপ করিয়া পাপ গোপন করিবার বিদ্যা শিখাইতেছে। আর, এমন কদর্য্য প্রচারকে নাম দেওয়া হইতেছে, দেশের সেবা। ইহার অপেক্ষা অশ্চর্য্যতর ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

দেশের এই অপসেবার বিরুদ্ধে মূর্ত্তিমান বিদ্রোহের ন্যায় তোমরা প্রতিজনে উন্নত মস্তকে আজ দণ্ডায়মান হও। কতকগুলি নীতিভ্রষ্ট আদর্শহীন বুদ্ধিজীবীর হাতে পড়িয়া এই সুমহান জাতিকে আমরা উচ্ছন্নে যাইতে দিব না। প্রাচীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহিমা, শ্রেষ্ঠ পৌরুষ, শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তগুলিকে আমরা আমাদের জীবনব্যাপী শ্রমের দ্বারা ভবিষ্যতের বুকে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়া যাইব। আমাদের ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের প্রয়াসের মধ্যে যেন কোথাও কোনও সঙ্কোচ, কোনও কুণ্ঠা, কোনও দুর্ব্বলতা না

থাকে। আমাদের আচরণে যেন ভীরুতার, কাপুরুষতার, অলসতার কোনও অপবাদ না আসিতে পারে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
মঙ্গলবার, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৭৩
(২৬-৭-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমাকে পত্র দেওয়ার প্রয়োজন নাই। তোমাদের পত্র পড়িতে আমি ভালবাসি, তথাপি নাই। অন্তরের কথা মনে মনে বলিলে কখনও কখনও আমি যে তাহা দূর-দূরান্তর হইতে জানিতে বুঝিতে পারি, এই বিশ্বাস তোমাদের থাকা ভাল। আমি কোনও অলৌকিক শক্তির দাবী করিতেছি না। যেটুকু শক্তি প্রায় অধিকাংশ স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে আছে, আমি মাত্র ততটুকুরই দাবী করিতেছি। কিন্তু বিশ্বাস করিতে আমি তোমাদিগকে বাধ্য করিতে চাহি না। বিশ্বাস করিতে পারিলে তোমাদের পক্ষে ভাল, আমি মাত্র এইটুকুই বলিতেছি।

আমাকে পত্র দেওয়ার জন্য বিব্রত হওয়ার দরকার দেখি না। আমার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করা তোমাদের প্রয়োজন। মণ্ডলীর ভিতর ঐক্য রক্ষা কর। নূতন নূতন লোকদিগকে মণ্ডলীর সহিত ঘনিষ্ঠ কর, বিশ্বের

সকলের সহিত আত্মীয়তা-বন্ধনের সহায়িকারূপে মণ্ডলীকে তোমরা গ্রহণ কর। পাঠ-কীর্ত্তন-উপাসনাদি নিয়মিত ভাবে করিতে থাক। উপাসনার মধ্য দিয়া সকলের সহিত নিবিড় আত্মীয়তা স্থাপন কর।—আমি ইহাই চাহি।

তোমার ব্যক্তিগত সাধারণ উপাসনার সময়ে আমি তোমার ভ্রূমধ্যে থাকি। সমবেত উপাসনার সময়ে আমি তোমার ভ্রূমধ্যেও থাকি, আবার সকলের সম্মুখে অবস্থিত আসন-খানাতেও উপাসনা-নিরত হইয়া অবস্থান করি। ব্যক্তিগত উপাসনা কালে আমি তোমাদের নিত্য সাথী এবং তোমা হইতে এক ইঞ্চির একলক্ষাংশও দূরে নহি। সমবেত উপাসনা কালে আমি তোমার নিত্যসাথী হইয়াই ত' রহিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে আবার সকলের পুরোভাগে উপবিষ্টাবস্থায় আমি তোমাদের সমসাধক।

আমি কেন তোমাদের নিত্যসাথী, আবার কেন তোমাদের সমসাধক, এই কথাটী তোমাদের ভাবিবার প্রয়োজন আছে। "জয় জয় ব্রহ্ম পরাৎপর" বলিয়া যাঁহার স্তোত্রকীর্ত্তন করিতেছ, আমি তাঁহার সঙ্গে এক এবং অভেদ। আমি তোমার নিত্যসাথী থাকিলে তোমাদেরও তাঁহার সঙ্গে এক এবং অভেদ হইবার পথ অতি সহজে সুগম হইবে। কর্ম্মের কৌশলের নাম যোগ। ইহা কর্ম্মের একটী সুকৌশল। অনেক শ্রম করিয়া যাহা করা যায় না, সাধারণ একটু শ্রম করিয়া তাহা করিতে পারার কায়দার নাম কৌশল।

আবার আমি যদি সমবেত উপাসনার আসরে তোমাদের সমসাধক না হইয়া তোমাদের পূজার বিগ্রহ হই, তাহা হইলে আমি যে-ভাবে

ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদন করিয়াছি, তাহা হইতে তোমরা বঞ্চিত হইবে। সুতরাং তোমাদের নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য নিজেকে তোমাদের পূজার আসন হইতে সরাইয়া দিলে আমি লাভবান হই। গুরুকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়া নানাযুগে বহু শিষ্য অশেষ আনন্দরস আস্বাদন করিয়াছেন। উহা ব্রহ্মানন্দরস হইতে গুরুতর ভাবে কোনও আলাদা বস্তু নহে। বিশেষ করিয়া শক্তিশালী, প্রভাববান এবং প্রতিভান্বিত গুরুরা সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ঈশ্বরকল্প কিংবা অবতাররূপে প্রপূজিত হইয়া অনেকের অন্তরের আধ্যাত্মিক স্পন্দনকে বর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইহার ব্যক্তিগত শুভফল যাহাই হউক, জাতিগত শুভফল, রাষ্ট্রিক শুভফল এবং সামাজিক শুভফল কোথাও পরিলক্ষিত হইয়াছে কি না, সন্দেহস্থল। যখন আমার গুরু, তোমার গুরু, রামের গুরু, শ্যামের গুরু, সকলের গুরুই একই গুরু, তখন গুরুর প্রতি নিঃশেষ আনুগত্য এবং ভক্তি ও ভজনা সুনিশ্চিতই সামুহিক কোনও সুফল প্রসব করিতে পারিয়াছে। কিন্তু যখন আমার গুরুটী বিশেষ আর তোমার গুরুটী ইতর, যখন আমার গুরুটী সাক্ষাৎ ঈশ্বর এবং তোমার গুরুটী ভক্ত মাত্র, যখন আমার গুরুটী জগৎপাবন আর তোমার গুরুটী একটী গাধাবোট, তখন তোমার, আমার, রামের, শ্যামের নিজ নিজ ব্যক্তিগত গুরুর প্রতি উপাস্য-ভাবের চরম অনুশীলনও সামুহিক কোনও জাতীয় কল্যাণ বা সমাজের কোনও সর্ব্বসামান্য (Common) কুশল সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। এ ভাবে অনেক শক্তিমান, ধীমান, প্রকৃত বলবান, মহান গুরুর শিক্ষাও জাতীয় শক্তিবর্দ্ধনে অক্ষম হইয়াছে। তোমরা যখন আমাকে ভালই বাস, তখন তোমাদের সহিত সমবেত উপাসনায় সমসাধক রূপে বসিতে আমার পরিতৃপ্তির যমুনায় উজান বহিতে বাধা

রহিল কোথায়? আমি সহজ মানুষ, সরল মানুষ। অনাড়ম্বর ভাবে আমি আমার শিষ্যদের সহিত মিশিতে চাহি। পূজ্য হইয়া নহে, তাহাদের অন্তরের অন্তর হইয়া তাহাদের সঙ্গে থাকিতে চাহি। আমি নিতান্ত স্বাভাবিক মানুষ বলিয়াই আমার ভিতরে এই অতি স্বাভাবিক লালসাটী উপজাত হইতে পারিয়াছে। হাওড়া জেলার আব্দুল মতলেব দীক্ষা নিতে বসিল, আমি তাহার নাম রাখিলাম মহম্মদ স্বরূপানন্দ। অনুভূতির উন্নততম স্তরে গুরু এবং শিষ্য উভয়ে মিলিয়া এক, অভিন্ন, অভেদ-পরমাত্মা। কিঞ্চিন্নিম্নতর অবস্থায় আমি তোমাদের উপাস্য না হইয়া নিত্যসাথী হইলাম। ইহা আমার খোশখেয়ালের অভিরুচি। জাগ্রতে আমি তোমার সঙ্গী থাকিব, নিদ্রাতেও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না। কর্ম্মে, বিশ্রামে, সংগ্রামে, অবসরে, বাক্যে, চিন্তায় সর্ব্বদা আমি তোমার নিকটসাথী।

পত্রখানা একবার পড়িও, দশবার পড়িও, শতবার পড়িও। কথাগুলি সহজ কিন্তু সহজ কথাই বুঝিতে সব চাইতে বেশী কষ্ট। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর,
১০ই শ্রাবণ, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

দেশব্যাপী এই বিষাদের সময়ে আমার অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদের তোমাদের বিশেষ প্রয়োজন। হতাশার সময়ে আমি তোমাদের মধ্যে শক্তিসঞ্চার না করিলে আর কে করিবে?

কিন্তু তোমরা আমার কথার অর্থ বুঝিতে পার না। তোমরা বুঝিয়া বসিয়া আছ যে, আমার পত্রখানা পাইয়া উহাকে প্রণাম করিলেই কাজ ফুরাইল। আমার চিঠি পাওয়া আজকাল তোমাদের পক্ষে খুব কঠিন। কেননা, তোমরা সংখ্যায় যেরূপ দ্রুত গতিতে বাড়িতেছ, আমার পত্র-লিখনাবসর তদনুপাতে বাড়ে নাই। সুতরাং পত্র একখানা পাইলে তত্ত্বাবোচিত কর্ম্ম দ্বারা তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতে হইবে।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এবং রাষ্ট্রকর্ণধারদের অযোগ্যতা দেশে নিত্য নূতন ক্লেশ সৃষ্টি করিতেছে। তোমাদিগকে ইহার মধ্যেই নিজেদের লক্ষ্যে স্থির থাকিবার অনুশীলন করিতে হইবে। গুরুবাক্য শ্রবণ মাত্র পালন করিতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক যেমন করিয়া সেনাধ্যক্ষের আদেশ পাওয়া মাত্র তিলাংশ সময় বিচার-বিবেচনায় নষ্ট না করিয়া ঝম্প দিয়া অস্ত্রহস্তে মৃত্যুর বুকে লাফাইয়া পড়ে, হয় মরিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইবার জন্য, নয় বাঁচিয়া দিগ্বিজয় লাভের জন্য, তোমাদিগকেও তেমন হইতে হইবে। কথা, কথা আর কথা,—ইহা দ্বারা কেহ কখনও অভ্যুদয় লাভ করে নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

বুধবার, ১১ই শ্রাবণ, ১৩৭৩

(২৭-৭-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের সহরটায় তোমরা বহু কৃতবিদ্য ও বুদ্ধিমান অখণ্ড আছ। কিন্তু তোমরা অখণ্ড-আদর্শের অনুকূলে একটা বিপুল এবং অলঙ্ঘনীয় সাড়া জাগাইতে পার নাই। ইহার এক কারণ এই যে, সহর-মাত্রই বহির্ম্মুখ। অপর কারণ এই যে, তোমরা সাধারণ লোকগুলিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা কর নাই। অথচ সাধারণ লোকদের সহায়তাতেই জগতের অধিকাংশ অসাধারণ কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। চাপরাশী, আরদালী, দপ্তরী, পিয়ন, রিক্সাচালক, মোটরচালক, ঠেলাগাড়িওয়ালা, কাগজ-ফেরিওয়ালা, রুটি-বিক্রেতা, শাকসব্জী-বিক্রেতা, চানাচুরওয়ালা বা চিনে-বাদামভাজা-বিক্রেতা প্রভৃতি সাধারণ লোকদের মধ্যে তোমরা ঢুকিতে চাহ নাই। কিন্তু দেখা গিয়াছে, নেতার আদেশ পালনে বা গুরুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিতে ইহারাই সর্ব্বদা সব চাইতে দৃঢ়চেতা সাধক। ইহাদিগকে হারাইয়া তোমরা মূল্যবান্ জিনিষ হারাইতেছ।

ঐ তুচ্ছ, নগণ্য, অতীব দরিদ্র, দীনাতিদীন মুটে, মজুর, অজ্ঞান অশিক্ষিতদের মধ্যে যাও। যাহার গৃহ-সন্নিকটে যে দরিদ্র নিরাশ্রয় ভরসাহীন ক্ষুদ্র ব্যক্তিটী আছে, সে তাহার কাছে উপস্থিত হইয়া বল,—"আমি অমৃত লইয়া আসিয়াছি, তোমরা প্রাণ ভরিয়া পান কর।"

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

ছোট-বড় প্রত্যেকটী লোককে তাহার জৈব স্বভাবের উপরে টানিয়া তুলিতে হইবে। আহার নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন,—এই চারিটি মাত্র ক্রিয়াকেই যাহারা জীবনের চূড়ান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়াছ, তাহাদের মনকে সেই পটুতায় মণ্ডিত করিতে হইবে, যাহা থাকিলে জগৎকল্যাণকল্পে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, নিদ্রা প্রভৃতিকে জয় করা যায়, ভয়কে পদতলে চাপিয়া রাখিয়া জীবনের পথ চলা যায়, ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে হাতের মুঠির মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া প্রয়োজন বুঝিয়া প্রয়োগ করা যায়। এসকল কোনও অসাধ্য কার্য্য নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী

বৃহস্পতিবার, ১২ই শ্রাবণ, ১৩৭৩

(২৮-৭-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি যে মামলায় হারিয়া গেলে, ইহাতে আমি খুবই ব্যথিত। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, মামলার বিচার হয় আইনের পয়েণ্ট লইয়া। তোমার উকিল তোমার অনুকূলে পয়েণ্ট নাই দেখিয়াও কি তোমাকে মামলা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন? মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে সাধু-সন্ন্যাসীদের কি করিবার আছে? কি হইলে ভূমির উপর কাহার ন্যায্য

অধিকার হয়, কি হইলে তাহা হয় না, এই কথাগুলি কি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের জানা থাকার কথা? ভূমির উপর যদি তোমার অধিকারের পয়েণ্ট থাকে, তবেই তোমার মামলা-মোকদ্দমা চালান উচিত।

পিতার বিরুদ্ধে মামলা কবিতে বাধ্য হইলেও পিতাপুত্রের সম্বন্ধের কিন্তু ছেদ হয় নাই। তুমি তোমার পিতাকে অভক্তি করিও না। তাঁর প্রতি ভক্তিমান থাকিও। অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্রে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের প্রতি ভক্তিহীন হন নাই বা তাঁহাদিগকে অমর্য্যাদাও করেন নাই। প্রত্যহ ঘুম হইতে উঠিয়া পিতৃমাতৃপ্রণাম করিতেছ ত’?

আবিল সংশয় ও পঙ্কিল চিন্তা লইয়া যাহারা সংসার করে, তাহারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, প্রথম বিবাহে জাত পুত্রকন্যাদের প্রতি অবিচার হয়। অবিচার যখন পিতার নিকট হইতে আসিয়াছে তখন তাহা নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়াই উচিত। কিন্তু তাহা যখন হয় উদরান্নের উপরে আঘাত, তখন আইনের আশ্রয় নিয়া তুমি দোষ কর নাই। আইন যদি তোমাকে হারিতে বাধ্য করে, তাহা হইলে এই পরাজয়কে হাসিমুখে বরণ করিয়া লইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী
শনিবার, ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৭৩
(৩০-৭-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ওঙ্কার মহামন্ত্র গুরুমুখে দীক্ষাসূত্রে পাইলে মানব ধন্যাতিধন্য হয়। তখন তাহার আর শত শত দেবদেবীর ভজনা প্রয়োজন হয় না। তোমরা যে এখনও এই বিষয়ে কোনও স্থিরমতে আসিতে পারিতেছ না, তাহার কারণ তোমাদের নামে অরুচি। যে নাম পাইয়াছ, নিষ্ঠা সহকারে তাহা করিয়া যাও। করিতে করিতে দেখিবে যে, এই এক নামেরই মধ্যে সমগ্র বিশ্ব-জগৎ রহিয়াছে। সুতরাং একমাত্র এই নামের সেবা করিলেই বিশ্বের সকলের সেবা হয়। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিলেই ত' হইবে না, তোমাদিগকে নামের সেবা করিতে হইবে। নাম করিতে করিতে অন্তরে প্রেম আসিবে। জ্ঞান যেমন প্রেমরাজ্যের সিংহদুয়ার, প্রেম তেমন জ্ঞানরাজ্যের সিংহাসন। অর্থাৎ প্রেম হইলেই জ্ঞান হয় এবং জ্ঞান হইতে প্রেম হয়, আদিতে অন্তে সর্ব্বত্রই প্রেম উন্নতমস্তকে বিরাজমান। প্রেম প্রগাঢ় হইলে বহুত্ববোধ থাকে না, সব কিছুরই একে পর্য্যবসান হয়। আমার শুধু জিজ্ঞাসা, কবে তোমরা প্রেমিক হইবে? অতএব আমার ইহাও জিজ্ঞাসা, কবে তোমরা নামে রুচিসম্পন্ন হইবে। বহুদেবতার সেবা করিয়া কেবল দল বাড়াইয়াছ। কেবল ভেদ-বিচ্ছেদ শিখিয়াছ।

সকলে একের পূজারী হও। সব দল মিলিয়া একদল হউক। সকলের বলের সকলে অংশী হউক। সকলের বল সকলের অভ্যুদয়ে লাগুক।

আমরা অপরের অবলম্বিত সাধনপথকে নিন্দা যেন না করি। কেন না, যে কোনও মন্ত্র লইয়াই কেহ সাধন করুক, মন্ত্রের সাধন করিতে করিতে তাহার পরম উপলব্ধি ওঙ্কারেই তাহাকে নিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবে। কিন্তু যাহারা তোমাদের কর্ণে অবিরাম এই কথা শুনাইতেছে যে, অব্রাহ্মণ-সন্তানের ওঙ্কার-জপনের অধিকার নাই, অব্রাহ্মণেরা ওঙ্কার জপ করিলে মরিবার পরে নরকে যাইবে, আর জীবৎকালে কামোত্তেজনায় অধীর হইবে, সেই সকল ব্যক্তির উক্তি সুস্থমস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া মনে না করিলেই ভাল। ওঙ্কার পরমেশ্বরের শ্রেষ্ঠ নাম। ইহা জপ করিলে যদি নরক হয়, তাহা হইলে সেই নরক নিশ্চয়ই অগম্যাগমন পরস্বাপহরণ, অকৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা, চোরা কারবার প্রভৃতি কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠানকারীদের পক্ষে সহজলভ্য নরক নামক স্থানটী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথক হইবে। ওঙ্কার জপ করিলে কামোত্তেজনা বাড়ে, ইহা আমি একজন আধুনিক কালের নামী লোকের মুখনিঃসৃত বলিয়া কোনও এক স্থানে ছাপার হরফে লেখা দেখিয়াছি। তিনি স্বীকার করিতেছেন যে, ওঙ্কার হইতেই সর্ব্বমন্ত্রের উৎপত্তি এবং ওঙ্কারেই সর্ব্বমন্ত্রের বিলয় কিন্তু অব্রাহ্মণ-সন্তান ওঙ্কার জপ করিলে আবার নরকেও যাইবে। তাঁহার প্রদত্ত ব্যবস্থা এই যে, কালী কালী জপিতে জপিতে, দুর্গা দুর্গা জপিতে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপিতে জপিতে একদা যখন ওঙ্কারেই গিয়া তোমার সমস্ত নামোপলব্ধির পর্য্যবসান, তখন কালীই তোমাকে জপিতে হইবে, দুর্গাই তোমাকে জপিতে হইবে,

কৃষ্ণই তোমাকে জপিতে হইবে, কোনও অবস্থাতেই গোড়াতেই তুমি ওঙ্কার জপিতে পারিবে না। এই সকল উক্তি জন্মজাত বদ্ধ সংস্কারের দাসত্ব মাত্র, ইহা কোনও উচ্চোপলব্ধির কথাও নয় অথবা প্রকৃত উপলব্ধিমান কোনও সিদ্ধমহাপুরুষের উক্তির মতও নয়। এই সকল উক্তি গ্রাম্য প্রথানুগত সংস্কারের। ধৃতরাষ্ট্রের ন্যায় জন্মান্ধ অপক্ষপাত-সদ্দৃষ্টি-বর্জ্জিত ব্যক্তির পক্ষেই এইরূপ উক্তি সহজ। কেহ মানুষের কাছে নামযশের অধিকারী হইয়াছেন বলিয়াই বা অষ্টোত্তর-শত উপনিষদ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার যুক্তিহনি বাক্যেও বিচলিত হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। সম্প্রতি এই শ্রেণীর লোকদিগকে ইহাও বলিতে শুনিতেছি যে, না, অব্রাহ্মণ মাত্রেরই পক্ষে ওঙ্কার জপ নিষিদ্ধ করিতেছি না ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরাও জপ করিতে পারিবে। ভালই ত', পোদেরা বলিবে, আমরা পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় তাহাদের এভাবে ওঙ্কার-জপের অধিকার হইয়া গেল। সুবর্ণবণিকেরা বলিবে, আমরা বৈশ্য নহে ত' কাহারা বৈশ্য? শূদ্র বলিয়া যাহাদিগকে এতকাল বঙ্গদেশে অবজ্ঞা করা হইয়াছে, বিগত ষষ্ঠি-সপ্ততি বর্ষ ধরিয়া তাহারা ব্যাপক আন্দোলন করিয়া কেহ কোনও-না-কোনও প্রকারের ক্ষত্রিয়, কোনও-না-কোনও প্রকারের বৈশ্য বলিয়া দাবী করিতেছে। ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনরূপে এই দাবীগুলি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বৈদ্যেরা ত' দাবী করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, গয়ার পিণ্ডদানের পুরোহিতদিগের সহিত সমগোত্রীয়। ক্ষৌরকারেরা বলিতেছেন,—"আমরা নাঈ ব্রাহ্মণ। বৈদিক যুগ হইতে আমরা ক্রিয়াকাণ্ডে গৌরবচন বলিয়া অসিতেছি।" যাহাদিগকে জলানাচরণীয় করিয়া রাখা

হইয়াছিল, তাহারা দলে দলে বৈশ্যত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করিয়া যাইতেছে। সুতরাং দুই তিনটী ঢোক গিলিয়া তার পরে যাঁহারা উপদেশ দিলেন যে,—"না হে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সন্তানেরা ওঙ্কার জপ করিতে পারিবে," তাঁহারা অজ্ঞাতসারে সেই বিশালায়তন জনসংঘকেই ওঙ্কার জপে সম্মতি দিতে বাধ্য হইলেন, যাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে হাজার বছর ধরিয়া আমরা শূদ্র বলিয়াই বৃথাই গালি দিয়াছি। মানভূমের মাহাতরা কিছুকাল যাবৎ কুড়ুম্ব ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। ডিমাপুরের নাগারা হিড়িম্ব-ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিলে বাধা কোথায়। কাছাড়ের কাছাড়িদিগকে বামনালীর বড়াইওয়ালারা শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছিল কিন্তু তাঁহারা বিরাট মহাসভার অনুষ্ঠান করিয়া নিজেদিগকে হৈড়ম্ব ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন। ভীমসেন বনবাসকালে কি হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন নাই? এই ভাবে ভারতের সর্ব্বত্র শূদ্র বলিয়া ঘৃণাপ্রাপ্ত সহস্র সহস্র জাতির লোকেরা শিক্ষা, সংঘশক্তি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার মহিমায় কেহ বৈশ্য, কেহ বা ক্ষত্রিয় রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। অনেক স্থানে বহু ব্রাহ্মণ বংশের আদি ইতিহাস অব্রাহ্মণোচিত। তথাপি তাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছেন। গুণে, চরিত্রে, বিদ্যায় তাঁহারা সংস্কারের বাধাকে উড়াইয়া দিয়াছেন। সনাতনপন্থী কোন্ মহাপুরুষ ইহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন? সহস্র কাজের ফাঁকে ফাঁকে সম্প্রতি একজন পণ্ডিত লোকের লেখা বই পড়িতেছি। তাহাতে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণকুলের কথা লেখা আছে। প্রায় হাজার বছর আগে কোনও রাজা কান্যকুব্জ হইতে উড়িষ্যায় অসংখ্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন।

উৎকল-শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন। আরণ্যকশ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা নিজেদের প্রাচীনতম ভাবেন। রঘুনাথিয়ারা ছিলেন স্থানীয় অধিবাসী। শ্রীরামচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া ইঁহারা ব্রাহ্মণ হন। আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, নাম ভীমগিরিয়া। ইঁহারাও রঘুনাথিয়াদের মতনই স্থানীয় ব্রাহ্মণ। হালুয়া ব্রাহ্মণ আর সারুয়া ব্রাহ্মণ চাষ-আবাদ করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। কান্যকুব্জ ছাড়াও মধ্যপ্রদেশেব. কৌশাম্বী এবং উত্তরবঙ্গের বরেন্দ্রভূমি হইতে ব্রাহ্মণ এখানে আসিয়াছেন। এই সকল ব্রাহ্মণের নির্ভুল নিঃসংশয়িত অকৃত্রিম আদি ইতিহাস আজ কেহ জানে না। বাংলা, বিহার, আসাম, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি দেশেও শত শত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রহিয়াছেন। তাঁহাদের কাঁহার আবির্ভাব কোথা হইতে কি ভাবে হইল, তাহার ঠিকানা পাওয়া ভার। সহস্রাধিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণই এই দেশে রহিয়াছেন, যাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অন্ন খান না, পরস্পর পরস্পরের কন্যা নেন না। একমাত্র ব্রাহ্মণ সম্পর্কেই যখন এত বিচিত্রতা, তখন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য সম্পর্কে বিচিত্রতা ত' আরও অধিক হইবে। কারণ, ব্রাহ্মণের সংখ্যা ভারতে যত, অব্রাহ্মণের সংখ্যা কমপক্ষে তাহার আশি কিংবা নব্বই গুণ। শূদ্র বলিয়া যাহাদের গতকালও তুচ্ছ করিয়াছি, আজ সকালে উঠিয়া দেখিতেছি যে, তাহারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেছে। যাহারা নিজেদিগকে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলিয়া পরিচিত করিবে, আমি কি জোর করিয়া শূদ্র বলিলে তাহারা শূদ্র থাকিয়া যাইবে? তথাকথিত নীচবর্গেব জাতিগুলি সুকৌশলে, সন্তর্পণে এবং প্রাণপণে উচ্চজাতির কোঠায় উঠিয়া যাইতেছে। কেহ কি ঠেকাইয়া রাখিতে

পারিতেছে? যদি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইলেই ওঙ্কার জপ করা যায়, তাহা হইলে শূদ্র নামে কুখ্যাত অনেক জাতির লোকেরা বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিবার সুযোগেই ত' ওঙ্কার-মন্ত্রের অধিকারী হইলেন। তাহার পরে শূদ্র বা শূদ্রাধম ভারতবর্ষে আর কয়জন লোক থাকিবে? রাজপুতেরা কেন ক্ষত্রিয়? যেহেতু সূর্য্যবংশে জন্মিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, ইহার অধিক প্রমাণ কি আছে? ত্রিপুরীরা কেন ক্ষত্রিয়? যেহেতু চন্দ্রবংশ জাত বলিয়া তাঁহারা দাবী করেন। এই দাবীটুকুর অধিক প্রমাণ আর কি আছে? মণিপুরীরা কেন ক্ষত্রিয়? কেন না, অর্জ্জুন-চিত্রাঙ্গদা-সংবাদ নামে একটী প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। নৃতত্ত্ববিদেরা কিন্তু বলিতেছেন, ত্রিপুরী, মণিপুরী, রাজপুত প্রভৃতি জাতিগুলি ভারতের প্রচলিত আর্য্যবংশধরগণ হইতে খুব সম্ভবতঃ আদি জন্মেতিহাসের দিক দিয়া আলাদা,—ভারতীয় সভ্যতার কতকগুলি বিশেষত্ব ইঁহাদিগকে আর্য্যা-অনার্য্যের ভেদাভেদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করাইয়া ভারত সভ্যতার বক্ষে তিনটি উজ্জ্বল নীলমণি রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। আজ মণিপুরী, ত্রিপুরী বা রাজপুতকে বাদ দিয়া সম্পূর্ণ ভারতকে চিন্তা করা যায় না। ভারতীয় সভ্যতার কোনও এক বিশিষ্টতার সহিত ইঁহারা এদেশবাসী আর্য্যরক্তধারার উত্তরাধিকারীদের সহিত অচ্ছেদ্য, অভিন্ন ও একাঙ্গ হইয়াছেন। মনে রাখিও, ভারতীয় সভ্যতার সেই অনবদ্য মহিমার মর্ম্মস্থল হইতেছে ওঙ্কার-মহামন্ত্র, যাঁহার সর্ব্বতোভদ্র ব্যঞ্জনা হইতেছে স্বীকৃতিতে, যাহার অর্থ হইতেছে, "হাঁ", Yes ,"মঞ্জুর"।

তোমরা সেই ওঙ্কার মহামন্ত্র পাইয়াছ। নিজের ভাগ্যবলেই পাইয়া

থাক বা গুরুর কৃপাবলেই পাইয়া থাক, তোমরা যে পাইয়াছ, ইহা ধ্রুব সত্য। যাহারা পায় নাই, তাহারা যাহা ইচ্ছা করুক গিয়া, তাহাদিগকে যথাভিমত পথে চলিতে কদাচ বাধা দিও না। যাহারা অপরের প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া ওঙ্কারমন্ত্রে বিভীষিকা দর্শন করিতেছে, তাহাদের সহিত তর্কযুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইও না। তাহাদিগকে যথাভিরুচি চলিতে দাও। তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না। তাহারা ভুল করিতেছে বলিয়া কোনও উক্তিও করিও না। কিন্তু তোমরা যাহা পাইয়াছ, তাহাতে জোঁকের মতন লাগিয়া থাক। যাহারা পায় নাই, এই ব্যাপারে তাহাদের সহিত আমাদের কোনও বাদানুবাদ নাই। কিন্তু যাহারা পাইয়াছ, তাহারা নিজ নিষ্ঠা হইতে কদাচ স্খলিত হইবে না। ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাউক, তুমি তোমার নামে লাগিয়া থাক। কোনও ব্যক্তিকে দশহাজার লোকে প্রণাম করে, এজন্যই তাঁহার মন্ত্রও সুসেব্য হইবে, এইরূপ ভ্রান্তি রাখিও না। বড় বড় লোকেরা অনেক সময় ছোট ছোট ভুল করেন। কিন্তু তাঁহাদের ভুলের দ্বারা যদি তোমরা পরিচালিত হও, তবে তোমাদের ক্ষতি হইবে। মান্যকে মান, পূজ্যকে পূজা দিয়া যাও কিন্তু ইষ্টনাম সাধনের বেলায় গুরুবাক্যই একমাত্র বাক্য। ইহার বিরুদ্ধ বাক্য অগ্রাহ্য। আমি লক্ষ্য করিয়া অবাক হইতেছি যে, তোমরা সাধারণ লোকপ্রথার অধীন কোনও কোনও ব্যক্তির উপদেশ ছাপার হরফে দেখিয়া গুরুদত্ত নামজপে দ্বিধাগ্রস্ত হইতেছ। এই দ্বিধা তোমার জন্য কোনও লাভের পসরা সজ্জিত করিবে না। মহামন্ত্রে পরিপূর্ণ নিষ্ঠাই তোমাকে খুলিয়া দিবে অমৃত নির্ঝর, যাহা পাষাণ কাটিয়া নির্গলিত হইবে, যাহা একাকী তোমার নহে পরন্তু নিখিল বিশ্বের প্রত্যেকের

পরম মোক্ষ সম্পাদন করিবে, শুধু ব্রাহ্মণের নয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, চণ্ডাল, অতিশূদ্র, শ্বপচ, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, আগত, অনাগত, সমস্ত মানবজাতি তোমার লক্ষ্য। এই জন্যই তোমার ইষ্টমন্ত্র ওঙ্কার, যাঁহার ভিতরে বিশ্বের প্রতিটি মন্ত্র বিরাজিত। ইতি—

আশীর্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি ওঁ

মঙ্গলকুটীর,
১৮ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৭৩
(৩-৮-৬৬ ইং)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুপন্‌কীতে এখন কাজের হিড়িক। ধান চাষ, জিনিয়া ফুলের চাষ, ইমারত নির্ম্মাণ এই তিনটী কাজ যুগপৎ চলিতেছে। টাকার অনটনে নির্ম্মাণ-কার্য্য একেবারেই বন্ধ হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সামান্য কিছু টাকা হাতে আসায় পুনঃ চালু হইয়াছে। একই দিনে একই কুলী-কামিনরা আকাশের অবস্থানুযায়ী, তিনটী আলাদা আলাদা ঢঙ্গের কাজের যেটুকু যখন সম্ভব, প্রাণপণে করিয়া যাইতেছে। আমার ইচ্ছার বা ইঙ্গিতের বিরুদ্ধে সহকর্ম্মীরা একজনেও তিলমাত্র কাজ করে না। যেখানে পূর্ণ আনুগত্য নাই, দ্বিধাহীন আদেশ-পালন নাই, সেখানে হিণ্ডেনবার্গ বা নেপোলিয়ানের মতন দক্ষ সেনাপতিও ঠুঁটো জগন্নাথ হইয়া পড়েন।

সীজার বা আলেকজান্দার কি দিগ্বিজয় করিতে পারিতেন, যদি তাঁহাদের সৈনিকেরা আদেশ-পালনকারী না হইত? সঙ্ঘের প্রাণ একাত্মতার মধ্যে আর একাত্মতা আত্মপ্রকাশ করে দ্বিধাহীন আনুগত্যের মধ্য দিয়া।

দার্শনিক স্বরূপানন্দ তোমাদিগকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ঊর্দ্ধে অন্য কোনও বিবেচনাকে স্থান দান করিতে কদাচ বুদ্ধিদান করেন নাই। কিন্তু কর্ম্মী স্বরূপানন্দ কর্ম্মক্ষেত্রে আনুগত্যের অভাবকে কর্ম্মনাশকর বলিয়া স্পষ্ট অনুভব করিয়াছেন। এই জন্য কর্ম্মী স্বরূপানন্দ চাহিয়াছেন যে, তাঁহার কর্ম্মীসংঘের ব্যাপকতা অল্প হউক, যে-কেহ আসিয়া তাঁহার সহকর্ম্মীত্ব গ্রহণ না করুক, কিন্তু আদর্শবাদী পুরুষ-নারীতে জগৎ ভরিয়া যাউক। আদর্শবাদী ব্যক্তিরা আদর্শের অনুরোধে জ্ঞানদাতা গুরুকেও অগ্রাহ্য করিতে পারে কিন্তু কর্ম্মীরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবাধ্য হইলে কাজ চলিবে কি করিয়া? আদর্শ যদি দাবী করে, তাহা হইলে যে-কেহ অবাধ্য হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্মীসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্তও থাকিব, আনুগত্যও বর্জ্জন করিব, ইহা ত' হইতে পারে না। অবাধ্যতা, আনুগত্যহীনতা, আদেশপালনে কুণ্ঠা এবং অন্তরের চাপা বিদ্রোহ যাহার আছে, কেন সে সঙ্ঘের মধ্যে থাকিয়া অন্য কর্ম্মীদের দ্রুতগতিকে শ্লথ করিয়া দিবে—সংশয়ের, আলস্যের ও অবহেলার সৃষ্টি করিয়া?

পুপুন্‌কী আশ্রমের পরিবেশ বর্ত্তমানে পূর্ণ আনুগত্যের শুদ্ধতায় মণ্ডিত বলিয়া এখানকার কাজকর্ম্মে প্রত্যেকের মন ষোলআনা বসিতেছে। এই কারণেই, আর্থিক অপ্রাচুর্য্য অত্যধিক হইলেও এখানকার কাজকর্ম্ম প্রত্যাশাতীত দ্রুততার সহিত চলিতেছে। এই সংবাদটী দিবার মত নহে কিন্তু তুমি জানিলে সুখী হইবে বলিয়া দিতে হইল। কর্ম্মীদের প্রতি

অগাধ সমুদ্রতুল্য অতল বিশ্বাস আমার থাকিলে কি হয়, পূর্ণ আনুগত্য না থাকিলে কে কবে সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখিতে সমর্থ হয়? তোমরা ত' নূতন নূতন স্থানে নূতন নূতন আশ্রম স্থাপন করিতে আমাকে বারংবার তাগিদ দিতেছ কিন্তু জমি হইলেই আশ্রম হয় না, কর্ম্মী চাই। যে-কেহ কর্ম্মী বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেই সে কর্ম্মী হয় না, আনুগত্য চাই। কর্ম্মীর জীবন সৈনিকের জীবন। তালে বেতালে যুদ্ধ করিয়া কে কবে সং-সৈনিকের সম্মান পাইয়াছে?

জন-সাধারণের মধ্যে চারা বিতরণের জন্য এবার আমি কাঁঠাল বীজের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলাম। ত্রিপুরা, কলিকাতা, আসাম প্রভৃতি নানা স্থান হইতে বেশ কতক বীজ আসিয়াছে এবং যেটা যেমন আসিয়াছে বা আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বপনও হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। অনেক কাঁঠাল বীজে অঙ্কুরও আসিয়া গেল। তুচ্ছ একটু খবর পাওয়া মাত্র যে-কোনও একটী জিনিষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে অত্যল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যখন অনেক স্থানে অনেক লোকের এক সঙ্গে অন্তরের স্পৃহা জন্মে, তখন বলিতে হইবে যে, তাহাদের সঙ্ঘ-চেতনা জাগিতেছে। এবারের মতন আগামী বৎসরও প্রচুর কাঁঠাল বীজের প্রয়োজন হইবে, একথা এখনই বলিয়া রাখিতে আমার কুণ্ঠা নাই। আমি জানি, এবারের দশগুণ তৎপরতা তোমরা আগামী বার দেখাইবে। বিগত ১৩৩৫ সাল হইতে পুপুন্‌কী আশ্রম জন-সাধারণের মধ্যে হাজার হাজার ফলবৃক্ষের চারা বিতরণ করিয়া আসিয়াছে এবং আগামী বহু বৎসর পর্য্যন্ত এ কাজটী চালু রাখা হইবে বলিয়া আমি আশা করি। কিন্তু এই দেশের

লোকের ভিতরে, ফলবৃক্ষ সৃষ্টির আগ্রহ এখনো সৃষ্টি করা যায় নাই। ইহাই একমাত্র ত্রুটি।

কিন্তু বৃক্ষাদি দান, ঔষধ বিতরণ, এমন কি সম্ভব হইলে অন্নসঙ্কটে খাদ্য-বিতরণ প্রভৃতির দ্বারাই বা আর্ত্ত মনুষ্য-সমাজের প্রকৃত হিত কতটুকু করা যাইবে? চরিত্রহীনতার কলঙ্কলেখা দেশের শ্রেষ্ঠ স্তরের লোকদের হইতে সুরু করিয়া নিম্নতম স্তরের লোকদের পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, ইহার প্রতীকারই দেশ, জাতি বা জগতের দুঃখ-নিবহের প্রকৃত প্রতীকার। কিন্তু মানুষের সেই দিকে লক্ষ্য পড়িল কৈ? অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া চরিত্রান্দোলন চালাইয়াও দেখিতে পাইতেছি, ঠিক্ এই জিনিষটার প্রতিই মণীষী, মনস্বী, নেতা ও বক্তাদের দৃষ্টি পড়িতেছে না। পশুজাতির বা পক্ষি-জাতির উন্নতি করিবার জন্য কত গবেষণাকেন্দ্র গঠিত হইতেছে কিন্তু মানুষজাতির সামগ্রিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা প্রায় কাহারও লক্ষ্যে পড়িতেছে না। লাঙ্গলের বদলে ট্রাক্‌টার দিয়া, রেডিওর বদলে টেলিভিশান দিয়া কি মনুষ্য-জাতির আসল উন্নতি সাধিত হইবে? তাহার আসল উন্নতি ত' তাহার সততাপূর্ণ জীবনে, তাহার সংযমশুদ্ধ পবিত্রতায়, তাহার নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক নিষ্কলুষ চরিত্রে।

তোমরা মানুষের সেই আসল উন্নতিটুকুর দিকে বদ্ধদৃষ্টি হও। রাস্তা আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যেরা সহস্র বার বলিয়াছেন কিন্তু মানুষকে সেই পথে চলিতে হইবে। পুঁথি ঘাটিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ডি-লিট উপাধি পাইলেই হইল না, অতীতের ত্রিকালদর্শী মহতেরা উপলব্ধির প্রত্যয়ে যে পথের সন্ধান দিয়াছেন, সেই পথে চলিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরি ওঁ মঙ্গলকুটীর,

৫ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৭৩

(২২-৮-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পুপুন্‌কী আশ্রম শ্রমদান-কর্ম্মীদের কর্ম্মকোলাহলে এখন মুখরিত। নানা স্থান হইতে প্রায় ত্রিশ জন শ্রমদান-কর্ম্মী আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারি পাঁচ জন কাঠের ও রংয়ের শিল্পী। প্রায় দশ জন হলচালনে বা কৃষির অন্যান্য আনুষঙ্গিকে অভ্যস্ত। ইহারা বীরবিক্রমে পরিশ্রম সুরু করিয়াছে। অন্যান্যবার দুর হইতেই বেশী কর্ম্মী আসে, নিকটের কম। এবার মেদিনীপুর জেলা হইতেই প্রায় বারো জন আসিয়াছে। শ্রমদানের এই ঐতিহ্যটুকু প্রতিবৎসর কেবল প্রগাঢ়তর ও উজ্জ্বলতর হইতে থাকুক, ইহা আমি চাহি। একদা এক অজানা তরুণ মৌনী তাপস কুমিল্লা জেলার কত কত গ্রামে গিয়া রাস্তা বাঁধিয়াছে, পুকুরের পানা সাফ করিয়াছে, মাটি কাটিয়া লোকের সুপেয় পানীয়ের ব্যবস্থা করিয়াছে আর জীবন তার ভিক্ষা-যাচ্ঞা-বিবর্জ্জিত বলিয়া পথপার্শ্বে অবস্থিত ছায়াময় বৃক্ষতলে বাহু উপাধান করিয়া রাত্রির নিদ্রাসুখ আস্বাদন করিয়াছে। সেই একই ব্যক্তির রচিত আশ্রম পুপুন্‌কীতে শ্রমদানকর্ম্মীরা শ্রম দিতে আসিবে, ইহা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। সেই একই ব্যক্তির মানস-সন্তানদের ভিতরে গুরুধামে আসিয়া শ্রম রূপ সেবা দান করিবার প্রবৃত্তি জাগিবে, ইহাও কিছু আশ্চর্য্য

ব্যাপার নহে। কিন্তু জরুরী প্রয়োজনে কালই আমি পুপুন্‌কী ছাড়িব এবং মালদহ, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মাল প্রভৃতি স্থানে বিদ্যুতের মতন ক্ষণস্থায়ী একটুকু ভ্রমণ সারিয়া ১৬ই ভাদ্র তারিখে পুপুন্‌কী ফিরিব। আমার অনুপস্থিতি-কালে কি ভাবে এতগুলি শ্রমদানী কর্ম্মীর কার্য্য-বণ্টন হইবে, কি ভাবে তাহাদের পরিচালন চলিবে, ইহাই একটু চিন্তার কথা। মানুষের ব্যক্তিগত শ্রম তখনই দামী জিনিষ হয়, যখন প্রতিভাধর পরিচালক প্রত্যেকের শ্রমকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যের অনুগত করিয়া ক্রমানুযায়ী সংগঠিত করিয়া লয়। নানা বিচিত্র যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের একটী আদর্শের আবেশে আনিয়া একত্র করা এক কথা, তাহাদিগকে নিজ নিজ গুণানুগত ভাবে কর্ম্মবণ্টন করিয়া দিয়া যুগপৎ শ্রমরত রাখিয়া কর্ম্মে নিয়োজন আর এক কথা। এই দামী তত্ত্বটীর প্রতি দৃষ্টি না থাকার দরুণ সংখ্যাবলে বলীয়ান্ অনেক প্রতিষ্ঠান বা মণ্ডলী একেবারেই অকেজো হইয়া রহিয়াছে। এই একটী তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে অল্প কয়েকজনের সমষ্টিও জগতের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারে।

আমি যে তোমাদিগকে সমবেত উপাসনার প্রতি একান্তই নিষ্ঠাশীল হইবার জন্য বারংবার বলি, তাহার মধ্যে এই তাৎপর্য্যটুকুও রহিয়াছে। একত্র বসিয়া ভগবানকে ডাকিলে বিভিন্ন উপাসকদের মধ্যে এক প্রকারের একাত্মতার সৃষ্টি হয়। ইহা এক মহাশক্তির উৎস। সমবেত উপাসনার প্রথম ফল সহজে চিত্তশুদ্ধি। তাহার ফল নির্ম্মল জীবন। তাহার ফল আত্মপ্রসাদ। কিন্তু সকলের সেরা ফল জগজ্জনের প্রতি প্রাণময় আত্মীয়তা-বোধ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরি ওঁ
মালদহ
৯ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৩৭৩
(২৬-৮-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা,—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল এক বিচিত্র ভ্রমণ হইয়াছে। কাঁকুড়গাছির বাড়ীর কাজ সাধনাকে এমন করিয়া ধরিয়া রাখিল যে শেষ পর্য্যন্ত আমাকে, সাধনাকে ও প্রেমাঞ্জনকে না খাইয়া দার্জ্জিলিং মেইলে চাপিতে হইল। লোকের চিঠির উত্তর দিতে দিতে মাণিকতলায় আমি ভুলিয়া গিয়াছি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বাড়ীর কাজ দেখিতে দেখিতে সাধনা ভুলিয়া গিয়াছে দার্জ্জিলিং মেইল। হঠাৎ ঘড়ি দেখিয়া আমি ছুটিলাম গাড়ী নিয়া কাঁকুড়গাছি সাধনার জন্য, আবার এই দিকে সাধনাও ছুটিল মাণিকতলা একটা ট্যাক্সি নিয়া আমার জন্য, কেহ কাহাকেও পাইলাম না। দেখা হইল গিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে দার্জ্জিলিং মেইলের কামরায়। টিকিট আগেই কেনা ছিল, তাহা দিয়া বরাহনগরের ভদ্রকে সহ একদলকে আগেই পাঠান হইয়াছিল ট্রেণে স্থান রাখিবার জন্য। ভাগ্যক্রমে প্রথম শ্রেণীর তিন খানা টিকিট কাটা হইয়াছিল। ভ্রমণ-ক্লেশ হয় নাই।

কিন্তু এইরূপই আমাদের ব্যস্ততা। তোমাদের প্রতিজনের কাছে পত্র লিখিবার কালে এইরূপই আমি ধ্যানস্থ হইয়া যাই। সমস্ত মন-প্রাণটুকু চিঠিখানার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়া তোমাদের পত্রের উত্তর দিতে বসি। কিন্তু

ভাবিবার প্রয়োজন হইতেছে এই যে, এই পত্রগুলি তোমাদের কাছে কি মর্য্যাদা পায়? পত্রগুলি কি কেবল কতকগুলি নিরর্থক অক্ষরের সমষ্টি? না কি, ইহারা কোনও তাৎপর্য্য বহন করে, কোনও উদ্দেশ্যের প্রেরণা লইয়া যায়, কোনও বিশেষ লক্ষ্য লাভের দিকে অঙ্গুলী-হেলন করে? তোমরা কি কতকগুলি অক্ষর পাঠ করিয়া যাও, না কি ইহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া উদ্দীপ্তপ্রাণ হও?

প্রাচীন ভারত এক সুমহতী সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্যাবিলন, আসিরিয়া, নিনিভি, মিশরও তাহা করিয়াছিল। অনন্ত-পথ-যাত্রীদের সীমাহীন পথের প্রান্ত হইতে সেই সকল প্রাচীন তরুর ছায়া অপসারিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা যে অশ্বত্থতরুর জন্ম দিয়াছিল, অতীব প্রাচীন হইলেও সেই মহামহীরুহের বিপুল ছায়া এখনো পথচারীদের কতকাংশকে নিদাঘ-তপনের প্রত্যগ্র দাহ হইতে রক্ষা করে। জগতে অনেক সভ্যতা জন্মিয়াছিল, যাহার পুরাতনী কীর্ত্তি মৃত্তিকা-খনন করিয়া জানিতে হয় কিন্তু যাহার বিন্দুমাত্র প্রভাব আজিকার দিনের মানুষের জীবনের উপরে জাগ্রত হইয়া বাঁচিয়া নাই। ভারত-সভ্যতা প্রাচীন হইলেও বাঁচিয়া আছে এবং অতীতের পূর্ব্বপুরুষদের সাধনার ধারা আজও একটু না একটু করিয়া বর্ত্তমানের ভারতীয় মানবসমাজের আত্মবিস্তার রক্ষা করিতেছে। প্রাচীন এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী তোমরা। তোমাদের কাছে আজ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কেন ঘটিতেছে যে, আমি তোমাদিগকে যাহা লিখি, তাহা তোমরা বুঝিতে চেষ্টা কর কি না?

একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ একটা জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে ঈশানকোণে একটী

কুটীর বাঁধিলেন। আয়ত ক্ষেত্ররূপে গৃহীত বিশাল বনভূমির চারি বাহুতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা আসিয়া শিষ্যোচিত কুটীর সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া নিজ নিজ বাসস্থান রূপে গ্রহণ করিল। মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ বিশাল ভূখণ্ড প্রত্যেকের নয়ন-গোচর রহিয়া সকলের গো-চর বা গো-পালন-ভূমি হইল। একজন ঋষি—রাজা নহে, একজন ব্রাহ্মণ—যুদ্ধজীবী ক্ষত্রিয় নহে, একজন শিক্ষাদাতা আচার্য্য—বলবান সেনাপতি নহে, আসিয়া হিংস্র পশুকুল হইতে, চৌরকুল ও দস্যুদল হইতে গো-ধনকে রক্ষার জন্য গোচর-ভূমির প্রতিষ্ঠার কারণ-স্বরূপ হইয়া হইলেন গোত্র-প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ। নূতন ঐ আবাস-স্থলের প্রত্যেকের তিনি গুরু হইলেন, প্রত্যেকের বংশ ঐ একজন ঋষির নামে গোত্র-পরিচয় দিতে শিখিল। ইহাই হইল প্রাচীন আর্য্যগণের সভ্যতা-বিস্তারের ইতিহাস ও কৌশল।

তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য এই সভ্যতার ভিত্তিমূল, গোধন রক্ষা এই সভ্যতার বিশেষত্ব, ভিন্ন ভিন্ন বংশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোককে নিয়া এক একটী করিয়া গোত্র প্রতিষ্ঠা এই সভ্যতার বৈচিত্র্য, রাজ্যজয়-স্পৃহা-বর্জ্জিত নির্লোভ নির্লালস সরল জীবন এই সভ্যতার শান্তিময় ফল।

পথপার্শ্বে যদি সুপারি, দেবদারু, মাদার আর আমড়ার গাছ থাকে, সেই গাছকে যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, "অতীতের কতটুকু স্মৃতি তুমি বহন করিতেছ", তবে সে কি বেশী দিন আগেকার ঐতিহ্যের কোনও খবর দিতে পারিবে? জিজ্ঞাসা করিতে হয় ত' বটকে জিজ্ঞাসা কর, অশ্বত্থকে জিজ্ঞাসা কর, যে মহামহীরুহ কয়েক হাজার বছর ধরিয়া পথযাত্রী মানবগণের অতন্দ্র প্রহরী রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভারত-

সভ্যতাকে এই মহাবট বা মহাশ্বত্থের সহিত তুলিত করিতে পার। স্মরণাতীত অতীতের স্মৃতি সে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বহন করিয়া আনিয়াছে। এই সভ্যতা এখনো জীবন্ত। এই সভ্যতার স্নেহময় ক্রোড়ে তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা লালিত পালিত হইয়াছেন, তুমিও হইবে, তোমার পরবর্ত্তীরাও ইহাতেই পাইবে প্রাণরসের সঞ্চয়ন।

আমার জীবন তোমাদিগকে এই একটী মাত্র আশ্বাস-বাণী শুনাইবার জন্যই ব্যয়িত হইতেছে। এই জীবনের অন্যতর কোনও উদ্দেশ্য নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরি ওঁ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)
১০ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৭৩
(২৭-৮-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা, —প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল মালদহে বড়ই ব্যস্ততা ছিল কিন্তু বড়ই আনন্দে কাটাইয়া আসিয়াছি। মানুষের মনে প্রেমের সঞ্চার হইলে তাহার সঙ্গ বড়ই সুখময়। মালদহের ছেলেমেয়েরা আস্তে আস্তে গভীর অন্ধকারের গুহামুখ হইতে মাথা বাহইয়া জ্যোতির্ম্ময় জগতের দিকে তাকাইতেছে, তাহারা নীরস মনুষ্য-সংজ্ঞা হইতে দেবমানবের প্রেমময় সম্বিতের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এদৃশ্য দেখিতে মনোহর, একথা ভাবিতে মনোরম, একথা শুনিতে দিব্যানন্দ-প্রদায়িনী।

তোমরাও তোমাদের ক্ষুদ্র মণ্ডলীটীতে প্রেমরসের মধুচক্রে পরিণত কর। নামে প্রেম হইতে পরমেশ্বরে প্রেম উপজাত হয়, পরমেশ্বরে প্রেমার্পিত হইলে তাহা বিশ্ব-মানবকে বুকের কাছে টানিয়া আনে। বিশ্বের প্রতিটি অণুপরমাণুর সহিত প্রেম-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইলে বিশ্বময়ের বিশ্বনামে ডুবিতে হয়। তোমরা নামের সেবায় দিনের পর দিন অধিক হইতে অধিকতর অবহিত হও।

একাকী নাম-সাধনে আনন্দ আছে। সে আনন্দের নিজস্ব এক বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু সকলকে লইয়া নাম করিতে বসার মধ্যেও আনন্দ আছে। তাহারও একটা পৃথক বিশিষ্টতা আছে। বিশ্বের সকলকে লইয়া বিশ্বের সকলের কুশলের জন্য বিশ্বপতির শরণাপন্ন হওয়ার মধ্যে একটা আলাদা রকমের আত্মপ্রসাদ আছে। ঘরে বসিয়া একা একা আম্রফল সেবন করে, কেহ খাইল খিরসাপাতি, কেহ খাইল গোপালভোগ, কেহ খাইল লেংড়া, কেহ খাইল হিমসাগর,—ইহার নাম একক উপাসনা। বাহিরে আসিয়া সকলকে লইয়া বসিল, সকলের হাতের সকল রকমের আম্রফল একত্র মিলিত হইল, সকলে মিলিয়া যুগপৎ সকল রকমের সুস্বাদু আম্রফলকে একসঙ্গে আস্বাদন করিল, শ্যামের ভক্তি, যদুর ভক্তি, মধুর ভক্তি, সকল জনের সকল রকমের ভক্তি একত্র মিলিত হইয়া নিজেদের অজ্ঞাতসারে প্রতিজনের আস্বাদনের বস্তু হইল,—ইহার নাম সমবেত উপাসনা।

সাধন-ভজন-বিহীনের জীবন জঙ্গল-সমাকীর্ণ স্থানে পতিত প্রস্তর

কঙ্কর সমূহের ন্যায়। যে সাধন করে, সেই আমার প্রিয়। যে সাধন করে না, সে আমার অপ্রিয় নহে, সেও আমার প্রিয়, কিন্তু সাধন না করিবার দরুণ এই পরম প্রেম তার অনুভবে আসে না। যে সাধন করে, সে আমার প্রেমের জীবন্ত স্পর্শ অনুভবে আনিতে পারে। একা যে সাধন করে, সে আমার প্রেমকে একাই আস্বাদন করে। এই একাকীত্বের মধ্যে আত্মসুখলুব্ধতার দুর্ব্বলতা অনেক সময়েই লুকাইয়া থাকে। যে সাধন করে সকলকে লইয়া, সকলের জন্য, তাহার উপলব্ধির মধ্যে আত্মসুখলুব্ধতার দুর্ব্বলতা স্থান পায় না।

বলিতেছি না, একক উপাসনার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন তার নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সপ্তাহের একটী মাত্র দিনও কি তোমরা সমবেত উপাসনায় বসিতে চাহিবে না? যাঁহার উপাসনা করিতেছ, তিনি ত' বিশ্বময়, তিনি ত' সকলের পূজা এক সঙ্গে পাইতে আগ্রহী। তাই ত' তিনি মানব-জীবনে সমাজবদ্ধতার ভাবটী দিয়াছেন। মানুষ পরপীড়নের জন্যই একত্র হইবে, পরদুঃখ বিনাশের জন্য নয়, এ কথা কেন তোমরা ভাবিতে বসিবে? মানুষের সহিত মানুষের মিলনের যে প্রবৃত্তি তিনি সহজাত করিয়া দিয়াছেন, তাহা ত' মনুষ্যকুলকে একত্র বসিয়া পরমেশ্বরের আরাধনা শিখিবার জন্য। সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে উপাসনায় বসিলে মনে হয় যেন এক মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছে। কেন তোমরা এমন সহজ মহোৎসবে যোগদানের সুযোগ হইতে নিজেদিগকে বঞ্চিত রাখিবে?

সমবেত উপাসনা আমার প্রাণপ্রিয় অনুষ্ঠান। যাহারা এই অনুষ্ঠানে নিরভিমান চিত্তে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-বিরহিত প্রেমভাব লইয়া যোগদান করে, তাহারাও

আমার প্রাণপ্রিয়। আমারই সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দেয় অথচ তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে সমবেত উপাসনা হইতে নিজেদিগকে দূরে রাখে, তাহাদের আমি কি বলিয়া সম্বোধন করিব, বল ত!

সমবেত উপাসনার প্রতি প্রত্যেককে অনুরাগী করিয়া তুলিবার জন্য তোমরা অধ্যবসায়-পরায়ণ হও। দীক্ষার ঘরে হুড়াহুড়ি করিয়া যাহারা ঢোকে, সপ্তাহে একটা দিন করিয়া তাহারা সমবেত উপাসনায় আসিতে কুণ্ঠিত হইবে? কাল মালদহে কত লোককে দীক্ষা দিলাম। সমস্ত ঘরটা দীক্ষার্থীতে ভরিয়া গেল। এক সিটিংএ কুলাইল না, দুইটী অধিবেশন প্রয়োজন হইল। মালদহ ত্যাগ করিবার সময়ে শুনিলাম, আরও অনেক দীক্ষার্থী ও দীক্ষার্থিনী রহিয়া গেল, যাহারা ছুটিছাটার দিন না হওয়াতে আসিতে পারে নাই। লোকে ভগবানের নাম করিবে, আর তার জন্য দীক্ষা নিবে, ইহা ত' আনন্দেরই কথা। কিন্তু দীক্ষা নিবার পরে গুরুবাক্য পালন করিবে না, ইহাই বা কি প্রকারের শিষ্যত্ব? এই শিষ্যেরা গুরুদেবের কোন্ গৌরব বর্দ্ধন করিবে? আমি ত' তোমাদের নিকট গুরুদক্ষিণারূপে টাকাকড়ি কদাচ চাহি নাই বা উহার প্রত্যাশাও কদাচ করি না। সপ্তাহে একটী দিন সমবেত উপাসনায় আসিয়া বিনীত অন্তরে যোগদান করিবে, আমার এই নির্দ্দেশটুকু কেন তোমরা অনেকেই এমন নিষ্ঠাপূর্ব্বক লঙ্ঘন করিতেছ, বলিতে পার? জানিয়া রাখ, আমার এমন শিষ্য আছে, যে সমবেত উপাসনায় বসিয়া শুনিতে পাইল ঘরে আগুন লাগিয়াছে, তবু উপাসনা শেষ না করিয়া গৃহপানে ছুটিয়া যায় নাই। অন্যেরা গিয়া তাহার ঘরের আগুন নিবাইয়াছে।

এই সমবেত উপাসনা কেবল আমার শিষ্যদেরই জন্য নহে, ইহা

সকল সম্প্রদায়ের সকলের জন্য। অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ইচ্ছা করিলেই ইহাতে যোগ দিতে পারেন,—কোনও বাধা নাই। বরং অন্তরভরা সম্মতি ও সানন্দ আমন্ত্রণই রহিয়াছে। যাহাতে এমন লোকও এই সমবেত উপাসনাতে যোগ দিতে পারে, যে এই সমবেত উপাসনার প্রবর্ত্তককে নিতান্ত সাধারণ একটা মানুষের চেয়েও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে, এই জন্যই ত' আমার এই সমবেত উপাসনাতে আমি আমার প্রতিচিত্র রাখা বন্ধ করিয়া দিয়াছি। সমবেত উপাসনার নাম করিয়া আমার পূজা প্রবর্ত্তিত হইলে জগতের কোন্ লাভ? কিন্তু জগদ্বাসী সকলকে লইয়া সকলের কুশলের জন্য জগৎপতিকে ডাকিবার পরম লাভে সকলেই লাভবান্ হউক। বিশ্বের সকলকে লইয়া বিশ্বপতির পূজার আনন্দ-মহোৎসবে সমগ্র বিশ্ব মুখরিত হউক। এই আনন্দে বিশ্বভুবন পূর্ণ হইয়া উঠুক।

জীবের একমাত্র কাম্য আনন্দ। সুখই তাহার পরমকাম্য নহে। সুখের হ্রাস আছে, বৃদ্ধি আছে, উদয় আছে, বিলয় আছে,—সুখ আজ আছে, কাল নাই, সুখের অভাবে জীব নিয়ত দুঃখ পাইয়া পাইয়া কেবলই কাঁদিতেছে। আনন্দ জীবের স্বরূপে নিত্য শাশ্বত অক্ষয় ফোয়ারায় সদা-বিরাজমান। ইহা অতীতেও ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও চিরকাল থাকিবে। মোহাবরণে জীবের চক্ষু আবৃত রহিয়াছে বলিয়া সে ইহার দর্শন পায় না। জিহ্বা জুড়িয়া ক্লেদ জমিয়া থাকিলে যেমন মিশ্রিখণ্ডেরও আস্বাদন পাওয়া যায় না। এই আনন্দ সকলের প্রত্যক্ষ হউক, এই আনন্দের আস্বাদন লভিয়া প্রতিটী জীব বিশ্বেশ্বরের সহিত নিজের অভিন্নত্ব উপলব্ধি করুক, ব্রহ্মাণ্ডের কোটি বৈচিত্র্যের মধ্যে সৃষ্টির প্রতি অণুপরমাণুর সহিত

নিজ আপনত্ব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হউক, গুহাবাসী সিদ্ধসাধকের একক মুক্তি নহে, বিশ্বব্যাপী বিশ্বজনের সহিত সাফল্য মুক্তির হউক রসাস্বাদন,—ইহাই সমবেত উপাসনার মহত্ব। তোমরা এই কথার গভীর রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিও।

দুইটী লোক একত্র চুরী করিলে তাহাদের মধ্যে একটা হৃদ্যতা জন্মে। দশটী লোক একত্র ডাকাতি করিলে তাহাদের মধ্যে একটা গভীর নিকটত্ব জন্মে। কিন্তু এই সকল কাজ হীন, জঘন্য, পাপ কার্য্য। যে কাজে পুণ্য, যে কাজে আত্মশুদ্ধি, যে কাজে গভীর আত্মপ্রসাদ, যে কাজে দিব্যানন্দ, দিব্য উন্মাদনা, দিব্য প্রীতিপ্রসঙ্গ, সেই কাজ দশ জনে একত্র মিলিয়া করিলে যে গভীর আত্মীয়তা স্থাপিত হয়, তাহার কোনও তুলনা নাই। তোমরা সমবেত উপাসনা উপলক্ষ্য করিয়া একত্র হইয়া একে অন্যের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া, একে অন্যের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া মাত্র কয়েকটী সপ্তাহ কাজ করিয়া দেখ যে, ইহার ফল কি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত।

অন্য গুরুদেবেরা শিষ্যদিগকে যুক্তিবিচারের স্বাধীনতা দেন না। আমি তাহা দিয়াছি। শুধু এই কারণেই প্রয়োজনের সময়ে তোমাদিগকে যূথবদ্ধ বা সংঘানুবর্ত্তী করিতে পারিতেছি না। কিন্তু তোমাদের স্বাধীনতার উপরে আমি হস্তক্ষেপ না করিয়াও আশা কি করিতে পারি না যে, সমবেত উপাসনায় তোমরা নিজেদের ইচ্ছাতেই একত্র হইবে? এই একটী কাজ যদি তোমরা করিতে পার, তাহা হইলে ভাবী কালের ইতিহাসের পাতায় পাতায় তোমরা তোমাদের পদাঙ্ক রাখিয়া যাইবে, যাহা পরবর্ত্তীরা স্পষ্ট দেখিতে পাইবে এবং সাগ্রহে অনুসরণ করিবে। আর যদি এইটুকু কাজ

তোমরা না করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের চিহ্নের সহিত আমার নাম-গোত্র-পরিচয়ও জল-বুদ্বুদের মতন। কাল-সাগরের বুকে মিশিয়া যাইবে,—তোমাদের বা আমার কথা কষ্ট করিয়াও ভাবী কালের মানুষেরা স্মৃতি-পথে জাগরূক করিতে পারিবে না। বিশ্ববাসী প্রতিজনের প্রতি প্রাণের অকৃত্রিম প্রেম লইয়া শিষ্যকুলের সমবেত উপাসনার মধ্যে আমি আমার আত্মবিলোপকে সম্পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা যদি সমবেত উপাসনায় অবহেলা কর, তাহা হইলে আমার আত্মবিলোপটুকুই মাত্র প্রখর সত্য হইয়া কালগর্ভে বিলীন হইবে, তোমরা কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। অথচ তোমাদের বাহুর বলের পানে, বক্ষের সাহসের পানে, হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তির পানে, চিত্তের কল্যাণৈষণার পানে, দেশমাতা জগন্মাতা কি করুণ নয়নেই না প্রত্যাশার দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরি ওঁ

শিলিগুড়ি
১২ই ভাদ্র, সোমবার, ১৩৭৩
(২৯-৮-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা, —প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কাল জলপাইগুড়ি গিয়াছিলাম। পরম আনন্দে দিনটা কাটাইয়া দিয়া

আসিয়াছি। ঐ সহরে আমার সন্তান কে কোথায় আছে, তাহা জানা ছিল না। সকলকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু বেশী আনন্দ দিয়াছেন তাঁহারা, যাঁহারা অন্য কোনও মহতের শিষ্য, যাঁহারা নিজ গুরুতে পূর্ণ শ্রদ্ধাবান্ অথচ সকল আচার্য্যদের প্রতি অগাধ ভক্তি-পরায়ণ। প্রকৃত মহাপুরুষের শিষ্যদের পরিচয় এই সর্ব্বালিঙ্গনকারী প্রেমের ভিতরেই রহিয়াছে। একদিকে যখন দেখি, একদল আচার্য্যের শিষ্যরা অন্য আচার্য্যদের কর্ম্মের পথে নানা কণ্টক রোপণ করিতে উল্লাস অনুভব করেন, দুষ্ট লোক লেলাইয়া দিয়া নানা অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া সংসারের প্রেমময় আবহাওয়াতে নানা ন্যক্কার সৃষ্টি করেন, আবার যখন সঙ্গে সঙ্গেই অন্যত্র দেখি, অপর একদল আচার্য্যের শিষ্যরা অন্য আচার্য্যদের জগৎকল্যাণমূলক কর্ম্মের পথে বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি না করিয়া অন্তরে বরং বিমল আনন্দই অনুভব করেন, তখন দুই শিষ্যদলে এবং দুই মহাপুরুষদলে যে স্তরের গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তোমরা অন্যান্য মহাপুরুষ বা তাঁহাদের শিষ্যদের সৎকর্ম্ম-সাধনের পথে চিরকাল নিজেদিগকে নির্ব্বিবাদ রাখিবে। কোনও মহাপুরুষ যদি নিজের তপস্যার প্রতাপে জনকল্যাণ সাধন করিতে থাকেন এবং তাঁহার নিষ্কলুষ বিশ্বপ্রেম যদি বিশ্বের অগণিত নরনারীকে তাঁহার মত ও পথের প্রতি আকর্ষণ করে, তবে তাহাতে তোমাদের নিরানন্দ বা বিমর্ষ হইবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। ঈর্ষ্যা নামক একটা অসঙ্গত কারণ অনেক লোককে বিপথগামী করে কিন্তু ভিন্ন মতের ভিন্ন পথের লোকদের সংখ্যা-বৃদ্ধি বা শক্তিবৃদ্ধি তোমাদের মধ্যে ঈর্ষ্যা বা অসূয়ার যেন সৃষ্টি

কদাচ না করিতে পারে। মতামতের পার্থক্য না থাকিলেও মূলতঃ প্রায় মহাপুরুষদের ও তৎশিষ্যদের পরম লক্ষ্য পরমেশ্বর-প্রীণন। যে-কাহারও পথাশ্রয় করিয়া মানুষ যদি প্রকৃতই ঈশ্বরপ্রেমিকা হয়, তাহা হইলে সে বিশ্বের প্রতিজনের প্রতি প্রেমিক হইতে বাধ্য। সুতরাং যথার্থ ঈশ্বর-প্রেমিদের সংখ্যা-বর্দ্ধনে তোমার আনন্দেরই হেতু রহিয়াছে।

কিন্তু এমনও ত' হইতে পারে যে, যদিও তোমাদের লক্ষ্য পরমেশ্বরের প্রীতিসম্পাদন করা, তথাপি তোমাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে বা সংখ্যাবৃদ্ধির আশঙ্কায় আর কোনও মতাবলম্বী ব্যক্তিদের দারুণ আতঙ্ক বা বিষম হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের সংঘবল বৃদ্ধি অন্যতর হেতুভূত সংখ্যাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ইঁহাদের সক্রিয় চেষ্টার প্রয়োজন পড়িল। সেই চেষ্টায় সফলতা অর্জ্জন করিতে হইলে যাহা যাহা করা প্রয়োজন, ইঁহারা কুণ্ঠাহীন চিত্তে সেই সকল কার্য্যে আগুয়ান হইয়া পড়িলেন। আর-এম-এস অফিস হইতে ডাক চুরি করা, টেলিফোণ একস্‌চেঞ্জে মিথ্যা কানেকশান দেওয়া, টেলিগ্রাম অফিস হইতে বিকৃত করিয়া খবর সরবরাহ করা, পথে বারংবার রেলের চেইন টানিয়া টানিয়া ট্রেণ-কানেকশান্ মিস করিয়া দেওয়া, ভূয়া খবর বা মিথ্যা রটনা প্রচার করিয়া নানা বিভ্রমের সৃষ্টি করা,—এসব অসদুপায় অবলম্বিত হইতে লাগিল। প্রশ্ন উঠিবে, তখনও কি তোমরা নির্ব্বিবাদে থাকিবে?

এক হিসাবে নির্ব্বিবাদই থাকিতে হইবে। কেন না চোরা পথে যাঁহারা কাজ করেন, তাঁহাদিগকে হাতের কাছে পাইবে কোথায়? এই সকল বাধা ইঁহারা অন্ধকারে রহিয়াই ত' সৃষ্টি করিবেন! সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও

ত' তোমরা আর বিবাদ করিতে পার না। কিন্তু বিপদটা অসিবে অন্য দিক হইতে। ডিফুতে বা লামডিং-এ তোমরা সেদিন বোমায় উড়িয়া গিয়াছ অনুমানে যাঁহারা হৃষ্ট হইয়াছিলেন, তোমরা নিজ নিজ গৃহে অক্ষত শরীরে ফিরিয়া গিয়াছ দেখিয়া তাঁহারা বিমর্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই উল্লাস ও এই বিষাদ মানবোচিত হইয়াছিল কি না, ইহা নিশ্চয়ই তোমাদের বিবেচ্য নহে। কিন্তু তোমরা উড়িয়া গেলে একদল লোকের আনন্দ হয়, না উড়িয়া গেলে মন বেজার হয়, ইহার কারণ এই যে, তোমরা তাঁহাদের দলের লোক ত' হও নাই। দলের যখন নহ, তখন তোমরা তাঁহাদের শত্রু। শত্রুর নিপাতে লোকের মনে আনন্দ হয়। তোমাদের নিপাত হইয়া গেল না দেখিয়া তাঁহাদের অন্তর বিমর্ষতায় ভরিয়া গেল। তাঁহাদের উল্লাস-তরঙ্গের যখন বন্যা চলিতেছিল, তখন সেই কল্লোলের ধ্বনি শুনিয়া তোমাদের মাতারা, কন্যারা, পত্নীরা ঘরে ঘরে তোমাদের মৃত্যু-সম্ভাবনাকে সত্য ঘটনা মনে করিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া ছিল। সেই কান্না কর্ণে প্রবেশ করিলেও এই সকল সদাত্ম পুরুষের মনে করুণার সঞ্চার হয় নাই। কেন হয় নাই? এই জন্য হয় নাই যে, তোমরা ইঁহাদের দলভুক্ত হইতে পার নাই এবং তোমাদের দল বিনা চেষ্টায় একটা বিরাট ব্যাপক বিশ্বরূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে। পাপপূর্ণ বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিতে হয় ত' একমাত্র ইঁহারাই করিবেন। অন্যেরা আসিয়া মানুষকে ঈশ্বরের নামে ভিন্নমতাবলম্বী করিয়া পরিচালন করিলে ইঁহাদের অসাপত্ন্য ধর্ম্মীয় সাম্রাজ্যবাদ টিকে না। সুতরাং তোমরা বধার্হ।

তোমাদের বিপত্তিতে উল্লাসের হেতুভূত-মনস্তাত্ত্বিক দর্শন-শাস্ত্রটুকু

হইতেছে এই। ইহা বুইঝবার জন্য অষ্টোহাঙ্গারী হইতে ডক্টর ফ্রয়েডকে ডাকিয়া অনিতে হইবে না। ইহা একটী পরিণতবুদ্ধি কিশোরও বিনা কষ্ট-কল্পনায় বুঝিতে পারে?

এই অবস্থায় তোমাদের কর্ত্তব্য কি? কর্ত্তব্য পরিষ্কার। তোমাদের আদর্শবাদ সর্ব্বমানবের ভিতরে প্রচারের জন্য তোমরা অবহিত হইবে। এতদিন তোমরা নিজেরা নিজেরা নিজেদের সাধন করিতেছিলে। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে তোমাদিগকে কদাপি আমি বলি নাই যে, তোমরা তোমাদের আদর্শ প্রচার করিয়া দিকে দিকে নিজেদের সংঘকে পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা কর। প্রতিটি দীক্ষাধিবেশনে আমি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি যে, গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর সংখ্যা-বর্দ্ধনে তোমরা সর্ব্বতোভাবে বিরত রহিবে,—করিবে তোমরা একাগ্র চিত্তে সাধন এবং নিজেদের অন্তরের অফুরন্ত বলবর্দ্ধন করিবে, কারণ আমরা দল চাহি না, চাহি বল। সাম্প্রতিক কালে পরিস্থিতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তদবস্থায় তোমাদের প্রতি আমার উপদেশের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তোমরা বলও বাড়াও সাধন করিয়া, দলও বাড়াও আদর্শ-প্রচার করিয়া।

তোমরা কতবার দমদম, আগরতলা, মোহনবাড়ী বিমান ঘাটিতে গিয়া ভিন্ন মতের প্রচারক আচার্য্যদিগকে সসম্মান সম্বর্দ্ধনা দিয়া আসিয়াছ রাজোচিত সমারোহে এবং কাহারও দ্বারা নিমন্ত্রিত না হইয়া। তোমাদের এই আচরণে যে উদার ভাবের পরিচয় আছে, সেই উদারতা হইতে তোমরা কদাচ নিজেদিগকে রিক্ত করিও না। ব্রহ্মাণ্ডের সকল গুরুই তোমার গুরু, ব্রহ্মাণ্ডের সকলের সকল শিষ্যই তোমার গুরুভাই, ব্রহ্মাণ্ডের

সকলের মত ও পথই তোমার মত ত' তোমার পথ, সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা তোমাদের আপন, তোমাদের পর এ জগতে কেহই নহে, এই বোধ লইয়া তোমরা নিজ আদর্শের সেবা করিবে। তোমার নিজ মতের সাধন তুমি সকল মতের সকল পথের লোকের কুশলের জন্যই করিতেছ। বাহ্যতঃ নানা মতের লোকের সহিত কিঞ্চিৎ বা বিশেষ পার্থক্য তোমার মত-পথের যতই থাকুক, তুমি তোমার অখণ্ড-মতকে আশ্রয় করিয়াছ বলিয়াই সকল মতের লোকদিগকে নিজের আত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেছ। এই যে এক আদর্শবাদী মধুর সত্য, ইহার অনুভূতি হইতে কদাচ স্খলিত হইও না এবং স্খলিত না হইয়াই তোমাকে তোমার আদর্শ-প্রচারে নামিতে হইবে।

প্রত্যেকে তোমরা সাধক হও এবং প্রত্যেকে তোমরা প্রচারক হও। যাহা সাধন করিবে, তাহারই উপলব্ধিটুকু প্রচার করিবে। উপলব্ধ সত্যকে কেহ প্রচার করিতে নামিলে সেই প্রচার এক অমোঘ শক্তি বহন করিয়া চলে। সাধারণতঃ প্রচারকেরা অধিকাংশেই নিতান্তই ভাসা-ভাসা কাজ করিয়া থাকে। কারণ, প্রচার-কর্ম্মের ভিতরে এমন একটা বহির্ম্মুখতা থাকে, যাহা প্রচারকারীকে অন্তর্ম্মুখ হইতে বাধা দেয়, যাহা গভীর তত্ত্বোপলব্ধির নিকট হইতে টানিয়া আনিয়া মানুষকে বাঙ্মুখর ও বাক্চপল করে। অনেক কথা কহিতে কহিতে প্রচারক শেষে নিজের অজ্ঞাতসারে মিথ্যার জাল বুনিতে সুরু করে এবং অনেক দূর পর্য্যন্ত জাল বুনিবার পরে যখন দেখিতে পায় যে, শিকারবিহীন শূন্য জাল টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিলেও কম কষ্ট হয় নাই বা কম লজ্জা নাই, তখন সে অলৌকিকের

কেচ্ছা গাহিয়া নিজের প্রচারক-জীবনকে কৌলিন্য দিতে চাহে। শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, যে যত মিথ্যা ঘটনা বিনাইয়া বিনাইয়া লোকের সহজ বিশ্বাসপরায়ণ কর্ণে ঢালিতে পারে, প্রচারক হিসাবে সে তত প্রতিষ্ঠা পায়, প্রচারক রূপে তাহার তত সাফল্য-লাভ হয়।

এই জন্যই আমি বিগত পঞ্চাশ বৎসরে তোমাদের একজনকেও কদাচ প্রচারক্ করিবার জন্য চেষ্টা করি নাই। প্রেমনারায়ণ পুপুন্‌কীর এক উৎসবে এক দারুণ বক্তৃতা দিয়াছিল। আমি কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছিলাম যে, ছেলেটাকে আমি হারাইলাম। সত্যই তাহার নিজের বাগ্মিতার প্লাবনে সে ডুবিয়া গেল, নিশ্চিহ্ন হইয়া রহিল। এইরূপ আরও একটী ছেলের হইয়াছিল। ইহাই যে ইহাদের ভাগ্যে ঘটিবে, তাহা আমি জানিতাম। আমি প্রচারককে পছন্দ করি কিন্তু তাহার ভাগ্যকে ভয় করি। উপলব্ধির সহিত মিল না রাখিয়া যাহারা প্রচার-কর্ম্মে রত হয়, তাহাদের ভাল না হইয়া পদে পদে কেবল ভুল হয়। এই জন্যই জানিও, আমি যখন তোমাদিগকে প্রচারক হইবার জন্য নির্দ্দেশ দিতেছি। তখন প্রকারান্তরে ইহাই বলিতেছি যে, তোমরা সাধন-কর্ম্মে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিনিষ্ঠিত হও।

চারিদিকের পরিস্থিতি যখন হিংসাকুল হইয়াছে,তখন তোমাদিগকে পরিস্থিতির চাপেই প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্য হইতে তোমরা আর দূরে থাকিতে পার না। ইংল্যাণ্ড কি জার্ম্মেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চাহিয়াছিল? জার্ম্মেণী সকলের উপরে যুদ্ধ চাপাইয়া দিয়াছিল। যুদ্ধে অনিচ্ছুক ইংল্যাণ্ড দায়ে পড়িয়া যুদ্ধে নামিয়াছিল। আমরা কি কখনো

আমাদের ক্ষুদ্র ধর্ম্মসংঘটীকে সংখ্যাবলে বলীয়ান করিতে চাহিয়াছি? বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী আমরা তাহা কল্পনাও করি নাই। আজ আমাদের সংখ্যাবল-বৃদ্ধিকে পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি। আজ আমাদের উদ্যত হইয়া কাজে হাত দিতে হইবে। আজ তোমাদের প্রত্যেককে উদ্যম সহকারে প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। মুখের কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে না দিয়া প্রতিজনকে সঙ্কল্পিত কাজের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে। আগের চেয়ে শতগুণ উৎসাহে তোমরা সাধনে ব্রতী হও। আগের চেয়ে অধিক পরিমাণ সময় তোমরা সাধন-কর্ম্মে নিয়োজিত কর। আগের চেয়ে স্বচ্ছতর মনোভঙ্গী নিয়া তোমরা সাধনে লাগ। পরমেশ্বরের প্রতিটি নামোচ্চারণ তোমরা করিবে নিখিল বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর হিতের জন্য। তোমাদের সঙ্ঘকে যাহারা নানা ভাবে দুর্ব্বল করিয়া দিবার জন্য নানা কূট কৌশল প্রয়োগে চেষ্টিত, তোমাদের সুনির্ম্মল তপস্যা তাহাদেরও পরম কুশল সম্পাদন করুক। কাহাকেও শত্রু বলিয়া না ভাবিয়াই তোমাদিগকে সাধন-সমরে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

যে-কাহাকেও দেখিবে ভিন্ন মতে দীক্ষিত, তাহাকে নিজ মতে নিজ পথে থাকিয়াই সাধন করিতে প্রেরণা দিবে। তাহার উপাসনায় তোমার যোগ দিবার তত্ত্বগত বাধা থাকিলে মিথ্যা উদারতা দেখাইবার জন্য নিজ মতপথে খিচুড়ী পাকাইতে বসিও না কিন্তু তোমাদের সমবেত উপাসনাতে তাঁহাদের নিজ নিজ মতপথের বিরোধিতা কিছু করা হইতেছে না বলিয়া যাঁহারা মনে করিবেন, তাঁহাদিগকে সমাদর করিয়া তোমাদের সমবেত উপাসনায় যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিবে।

মণ্ডলীর যাহারা কর্ম্মকর্ত্তা বা কার্য্যকর সদস্য, তাহারা নিজ নিজ

জীবনে কদাচ ছন্দপতন ঘটিতে দিবে না। একটানা অখণ্ড-আদর্শের আনুগত্যপূর্ণ সেবার ঐতিহ্য তোমাদের মধ্যে থাকা চাই। তোমরা নানা বারোয়ারী অনুষ্ঠানের টাকা তুলিবার জন্য চাঁদার খাতা লইয়া জন-সাধারণের কাছে যাইও না। তোমাদের এক গুরুভ্রাতা জনসাধারণের এবং অসাধারণদের মোট নাকি আঠারোটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব করিত। সঙ্গে সঙ্গে অখণ্ডমণ্ডলীর সে সভাপতি হইয়াছিল। দশ বারোটী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য তাঁহাকে চাঁদার খাতা লইয়া জনসাধারণের দুয়ারে যাইতে হইত। যাহারা নিজেদের অনুষ্ঠানের জন্য জন-সাধারণের মধ্যে কদাচ চাঁদা তুলিতে যান না, তাঁহাদের সভাপতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রধান রূপে জনসাধারণের নিকট চাঁদার খাতা নিয়া উপস্থিত হওয়াতে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের অখণ্ডমণ্ডলীর মহিমা ও সুনাম বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। পরিণামে মণ্ডলী হইতে পদত্যাগ তাহাকে করিতে হয় এবং এইরূপ ক্ষেত্রে পদত্যাগই প্রশংসনীয় কার্য্য হইয়াছে। অখণ্ডদের নেতৃত্ব করিতে আসিয়া নিজেরা মনঃপ্রাণে অখণ্ড হইতে না পারা এক বিষম অপরাধের কার্য্য।

তোমরা প্রথমে খাঁটি অখণ্ড হইয়া লও। তাহা হইলেই দেখিবে, অখণ্ড-মন্ত্র ওঙ্কার তোমাদিগকে সকল সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেমবুদ্ধিতে ভরপুর করিয়া দিতেছেন। সাধনও করিল না, আদর্শও রক্ষা করিল না, তাহাদের অন্তরে অকপট প্রেমের উদয় হইবে কি করিয়া. প্রেমে তোমরা মত্ত হইয়া যাও। প্রেমে হও মাতোয়ারা, তবেই ত' জগৎকে প্রেমে ভরপুর করিয়া

দিতে পারিবে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি মানবকে আপন বলিয়া জানিতে হইলে প্রেমই ত' তাহার সাধন। প্রেম উপজাত না হইলে কি শুধু মুখে মুখে আপন বলিলে কেহ আপন হয়? সেই প্রেমকে জাগরিত করিবার জন্য তোমার ঈশ্বর-সাধন। তোমার ঈশ্বরীয় প্রেম তোমাকে দেবতা করিয়া গড়িয়া তুলিবে, মানবত্ব প্রকৃত দেবত্বে উন্নীত হইবে এবং পুরাণকথিত দেবতাদের ন্যায় নিজেরাই অমৃতভোগী না হইয়া দেবাসুর সকলকে তোমরা অমৃত বিতরণ করিবে। তোমাদের প্রেম-প্রসারের মধ্যখানে কোনও কিন্তু থাকিবে না, তোমরা জগতের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোককে সমান আদরণীয় বলিয়া জ্ঞান করিবে। নিজেরা একটা বিরাট সম্প্রদায় গড়িয়া জগতের অপর সকল সম্প্রদায়কে লুপ্ত করিয়া দিব, এই জাতীয় হীন বুদ্ধি হইতেই সাম্প্রদায়িক ভাবের এবং নীচ উপায় অবলম্বনের প্ররোচনা আসে। বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বে নানা মত ও নানা পথ থাকিবেই। মানুষের মন চাহে অনুক্ষণ ভূমার স্পর্শ পাইতে। যিনি যেখান দিয়া যে ভাবে মানুষের মনকে সেই স্পর্শে পৌছাইয়া দিতে পারেন, তিনিই বাহাদুর। আমরা তাঁহার নিকটই কৃতজ্ঞ। ভিন্ন মতের সাধকেরাও মানুষকে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে পৌছাইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া কি তাঁহারা নিন্দনীয় হইবেন? "আমার সম্প্রদায় ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনও সম্প্রদায় থাকিতে পারিবে না, থাকিলে তাহার বিরোধ করিব, তাহাকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা পাইব,"—ঈশ্বর-ভক্তের সম্পর্কে এই ভাবটী নিতান্তই বেমানান। ঈশ্বর-ভক্ত হইলে সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি লোপ পাইয়া যায়। তখন

সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রতি প্রেমভাব জন্মে। তখন সকলকে আপন বলিয়া উপলব্ধি আসে।

অপরেরা মাঝে মাঝে যে সকল বিশ্রী কাণ্ড করিতেছে, তাহা তোমাদের মনে অশেষ ক্লেশ জন্মাইলেও তোমরা সহিষ্ণুতা সহকারে এক মনে নিজেদের কর্ত্তব্য করিয়া যাও। দেখ, একজন রামকৃষ্ণ-ভক্ত যদি নিজ মত পরিহার করিয়া গম্ভীরনাথপন্থী হন, তাহা হইলে রামকৃষ্ণ মিশনের একটী শিষ্য কমিল আর গম্ভীরনাথ-মঠের একটী শিষ্য বাড়িল। কিন্তু হিন্দু-সমাজের কি ইহাতে কোনও বিশেষ বলবৃদ্ধি ঘটিল? একজন গম্ভীরনাথপন্থী যদি ভোলানন্দ-মঠের শিষ্য হন, তাহা হইলে গম্ভীরনাথপন্থীদের একটী সংখ্যা-হানি ঘটিল আর ভোলানন্দ-পন্থীদের একটী সংখ্যাবৃদ্ধি হইল। কিন্তু বিরাট হিন্দু-সমাজের কি তাহাতে কোনও বিশেষ সামর্থ্য বাড়িল? একজন ভোলানন্দ-পন্থী যদি সন্তদাস-মঠের শিষ্য হন, তাহাতে ভোলানন্দ-পন্থীরা সংখ্যায় একজন কমিলেন, আর সন্তদাস-পন্থীরা সংখ্যায় একজন বাড়িলেন, কিন্তু বিরাট হিন্দুসমাজের ইহাতে কোনও বিশেষ লাভ হইল কি? পরন্তু রামকৃষ্ণপন্থীরা, গম্ভীরনাথপন্থীরা, ভোলানন্দপন্থীরা, সন্তদাস-পন্থীরা, বিজয়কৃষ্ণ-পন্থীরা এবং অপরাপর পথাবলম্বী সকলে যদি পরস্পরের প্রতি প্রেমভাব-সম্পন্ন হন, তবেই, যে হিন্দু-সমাজের ইঁহারা গৌরবান্বিত এক একটা অংশ, সেই হিন্দু সমাজের প্রকৃত বলবৃদ্ধি ঘটিল। ইসলামধর্ম্মাবলম্বী প্রচারকেরা প্রত্যহ ভারতের কোনও না কোনও স্থানে বহু হিন্দু-সন্তানকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছেন। পারিয়াছ কি তোমরা ধর্ম্মান্তরণের সেই স্রোত বন্ধ

করিতে? খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রচারকেরা ভারতের প্রায় প্রত্যেক জেলায় প্রতিদিন কিছু না কিছু হিন্দুসন্তানকে যীশুর অনুগত সেবকে পরিণত করিতেছেন, জর্ডন নদীর একফোঁটা জল ইহাদের মস্তকে গরমোৎসাহ সহকারে সিঞ্চিত হইতেছে। পারিয়াছ কি সেই উদ্যম প্রতিহত করিতে? ইহা করিতে পারিলে হিন্দুর সংখ্যাহ্রাসের প্রতীকার হইলে হইতে পারিত। কিন্তু হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির প্রকৃত উপায় হইতেছে, অহিন্দুদের মধ্যে তাহাদের সহজে গ্রহণীয় ভাবে তোমাদের ধর্ম্মকে প্রচারিত প্রসারিত করিয়া তাহাদিগকে তোমাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনের সম্মানিত অংশ ভোগের অধিকার দান। এ সকল কাজের দিকে যাঁহাদের মন নাই, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে খাওয়াখায়ি করিবার জন্য এ কি অসঙ্গত আচরণ সব করিতেছেন? তোমরা এই সকল কুৎসিত দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিও না।

অপরেরা নিজ নিজ মতামত প্রচার করুন এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুন। তোমরাও তোমাদের মতামত প্রচার কর এবং যেটুকু প্রতিষ্ঠা তোমাদের তপস্যায় প্রাপ্য, তাহা লাভ কর। তপোহীন ত্যাগহীন ব্যক্তিরা শক্তিহীন হয়। তপোবলে বলীয়ান্ ত্যাগপ্রবুদ্ধ পুরুষ-নারীরা পদভরে মেদিনী কাঁপায়, কটাক্ষে বজ্রবিদ্যুতের খেলা দেখায়। তোমরা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া একান্ত মনে তপঃপরায়ণ হও। মনে রাখিও, তোমরা নিঃসম্বল নিরাশ্রয় অনাথ আতুরের দল নহ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

শিলিগুড়ি
১০ই ভাদ্র, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গতকাল প্রাতে নয়টায় মোটরযোগে সাধনা চলিয়া যায় জলপাইগুড়ি, আমি বেলা ১টার ট্রেণে রওনা হই মাল। সাধনা ও আমি দুই স্থান হইতে নিজ নিজ কাজ সারিয়া প্রায় একই সময়ে মাল পৌঁছি। সেখানে আমাদিগকে ভাষণ দিতে হইয়াছিল। শ্রোতারা অধিকাংশই তরুণ। তরুণদের কাছে কথা কহিতে আনন্দ পাই।

তোমরা তরুণদের ভিতরে কাজ সুরু কর। দেশের আবহাওয়া যতই প্রতিকূল হউক, ইহাদিগকে শুনাইতে হইবে যে, ইহাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন জগতের অশেষ মঙ্গল করিবে। একজনের ব্রহ্মচর্য্যে শুধু ঐ একজনেরই লাভ নহে, চতুর্দ্দিকের শত শত লোকের লাভ। একজনের অনাচার বা ব্যভিচার শুধু একজনেরই ক্ষতি নহে, পরিপার্শ্বের শত শত জনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি। তরুণ-তরুণী সমাজকে ব্রহ্মচর্য্যের অনুরাগী করিয়া তোলার চেষ্টার ভিতরে সমগ্র জগতের কল্যাণ-সাধনা লুকাইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি লোককে কুসংস্কারের দাস করা নহে, বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত করাই হইবে তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য প্রচারের উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কদাচ ভুলিও না।

তরুণদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ কর। তাহাদিগকে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল করিয়া তোল। তাহাদের ভাব-সমুদ্রে পূর্ণিমার চাঁদ তুলিয়া ধর। তাহাদের অন্তরের প্রসুপ্ত দেবত্বকে পর্ব্বতপ্রমাণ ঊর্ম্মিমালায় মণ্ডিত কর। তাহাদের স্বভাব-চঞ্চলতা শ্রেষ্ঠ আদর্শের সেবায় জীবনপাত করিবার উদগ্র কামনায় পরিণত হউক। তাহাদের ভিতরে আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোল, আর জাগাও বিশ্বমানবের দুঃখবিদূরণের দুর্দ্দম্য প্রেরণা।

এবার মালে আসিয়া কর্ম্মীদের মধ্যে অনেক গুণ অধিক কর্ম্মোদ্দীপনা লক্ষ্য করিলাম। মালদহ ও শিলিগুড়ি এই দুই স্থানেও তাহাই লক্ষ্য করিয়াছি। ভাটার নদী জোয়ার বহিতে শুরু করিলে কাহার না আনন্দ হয়? তোমরা প্রতি স্থানে সঙ্কল্প কর, বিগত দশ বৎসরে যে যেখানে যত কাজ করিয়াছ, এবার এক বৎসরে তাহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ কাজ করিতে হইবে। তোমরা প্রত্যেকস্থানে প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা কর, গত দশ বছরে যত জন লোক কাজে হাত লাগাইয়াছে, এইবার এক বৎসরের মধ্যে সক্রিয় কর্ম্মীর সংখ্যা তাহার দশগুণ করিতে হইবে। চেষ্টা থাকিলে, উদ্যম থাকিলে মাত্র একটা বছরের মধ্যে যে অনেক অভাবনীয় কাজ করা যায়, ইহা তোমরা প্রমাণিত কর।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিও, কর্ত্তৃত্ব লইয়া কলহ করিলে কেহ কাজ করিতে পারে না। যাহার অন্য দশদিকে পিছন-টান, এমন ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় পুরোভাগ হইতে সরিয়া আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া সহযোগ দাও। যাহাদের পিছনটান কম, তাহারা জোর কদমে সম্মুখে

আগাইয়া যাও। একজন অলস, ঢিলা, শ্লথগতি বা নানা কর্ম্মভারে জর্জ্জরিত লোককে সম্মুখে রাখিবার ফলে সকলে মিলিয়া ঢিমা তেতালায় হাঁটিতে সুরু করিবে, ইহা যেন না হয়। কর্ম্মের দাবীর কাছে চক্ষুলজ্জার দাবীকে দাবাইয়া দাও। তোমাদের মণ্ডলীগুলি ব্যক্তিগত রাজনীতির আসর নহে। সঙ্ঘের প্রকৃত কুশলের দিকে তাকাইয়া যদি নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী একজন আদালতের পেয়াদার মধ্যেও পাও, তবে জেলা-জজ গুরু-ভাইকেও মণ্ডলীর নেতৃত্ব দিবার প্রয়োজন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকৃত সৈনিকেরই দাম বেশী, বড় বড় খেতাবের দাম কিছুই নহে।

আত্ম-কলহের সম্ভাবনা দেখা দিলে, বিবদমান উভয় পক্ষকেই মণ্ডলীর পুরোভাগ হইতে সরিয়া গিয়া নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিবাদ কর্ম্মী ব্যক্তিদিগকে পুরোভাগে আনিয়া বসাইতে হইবে। দ্রুত কর্ম্ম-পরিচালনের পক্ষে ইহা এক অতি সুন্দর নীতি। কলহে কেবল শক্তিহানিই হয় না, আত্মনাশও হয়। কলহে কেবল দ্রুত ধাবনক্ষমতাই নাশ পায় না, সুযোগও নাশ পায়। কলহের মূল ব্যক্তিত্বাভিমান এবং ব্যক্তিত্বাভিমান তাহারই সব চেয়ে বেশী প্রখর থাকে, যে কাজ না করিয়া কর্ম্মীর সম্মান দাবী করে, ত্যাগ না করিয়া ত্যাগীর পূজা চায়, আদর্শে নিষ্ঠাবান্ রহিয়াও আদর্শ-নিষ্ঠদের চেয়ে বেশী মর্য্যাদার দাবী করে। এই আত্মাভিমানকে তোমরা উদ্যত দণ্ডে বিনাশ কর, নির্ম্মূল কর।

রাম ও শ্যাম এই দুই জনের মধ্যে মনের মিল তখনই সহজে

সম্ভব, যখন রাম ও শ্যাম উভয়ের অভীষ্ট হয় এক। "মণ্ডলীর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব," ইহা যখন হইবে একজনের লক্ষ্য, "মণ্ডলীকে ইচ্ছাখুশীতে পরিচালন করিয়া নেতৃত্ব করিব," ইহাই যদি হয় তখন অপর একজনের লক্ষ্য, তখন কি এই দুইজন মনের মিল লইয়া কাজ করিতে পারে? "দেখ, আমি আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা সম্পাদক, সুতরাং আমি মণ্ডলীরও সভাপতি বা সম্পাদক হইব,"—এইরূপ দাবী সমর্থনের সম্পূর্ণই অযোগ্য। মণ্ডলীকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া সেবা দিতে যে আসিবে না, সে একজন নিদ্রিত বা অর্দ্ধ-নিদ্রিত সদস্য মাত্র থাকিতে পারে কিন্তু কর্ম্মকর্ত্তা করিতে হইবে তাহাদিগকে, যাহারা প্রয়োজন হইলে অন্য সকল কাজ তুচ্ছ করিয়াও মণ্ডলীর কাজই করিবে। মণ্ডলীর সেবক-নির্ব্বাচনকালে এই একটী জরুরী কথা তোমরা স্মরণে রাখিও। ত্রিনিবাস-দাদা অমুক ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বা তমুক কলেজের প্রফেসার, এই দাবীতেই তিনি একটা মণ্ডলীর অন্যতম প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা হইতে পারেন না। মণ্ডলীর উন্নতির জন্য যিনি আপ্রাণ করিবেন শ্রম, নিজের ত্যাগ-স্বীকারের ক্ষমতা না থাকিলেও স্বকীয় শ্রমের মহিমায় অন্য দশজনের ত্যাগের সুফল মণ্ডলীকে ভোগ করিতে দিতে পারিবেন, নিজে শ্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য দশ বিশ জনকে একই লক্ষ্যে শ্রম করিবার জন্য বারংবার প্রেরণা দিবেন, তোমাদের উচিত তেমন লোককে উচ্চ পদে আসীন করান। তোমরা যদি অন্য বিবেচনার প্রভাবাধীন হইয়া নির্ব্বাচন-কালে চক্ষুলজ্জাকেই বরণডালা

দাও, তাহা হইলে একটা বৎসরের জন্য মণ্ডলী যে পিছাইয়া গেল, তাহা নিবারণ করিবে কে?

করিলে মণ্ডলীগুলি অনেক কাজ করিতে পারে। আপাততঃ তোমরা বাহিরের দিকে নূতন নূতন কাজ খুলিতে সমর্থ হইতেছ না বটে কিন্তু মালটিভারসিটির দ্বারোন্মোচনের পর হইতে হয়ত তোমাদের প্রতিটি মণ্ডলীকে বাহিরের লোককে সেবা দিবার জন্য নূতন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। আপাততঃ মণ্ডলীগুলি তোমাদের নিজস্ব ভাব ও আদর্শের পরিপুষ্ট বিধানের যন্ত্র-স্বরূপিনী হইলেও বিশ্বজনের অশেষ প্রকার সেবা করাই তখন তোমাদের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইবে। তোমাদের সম্মুখে বিশ্বজোড়া কাজের দাবী এবং তাগিদ। এই কথাটী স্পষ্ট বুঝিয়া তোমরা নিজেদের স্বার্থে, মণ্ডলীকে ব্যবহার না করিয়া মণ্ডলীর স্বার্থে নিজেদিগকে ব্যবহার কর। তোমরা বয়স্কের দল যখন নিজেদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়া কাড়কাড়ি কর, তখন তোমাদের শিশু পুত্রকন্যারা যে তাহা দেখিয়া উহারই নকল করিবার জন্য পঁয়তারা করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে ভুলিও না। তোমার জীবনের ব্যক্তিগত মূল্য নিতান্তই একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু তোমার বংশধর ও বংশধারিণীদের জীবন-স্রোত বহিয়া অনন্তকাল সমুদ্রের দিকে ছুটিতেছে, ইহা ভুলিয়া যাইও না ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

পুপন্‌কী, মঙ্গলকুটীর
* মঙ্গলবার, ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭৩
(৯-৮-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়াছি। কল্যাণীয়া মাকে দিন কয়েক আগে পত্র দিয়াছি। সংসারে থাকিয়া স্বামী ও শাশুড়ীর সেবা করিয়া গর্ভাবস্থায় পড়াশুনা করিয়া সে যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা মস্তবড় কথা। এজন্য সে বিশেষ আশীর্ব্বাদের অধিকারিণী হইয়াছে।

গর্ভবতী নারীর হাতের জল শুদ্ধ নয়, সে বিগ্রহকে পুষ্প-চন্দন দিতে বা তিল-তুলসী ধান্য-দূর্ব্বাদি দ্বারা বিগ্রহকে অঞ্জলি দিতে যে অধিকারিণী নয়, এই সকল সংস্কার একটু সেকেলে। যাঁহারা মানেন, মানিতে দাও। তোমাদের মানিবার প্রয়োজন নাই। রজস্বলা অবস্থায় নারীর শরীর অশুচি থাকে এবং প্রসব-কাল হইতে কিছু সময় পর্য্যন্ত শরীরের তদ্রূপ অবস্থা থাকে। এই সময়ে নিজ হস্তে বিগ্রহ-সেবা না করিয়া অন্য দ্বারা করানই সঙ্গত। কিন্তু গর্ভাবস্থা মাতৃত্বের একটা সংযতাবস্থা। এই অবস্থায় নারীকে আমি বিশেষ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। সে তখন জগন্মাতার একটা বিকাশোন্মুখ অবস্থায়। তাহাকে

* (পত্রখানার অনুলিপি পরে পাওয়া যাওয়ায় সঠিক স্থানে প্রকাশ সম্ভব হয় নাই।)

অশুচি জ্ঞান করা ভ্রম। অন্যান্য পন্থাবলম্বীদের মতে যাহাই থাকুক, তোমরা আমার মতেই চলিবে।

গর্ভাবস্থায় যত ভগবৎ-স্মরণ করিবে, সন্তানের তত কুশল হইবে। এ কথাটা অনেক সম্প্রদায়ের আচার্য্যদেরই ধারণায় আসে বলিয়া মনে হয় না। কাহাকেও কাহাকেও বলিতে শুনিয়াছি, গর্ভাবস্থায় দীক্ষা লওয়া পাপ। অভিমন্যু ত' মায়ের গর্ভে বসিয়া চক্রব্যূহ-ভেদ শিখিয়া ছিলেন। অষ্টাবক্র মায়ের গর্ভে বসিয়া সমস্ত বেদ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা গর্ভাবস্থার মহত্ব প্রমাণিত হইতেছে। গর্ভাবস্থায় মাতা যত পুণ্য কার্য্য করুন, সকলের সুফল সন্তানে বর্ত্তিবে। অন্ততঃ বর্ত্তানো ত' একান্তই স্বাভাবিক। সুতরাং কল্যাণীয়া মায়ের নবম মাস গর্ভাবস্থা বলিয়া তার কাছ হইতে পূজার্চ্চনার কাজ কাড়িয়া লইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

সোমবার, ৯ আশ্বিন, ১৩৭৩

(২৬-৯-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বারংবার বলিয়াছি, শরীরের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, প্রাণেরও

তেমন খাদ্যের প্রয়োজন। উপাসনা প্রাণের আহার। উপাসনা না করিলে প্রাণ জীর্ণ হয়, শীর্ণ হয়, দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

কিন্তু প্রার্থনা আলাদা বস্তু। আমার 'কিছু চাই, তাহা আমি ভগবানকে জ্ঞাপন করিলাম। ইহার নাম প্রার্থনা। কেহ প্রার্থনা করে ধন, কেহ চাহে জন, কাহারও অভীলিপ্সিত বস্তু যশ এবং প্রতিপত্তি, কেহ বা চাহে ইন্দ্রত্ব, শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব। কিন্তু আমাদের উপাসনায় এই সব প্রার্থনার বালাই নাই। রূপং দেহি, ধনং দেহি, জনং দেহি, দ্বিষো জহি এর একটা কথাও আমরা বলি না। আমাদের উপাসনায় আমরা বলি,—'হে পরাৎপর ব্রহ্ম, তোমার জয় হউক।' আমাদের উপাসনায় আমরা বলি,—'ধ্যান করিতেছি সেই পরম জ্যোতির্ম্ময়ের যিনি আমদের ধী-কে পরিচালিত করিতেছেন।' আমাদের উপাসনার সময়ে আমরা সঙ্কল্প করি,—'জগতের মঙ্গলকারী হইতেছি। দেহ মন প্রাণ আত্মা একমাত্র জগতের কল্যাণেই নিয়োজিত থাকুক।' আমাদের উপাসনায় আমরা মহামন্ত্র জপ করি সর্ব্বপ্রার্থনা-বিমুক্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া। 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক',—ইহাই আমাদের কাম্য।

উপাসনা করিতে বসিয়া আলাদা প্রার্থনার কোনও প্রয়োজন নাই। আমাদের উপাসনার মন্ত্রগুলিতে যে সকল ভাবের ব্যঞ্জনা আছে, তাহাতে আলাদা করিয়া প্রার্থনার অবকাশ থাকে না। 'যথাভিসন্ধং কুরুকল্যাণম্,—তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, তেমন ভাবে আমার ও বিশ্বের কল্যাণ কর',—ইহাই আমাদের উপাসনার মূল কথা। ভগবন্নাম করিতে করিতে শ্রীভগবানে অমাদের ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ আসিবে,

আত্ম-সমর্পণের ফলে পূজ্য ও পূজককে, সেব্য ও সেবককে আরাধ্যে ও আরাধকে অপূর্ব্ব মহামিলন ঘটিবে, যাহার রসাস্বাদন অনির্ব্বচনীয়। প্রার্থনায়, যাচ্ঞায় ইহা দাও উহা দাও বলিয়া কাতর ক্রন্দনে কি সেই অমিয়মধুর আনন্দাস্বাদ সম্ভব হইতে পারে? যিনি আমার প্রাণপ্রিয়তম, তিনি কি আমার অন্তরের অভাব বোঝেন না? যিনি আমার মাতা বা পিতা, তিনি কি নিজে হইতেই আমার অভাব পূরণের জন্য চেষ্টিত থাকেন না? কোলের শিশু চীৎকার না করিলে কি মাতা বুঝিতে পারেন না যে, শিশুর এখন খাদ্যের প্রয়োজন?

অবশ্য আমরা কাহারও আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রাদ্ধকালে, কাহারও রোগারোগের জন্য সঙ্কট-সময়ে, কাহারও দীর্ঘায়ুর জন্য অন্নারম্ভকালে, কাহারও বিবাহিত জীবনে নিত্যসুখের জন্য পরিণয়কালে সমবেত উপাসনা করিয়া থাকি। আমরা কি জন্য এই উপাসনাটী করিতেছি, তাহা অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে ঘোষণা করিয়া দিলেই প্রার্থনার উদ্দেশ্য সফল হইয়া গেল। আলাদা করিয়া প্রার্থনাবাক্য পাঠ বা প্রার্থনামন্ত্র জপের কোনও প্রয়োজন নাই। সমবেত উপাসনাকালে যে সময়টুকু নামজপের জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া আছে, সেই সময়টুকু নিষ্কামচিত্তে নাম জপ করিলেই প্রার্থনার কাজ হইয়া যায়।

অবশ্য উপাসনা যেমন এক মহাশক্তি, প্রার্থনাও তেমন এক মহাশক্তি। নিয়মিত-উপাসনা-পরায়ণ ব্যক্তিরও কখনও কখনও প্রার্থনার প্রয়োজন পড়িতে পারে। তদবস্থায় তিনি অন্য সকল সময়ে অন্তরে প্রার্থনার দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিতে পারেন। একটী তরুণ কিশোর

সমস্ত দিনে এবং সমস্ত রজনীতে যতটুকু সময় সজাগ ও সজ্ঞান থাকে, তাহার উপাসনার সময়টুকু বাদ দিয়া বাকী সবটুকু সময় সে অন্তরে অনুক্ষণ এই প্রার্থনা জাগরূক রাখিতে পারে,—"হে ভগবান, আমাকে তেজ দাও, বীর্য্য দাও, দুর্ব্বার সৎসাহস দাও, অনমনীয় চরিত্রবল দাও, আত্মসংযমের পূর্ণ ক্ষমতা দাও।" একজন মুমূর্ষু বৃদ্ধের নিজ উপাসনার সময়টুকু ব্যতীত অন্য সকল সময়ে অন্তরে প্রার্থনার এই বহ্নিমালা জ্বালাইয়া রাখা উচিত এবং সঙ্গত,—"হে পরমেশ্বর, বৃথা কাজেই জীবন বিতাইয়া দিয়াছি, অলাভজনক কাজে পরমায়ু খোয়াইলাম, এখন যে কয়েকটী মুহূর্ত্ত অবশিষ্ট আছে, তাহার মধ্যে শতযুগের তপস্যার সার্থকতা সঞ্চার করিবার ক্ষমতা দাও!" এভাবে নিত্য-উপাসনা-পরায়ণ ব্যক্তি উপাসনার সময়টুকু ব্যতীত অন্য সকল সময়ে অন্তরের প্রজ্জ্বলিত প্রার্থনা জাগাইয়া রাখিতে পারে। উপাসনার সময়টুকুর মধ্যে কতকগুলি প্রার্থনার আমদানী করিয়া উপাসনাকে কৌলিন্যচ্যুত করা সঙ্গত নহে।

মনকে একাগ্র করিবার জন্য স্তোত্র-পাঠাদি প্রয়োজন। সেই স্তোত্রে ইহা দাও, উহা দাও, এসব কথা না থাকিয়া পরমেশ্বরের মহিমা এমনভাবে বর্ণিত হওয়া প্রয়োজন যেন উপাসকের অন্তর সংসারের তুচ্ছ সীমা লঙ্ঘন করিয়া সর্ব্বসংস্কারের পরিবন্ধন ছিন্ন করিয়া নিরঙ্কুশ গতিতে ভূমায় পৌঁছিতে পারে। স্তোত্রাদি সাধনমন্ত্রের অনুকূল হওয়া আবশ্যক। স্তোত্রগুলির মধ্যে স্বকীয় সাধন-ধর্ম্মের বিশিষ্ট দার্শনিক তত্ত্ব সুপ্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। স্তোত্রাদির পঠন বা গায়ন দ্বারা

চিত্তের স্থৈর্য্যভাব আসা স্বাভাবিক। এই স্থৈর্য্যভাবের সুযোগে ব্রহ্মানুধ্যানের সিংহদুয়ার ব্রহ্মগায়ত্রীতে প্রবেশ আবশ্যক।

ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্রজপ অনুক্ষণ তোমার অন্তরে এই সঙ্কল্পকে প্রবল হইতে প্রবলতর করিতে থাকুক যে, তুমি সত্যিকারের ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেছ। ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মিকী, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, পরাশর, পুলস্ত্য, পুলহ, গৌতম, অগস্ত্য প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মতেজের তুমি অধিকারী হইতেছ, প্রতিবার ব্রহ্মগায়ত্রী-মন্ত্র স্মরণ বা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভিতরে প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটিতেছে, তোমার শূদ্রত্ব-মোচন হইতেছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি এক একটী নবতর দিব্য জন্ম লাভ করিতেছ। মনে মনে ভাবিবে, ব্রহ্মগায়ত্রী যেন এক স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথী, যাহাতে অবগাহন করার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপাপ, সর্ব্বতাপ, যাবতীয় অশুচিতা এবং দুর্ব্বলতা চিরতরে পলায়ণ করে।

ইহার পরে আসিবে তোমার জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প করিবার পালা। মনে মনে ভাবিতে হইবে, তুমি জগতের মঙ্গলকারী হইতেছ, তোমার দেহ-মনঃপ্রাণ জগতের কল্যাণের জন্য তৈরী হইতেছে। তোমার জন্ম জগৎ-কল্যাণের জন্য, মৃত্যু জগৎকল্যাণের জন্য, জীবনধারণ জগৎকল্যাণের জন্য, পুনর্জ্জন্ম জগৎকল্যাণের জন্য, তোমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ জগৎকল্যাণের জন্য, তোমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন জগৎকল্যাণের জন্য। তোমার আহার জগৎকল্যাণার্থে, নিদ্রা জগৎকল্যাণার্থে, শ্রম ও আরাম, চিন্তা এবং কর্ম্ম, বাক্য এবং সঙ্গীত, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা, জ্ঞানলাভ ও জ্ঞানদান প্রাভৃতি যাবতীয় চিন্তা

ও চেষ্টা একমাত্র জগদ্ধিতায়। নাম রূপ ব্রহ্মে নিমজ্জিত হইবার পূর্ব্বে এই সঙ্কল্পে আরূঢ় হওয়া একান্তই প্রায়াজন। কতজনেই সাধন করিয়াছে কেবল নিজের মুক্তির জন্য, তুমি ত' সাধন করিবে জগদ্বাসীর সকলের মুক্তির জন্য।

এই স্থানে প্রচলিত মত ও পথ হইতে তোমাদের মত ও পথের পার্থক্য বা বিশেষতা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

পুপুন্‌কী মঙ্গলকুটীর

১১ই কার্ত্তিক, শুক্রবার ১৩৭৩

(২৮-১০-৬৬)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কোনও একটী মেয়ের সহিত বিবাহের আলাপ যদি দুই বৎসর ধরিয়া চলিতেই থাকে, তাহা হইলে তাহার সম্পর্কে মনে দুর্ব্বলতার সঞ্চার হওয়া কোনও আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। কিন্তু তোমার নরগন এবং কন্যার রাক্ষসগণ বলিয়া কন্যার অভিভাবকদের যখন বিবাহে অমত হইয়াছে, তখন তুমি মনকে একটু সবল করিয়া লইয়া অভিভাবকদের অভিপ্রায়কে সম্মান দান করিবে, ইহাই সঙ্গত।

নরগণে আর রাক্ষসগণে বিবাহে নরগণীয় ব্যক্তির অকালমৃত্যু আশঙ্কা করা হইয়া থাকে। ইহাই অভিভাবকদের অসম্মতির কারণ। আমি অবশ্য জ্যোতিষের এই গণ-বিচারের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানি না। সুতরাং জ্যোতিষীদের এই সকল হুশিয়ারির কোনও মূল্য দেওয়া উচিত কিনা অথবা মূল্য দিলেও কতটুকু দেওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে আমার নিজস্ব কোনও অভিমত আজ তক্ গঠিত হয় নাই। সুতরাং তোমরা অভিভাবকদের মতামত মান্য করিয়া চলিও।

যাহাদের কোষ্ঠী-ঠিকুজী থাকে না, তাহাদের ত' বিবাহ আক্ছার নির্ব্বিচারেই হইয়া যাইতেছে। সেই সকল ক্ষেত্রে যত রমণী বিধবা হইতেছে, তাহারা প্রত্যেকে রাক্ষসগণীয় ছিল কি না এবং তাহাদের স্বামীরা প্রত্যেকে নরগণীয় ছিল কি না, একথা কে বলিবে? আবার, বহু-কোষ্ঠী-ঠিকুজী মিলাইয়া যেই সকল শুভ-বিবাহ হইতেছে, তাহার মধ্যেও শত শত স্থলে পত্নীরা যে বৈধব্য অর্জ্জন করিতেছে, তাহারই বা কারণ কি, ইহা কে অনুসন্ধান করিবে? নরগণ রাক্ষসগণ ইত্যাদি গণবিচার মিথ্যা, একথা এখনো প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু এই গণবিচার যে নির্ভুল সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত,তাহাও আজ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং একথাই বলিতে হইবে যে, আপাততঃ ইহা একটী জন-সংস্কার মাত্র। শক্তিমান্ ব্যক্তিরা অনেকেই জন-সংস্কারকে মানেন নাই, সাধারণ ব্যক্তিরা অমান্য করিতে সাহস পান নাই। ইহার অতিরিক্ত মন্তব্য কিছু করা যায় না।

অভিভাবকদের যদি সম্মত করাইতে পার, তবে নর-রাক্ষসে বিবাহ

আমি অসঙ্গত বিবেচনা করি না। ভারতীয় সংসারে অভিভাবকের স্নেহদৃষ্টি অতি প্রধান কথা। পাশ্চাত্য সংসারে যেমন কবুতরের বাচ্চা উড়িতে শিখিবার পরে মায়ের প্রকোষ্ঠে বসিতেও পারে না, থাকা ত' দূরের কথা, ভারতীয় সংসারের রীতি তাহা নহে। ভারতীয় পিতামাতা আমৃত্যু পুত্রকন্যার জন্য সাগ্রহে অশেষ ত্যাগ, দুঃখ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া থাকেন। এই সংসারে পিতামাতার প্রীতিসাধন সঙ্গত ভাবেই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শারদীয়া অখণ্ডোপাসনা অনেক স্থানেই হইয়া থাকে। অধিবাস হইতে দশমী পর্য্যন্ত সাড়ম্বরে এই অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। সকল মতের এবং সকল পথের লোকেরা ইহাতে যোগ দেন এবং অনুষ্ঠান সফল করেন।

কোথাও কোথাও দশমীর শোভাযাত্রার পরে বিগ্রহ ফিরাইয়া গৃহে আনা হয় এবং এই স্থলে ঐ বিগ্রহের নিত্যপূজার দায়িত্ব কোনও একজন গৃহস্থকে নিতে হয়। যে স্থলে বিগ্রহটীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা

সম্ভব নহে, সেস্থলে তাহার সাড়ম্বরে গভীর জলে বিসর্জ্জনও হয়। ইহার মধ্যে কোনও মতভেদের অবকাশ নাই।

বিগ্রহকে সলিলে বিসর্জ্জন দেওয়ার আর একটী ক্ষেত্রও আছে। যথা, শ্মশান-সংস্কারের কালে শবের বক্ষে যেই বিগ্রহখানা স্থাপিত করিয়া অখণ্ড-স্তোত্র পাঠাদি হয়, অগ্নি-সংযোগের পূর্ব্বে তাহা সযত্নে সলিলে সমর্পণ করা হয়। কালী, দুর্গা, সরস্বতী প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি যে জলে বিসর্জ্জিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য ঐ মূর্ত্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন নহে, পরন্তু এই দেবতার পুনরায় নবমূর্ত্তি গৃহীত হউক, পুনরাগমনের এই আকুল আবেদনটুকু নিয়া বিসর্জ্জন-ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং বিগ্রহ-বিসর্জ্জন কোনও হেয় ভাবোদ্দীপক নহে।

জন্মোৎসবের বিগ্রহকে অবশ্য বিসর্জ্জন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। জন্মোৎসবে এমন বিগ্রহই রাখা উচিত, যাহা জলে বিসর্জ্জনের প্রয়োজন রাখে না।

আশা করি, সময় মত আমার পত্র না পাইলেও সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা তোমরা উপরিলিখিত মীমাংসাই অবলম্বন করিয়াছ।

ঐক্যের যাহাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, অনৈক্য যাহাতে কমিয়া যায়, তোমাদের বাক্য, ব্যবহার, চিন্তা ও প্রচেষ্টা তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। কোনও কারণে কোনও অনৈক্য ঘটিয়া থাকিলে পরবর্ত্তী আচরণের মধ্য দিয়া প্রীতিপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া চল। প্রীতিই শক্তি, অপ্রীতি শক্তি নহে, উহা দুর্ব্বলতার প্রসূতি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর

১১ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কেহ চাকুরী ব্যপদেশে অন্যত্র বদলী হইয়া গেলে, যে স্থানে গেল, সেখানে থাকিয়াও যেন সঙ্ঘের সহিত সংযোগ রক্ষা করে, এই চেষ্টাটুকু তোমাদের করিতে হইবে। তাহা হইলে দেখিবে যে, বদলীর দ্বারা ক্ষতি কিছুই হয় নাই, বরং লাভই হইয়াছে, প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দেওয়াও একটী মস্ত সেবা জানিও।

যে সকল মহিলারা দীক্ষিতা হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বামীরাও দীক্ষিত হইলে সংসারে একতা বাড়ে, উভয়ের শক্তি বাড়ে, একথা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিও।

তোমাদের সাধনে একটী চমৎকার স্তোত্র আছে। যথা,— "শরণাগতোঽহং তব পাদপ্রান্তে, যথাভিসন্ধং কুরুকল্যাণম্।" তোমার চরণে শরণাগত হইলাম, এখন তুমি তোমার অভিপ্রায় অনুযায়ী কল্যাণ কর। অন্তরে নিষ্কাম ভাব জাগাইবার এবং প্রতিষ্ঠিত করিবার ইহা এক চমৎকার ব্যবস্থা। নিষ্ঠা সহকারে কাজ করিয়া যাও, সকাম মন আপনা আপনি নিষ্কাম হইবে।

কারখানার চাকুরেরা ঘড়ির দাস। ঘণ্টা পড়িলে কাজের জায়গায় পৌঁছিতেই হইবে। তাহারা যে যেখানে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া পারে,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিজ নিজ আধ্যাত্মিক কর্ম্ম করিয়া যাউক। সৈনিক বৃত্তি যাহারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদ্দিগকে রাইফেল চালাইবার ফাঁকে ফাঁকেই নাম করিতে হইবে। ইহাই ত' সর্ব্বশাস্ত্রের নির্দ্দেশ। মুসলমানেরা কি যুদ্ধক্ষেত্রেও নমাজ পড়ে না? দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষা লও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের ওখানে নিত্য নূতন এক একটী সংঘ বা মঠের কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে শুনিয়া আমি একটুকুও উদ্বিগ্ন হই নাই। দেশে শত শত প্রতিষ্ঠান থাকিবেই। তবে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি অত্যন্ত অনার্য্যোচিত ব্যাপার। তোমরা নিজেদের আদর্শের পতাকা দৃঢ় হস্তে ধরিয়া রাখ এবং যেখানে যে-কোনও সংঘ আত্মবিস্তারের চেষ্টা করুন, তাঁহাদের প্রতি নির্ব্বিদ্বেষ নির্দ্বন্দ্ব মনোভাব লইয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাও। নানা জনে নানা ভাবে মানবসমাজের সেবা করিবেন। তাঁহাদের সেই সেবাধিকার অস্বীকার করিবার কোনও যুক্তি নাই। এমন অনেক দুর্গম ও বিপজ্জনক স্থান আছে, যেখানে আমি

সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা লইয়া ঘনান্ধকার সর্পশ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যাণীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তাই বলিয়া ইহা ত' কখনো দাবী করি নাই যে, অন্যেরা গিয়া মশাল জ্বালিতে পারিবেন না! সঙ্ঘে সঙ্ঘে যখন শত্রুতা দেখি, তখন আমার মনে হয় যে, আদিম মানবের আরণ্য যুগের এখনও বুঝি অবসান হয় নাই। কিন্তু আমরা চাহি প্রতি মানবাত্মার নিদ্রোত্থান। আমাদের মনে ত' নীচ, হীন, হিংসক সংস্কার থাকিতে পারে না। অন্যেরা যদি বিদ্বেষও প্রচার করে, তথাপি আমরা আমাদের প্রেমধর্ম্মে অটল থাকিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ মঙ্গলকুটীর
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার প্রার্থনা দুইটী শুনিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম। প্রথম প্রার্থনা, তুমি যেন আমার চরণ-স্পর্শ করিতে পার। এ প্রার্থনা তোমার মঞ্জুর হইল। ধরিত্রীর যে-কোনও স্থানে ভক্তিভরে যখন তুমি প্রণাম করিবে, সূক্ষ্মভাবে আমি আমার শ্রীচরণ সেখানেই তখন রাখিব। এই কথাটী বিশ্বাস করিও।

তোমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, তুমি যেন আমার নিয়ম-প্রণালী মানিয়া চলিতে পার। অন্যেরা নিজ নিজ সুবিধা মতন আমার নিয়ম-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া লইবার প্রার্থনা করে। কিন্তু তুমি তাহা কর নাই। তোমার এই একান্ত অনুগত ভাব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। হাঁ মা, আশ্বাস দিতেছি যে, নিশ্চিতই তুমি আমার নিয়ম-প্রণালী পালন করিয়া চলিতে পারিবে।

গুরুবাক্য পালন সহজ কথা নহে। জগতের অধিকাংশ লোকই সর্ব্বাংশে গুরুবাক্য পালন করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু যাঁহার বাক্য, তিনি যদি কৃপা রাখেন, তবে এই অসাধ্য কার্য্যটীও কাহারও কাহারও পক্ষে সুসাধ্য হয়। তুমি এমন প্রার্থনা করিয়াছ, যাহা দুর্গম পথ সুগম করিবার পক্ষে সহায়ক।

তোমার পত্রখানা পড়িয়া অন্যে মনে করিতে পারে যে, তুমি অশিক্ষিতা। কিন্তু অতি সাধারণ অক্ষরে সাধারণ ভাষায় লিখিত তোমার ছোট একখানা পত্রে গভীর নিষ্ঠার আর প্রাণময়ী ভক্তির প্রমাণ আছে। ভক্তি গভীর হইলেই নিষ্ঠা আসে, নিষ্ঠা পাকা হইলেই সর্ব্বশক্তি করায়ত্ত হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর
১১ই কার্ত্তিক, ১৩৭৩

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। তোমার নামজপ করিতে ভাল লাগে, ধ্যান-ভজনে রুচি আছে, একথায় যেমন আনন্দিত হইলাম, তোমার স্বামী এসকল পছন্দ করেন না, সে কথায় ততটাই ব্যথিত হইলাম। স্বামীকে সঙ্গে লইতে না পারিলে সংসারী মেয়ের পক্ষে ঈশ্বর-সাধনে বারংবার বাধা পড়ে। সুতরাং তোমার স্বামীরও ভগবন্নাম-স্মরণে রুচি হউক, এই প্রার্থনা করি। তিনি বর্ত্তমানে যদি উদাসীন বা বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও হাল ছাড়িয়া দিও না। পত্নীর অন্তরের সুগুপ্ত ঐকান্তিকী ইচ্ছা আস্তে আস্তে স্বামীর ভিতরে অশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত করে, করিতে পারে এবং করিবে। এই বিশ্বাস নিয়ত অন্তরে পোষণ করিও।

নাম করিতে বসিলে এক এক সময়ে এক একটী বিশেষ রূপ চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় বলিয়া লিখিয়াছ। ইহা স্বাভাবিক। ইহার মধ্যে ভয়ের বা দোষের কিছুই নাই। তুমি যে নামটী জপ কর, গুরুকৃপায় যে অখণ্ড-নাম জপ করিবার অধিকার তুমি পাইয়াছ, তাহার ভিতরে বিশ্বের সমস্ত তত্ত্ব প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং নাম জপ

করিবার কালে এক এক দিনে বা এক এক সময়ে এক একটী সাকার বিগ্রহ আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়, ইহা কোনও আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। যখন যে রূপটী প্রতিভাত হয়, তখনকার মত তাহাই তোমার ধ্যেয়। জগতের কোনো রূপ, কোনো মূর্ত্তি কোনো ভাব, কোনো তত্ত্ব তোমার পরিত্যাজ্য নহে কিন্তু অন্তরের অভিনিবেশ রাখিবে একমাত্র নামের ধ্বনিতে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের আবাল্য সাধনা

তরুণ ও কিশোরদের মধ্যে সংযমের সাধনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

কারণ,

ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ, সংযমী, বীর জাতিরই ভিতরে আধ্যাত্মিক ও ঐহিক উভয়বিধ উন্নতি সমভাবে সম্ভব হইতে পারে। তাঁহার রচিত **"সরল ব্রহ্মচর্য্য", "সংযম সাধনা", "জীবনের প্রথম প্রভাত", "অসংযমের মূলোচ্ছেদ"** প্রভৃতি প্রত্যেক মাতাপিতার কর্ত্তব্য নিজ নিজ পুত্রের হাতে তুলিয়া ধরা। তাঁহার রচিত **'কুমারীর পবিত্রতা"** প্রত্যেক কুমারীর হাতে দান করুন। তাঁহার রচিত **"বিধবার জীবনযজ্ঞ"** প্রতি বিধবার অবশ্য-পাঠ্য। তাঁহার রচিত **"সধবার সংযম", "বিবাহিতের জীবন সাধনা" ও "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য"** প্রতি বিবাহিত নরনারীর অবশ্য পাঠ্য।

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী সমূহ

"অখণ্ড-সংহিতা"

নামে বহুখণ্ডে প্রকাশিত হইয়া মানবজীবনের ঐহিক, পারত্রিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক অসংখ্য সমস্যার সমাধান করিয়াছে। ভারতের বিগত কয়েক শত বৎসরের মধ্যে রচিত ধর্ম্ম সাহিত্যে ইহার তুল্য মহাগ্রন্থ বিরল। জীবনের যে-কোনও সমস্যাতেই আকুল হইয়া থাকেন না কেন, পথের সন্ধান ইহাতে পাইবেন।

অযাচক আশ্রম, ডি-৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০১০

ধৃতং প্রেম্না

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

চতুর্বিংশ খণ্ড